(ধর্ম্মমূলক নাটক)

শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী

প্রণীত

(আর্য্য অপেরায় অভিনীত)

প্রথম মুদ্রণ

তারাচাঁদ দাস এণ্ড সন্স এর পক্ষে

প্রকাশক—শ্রীরাসনাথ দাস

৮২নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কালিকাতা-৫

১৩৬২

প্রকাশক—শ্রীরামনাথ দাস
৮২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

মুদ্রাকর—শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দাস
'তারা আর্ট প্রেস'
৮২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ভূমিকা

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে জন্মগ্রহণ করলেন নবদ্বীপ ধামে নিজের মহিমা-প্রচারে ; উত্তরসাধক হ'য়ে এলেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ। পাঠান-অত্যাচারে জর্জ্জরিত দেশবাসীকে বিপন্মুক্ত করতে সহায় হ'য়ে এলেন শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, হরিদাস ইত্যাদি বৈষ্ণবগণ। তাঁদের নির্ভীককণ্ঠে সমস্বরে ঘোষিত হ'লো শ্রীহরির নাম-গান। প্রভু গাইলেন হরিনাম ; পাতকী জগাই-মাধাই হ'লো উদ্ধার। জন্মভূমি হারিয়ে ফুলিয়ার রাজা সুবুদ্ধিরায় ডাকাত হ'য়ে দাঁড়ালেন, নামগানে তাঁরও চৈতন্যোদয় হ'লো। নবদ্বীপের কাজী মুসলমান হ'য়েও নামগানে বিভোর হ'য়ে প্রভুর করুণা পেলেন। বাংলার নবাব হুসেন খাঁও প্রভুর আলিঙ্গন লাভ করলেন।

তারপর নদীয়ায় নেমে এলো অশ্রুর বন্যা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গৃহত্যাগে। শচীমাতা চিৎকার ক'রে নদীর ধারে গিয়ে ডাকলেন—নিমাই—নিমাই ! নিত্যানন্দের কণ্ঠ হ'তে ভেসে এলো করুণ সুর প্রতিধ্বনির স্বরে—নাই, নাই, নাই।

নাটকখানির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করবার জন্য স্থানে স্থানে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে, তজ্জন্য পাঠক-পাঠিকাগণ আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন।

বিনীত—

গ্রন্থকার

নাটকীয় চরিত্র

—পুরুষ—

শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব, শ্রীবাস, মুকুন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য, হরিদাস,

নিমাই	...	...	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
নিতাই	...	...	ঐ সহচর।
জগাই, মাধাই	...	...	নবদ্বীপবাসী পাষণ্ডদ্বয়।
সুবুদ্ধিরায়	...	...	ভূতপূর্ব্ব বাংলার রাজা।
রণবীর	...	...	ঐ সহচর।
হুসেন খাঁ	...	...	ঐ সেনাপতি।
ইব্রাহিম	...	...	হুসেন খাঁর সেনাপতি।
মাধব শর্ম্মা	...	...	নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণ।

কাজী, মহাদেব শ্রেষ্ঠী, বৈষ্ণবগণ, পাইকদ্বয়, ঘাতক, নগররক্ষী ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

শ্রীরাধা, বৃন্দা, বসুমতী, মহামায়া।

শচী	...	...	নিমাইয়ের মাতা।
মৃন্ময়ী	...	...	মাধবের স্ত্রী।
বিষ্ণুপ্রিয়া	...	...	নিমাইয়ের স্ত্রী।

সখীগণ ইত্যাদি।

———

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

প্রস্তাবনা।

গোলোক।

রাস-উৎসবে নৃত্যরতা অষ্টসখী-পরিবৃত
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা।

গীত।

সখীগণ।—

বামে ল'য়ে রাসেশ্বরী এলো রাসের শ্যামল কিশোর।
রসরাজে রাসের সাজে সাজিয়ে প্যারী আপনি বিভোর॥
ষোলশ' গোপিনী সাথে
একা শ্যাম রাসে মাতে,
যেদিকে নেহারি সখি! দেখি একই মনচোর॥
মধুভরা রাসোৎসবে
নাচিব গাহিব সবে,
মধু নিশি কালোশশি, ক'রো না ক'রো না ভোর॥

(শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে মধ্যে লইয়া অষ্টসখী রাসোৎসবে মত্ত ছিলেন, এই অবসরে স্ত্রীবেশে মহাদেব আসিয়া ঐ রাসোৎসব উপভোগ করিতেছিলেন। সহসা উৎসব-গীতির মূর্চ্ছনা ভাঙ্গিয়া গেল—নৃত্যের লয় হইল, গোপিনীগণ ও শ্রীরাধা চমকিত হইলেন।)

শ্রীরাধা। একি—একি !
কেন হেন দুর্লক্ষণ
মধু রাসোৎসবে ?

বৃন্দা। সুনিশ্চয় কোন চোর
প্রবেশি উৎসবে
উপভোগ করিতেছে
মধু রাসলীলা।

শ্রীরাধা। কে—কে ঐ রমণী
অবগুণ্ঠনে আবরিয়া মুখ
হেরিতেছে এই রাসোৎসব ?

বৃন্দা। মনে হয়, নহে ও রমণী ;
সুনিশ্চয় ছদ্মবেশী চোর
প্রবেশ করেছে রাসে।

শ্রীকৃষ্ণ। কি কহ বৃন্দা !
আমার এ মধ রাসোৎসবে
পুরুষের নাহি অধিকার ;
সে কারণে অতি স্থির
শ্রীদাম সুদাম বসুদামে
দিইনি আদেশ
নেহারিতে মধু রাসোৎসব ;
[illegible]ব গোলোকবাসীর মাঝে
হেন স্পর্দ্ধা কার
প্রবেশিবে এই মধু রাসে ?

বৃন্দা। রাসোৎসব হেরিবার

লোভ আছে বহু পুরুষের।
হয়তো বা নারীবেশে কেহ
আসিয়াছে চুরি করি
হেরিতে এ লীলা।

শ্রীরাধা। বিতর্কের কিবা প্রয়োজন ?
জিজ্ঞাস ও রমণীরে কিবা পরিচয়।

বৃন্দা। শুধু নহে এ রমণী,
রাসোৎসবের প্রতি রমণীরে
পরীক্ষা করিব আমি,
দেহ শ্যাম অনুমতি মোরে।

শ্রীকৃষ্ণ। সন্দেহ যদ্যপি ঘোচে,
যাও বৃন্দা ! করহ পরীক্ষা।

স্ত্রীবেশী মহাদেব পলায়ন করিতেছিলেন,
বৃন্দা ছুটিয়া গিয়া ধরিয়া ফেলিল।)

বৃন্দা। কোথা যাও নারি ?
বৃন্দা দূতী চিনেছে তোমারে।

(বৃন্দা দূতী মহাদেবের অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিল।

শ্রীকৃষ্ণ। একি ! দেবাদেব ত্রিলোচন
আবির্ভূত রাসোৎসবে মোর ?
শ্রীমতি—শ্রীমতি !
ভাগ্যবান্—মহাভাগ্যবান্ আমি !

(অগ্রসর হইলেন।)

বৃন্দা। (উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া)
আ-হা-হা ! কর কি—

কর কি রাসেশ্বর ?
আবেগের ভরে
কারে তুমি দানিছ সম্মান ?
রাসোৎসবের নীতি ভাঙ্গি
প্রবেশি এখানে,
অপরাধ করিয়াছে ভোলা মহেশ্বর।

শ্রীকৃষ্ণ। এ্যাঁ!

শ্রীরাধা। বিস্ময়ের কি আছে চতুর ?
সকলই তোমার রচনা,
উপলক্ষ্য মাত্র মহেশ্বর।

মহাদেব। অতি সত্য বাণী তব মাতা!
যাহা-কিছু করিয়াছি—করিতেছি—
ভবিষ্যতে করিতে হইবে,
সকলই প্রভুর ইচ্ছায় ;
উপলক্ষ্য মাত্র মোরা।

বৃন্দা। আলোচনা করিবার
নহে এ সময়।
রাসোৎসবের কাল ব'য়ে যায়,
ত্বরা করি করিয়া বিচার
শাস্তি দেহ ভোলানাথে
গোলোকের নাথ!

মহাদেব। দেহ শাস্তি গোলোক-ঈশ্বর!
বিলাস-ব্যসনত্যাগী ভোলা মহেশ্বর
মধু রাসোৎসব হেরিবার লোভে

করিয়াছে মহা অপরাধ।
লোভে পাপ—শাস্ত্রের বচন,
শাস্ত্রবাক্য করিয়া লঙ্ঘন
করিয়াছি সেই পাপ,
শাস্তি দিয়া কর মোর
সে পাপ ক্ষালন।

গীতকণ্ঠে বসুমতীর প্রবেশ।

গীত।

পাপের প্রতাপে মথিত বক্ষ
শান্তি দাও, ভগবান্।
ধরার মানব হয়েছে দানব,
রাখে না সাধুর মান ॥
অনাচারে ভ'রে আছে সে বঙ্গ,
চলিছে অবাধে পাপের রঙ্গ,
শুখাবে অকালে ভাগীরথী-জল
তুমি না করিলে ত্রাণ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। শান্ত হও—শান্ত হও বসুমতি!
তোমার বুকের ব্যথা মোচন কারণ
যাবো আমি ধরাধামে
মানবের রূপে।
শ্রীরাধা। কি কহিছ প্রাণেশ্বর!
শ্রীকৃষ্ণ। নহি শুধু তোমার ঈশ্বর;
ত্রিলোক-ঈশ্বর আমি।

মহাদেব। অতি সত্য বাণী তব গোলোকের নাথ!
তুমি প্রভু ত্রিলোক-ঈশ্বর।

শ্রীকৃষ্ণ। যাবে আগে সহায়করূপে তুমি মহেশ্বর!
আজি এই রাসোৎসবে প্রবেশিয়া
করিয়াছ যেই অপরাধ,
নহে তাহা অশুভ লক্ষণ,
ধরণীর মঙ্গল কারণ
ভোলানাথ!
হয়েছিল তব মতিভ্রম।

মহাদেব। কি শাস্তি দানিয়া মোরে
সাধিবে এ ধরার মঙ্গল,
ধরণীপালক?

শ্রীকৃষ্ণ। আজিকার শাস্তি তব,
পকারে ধরার পাপ করিবে ক্ষালন।
যাও হে শঙ্কর।
ধরাবক্ষে নররূপে
কর গিয়া জনমগ্রহণ।
বঙ্গদেশে বাড়িতেছে পাপের প্রবাহ,
নদীয়ানগরে অদ্বৈত-আচার্য্যরূপে
প্রচারিয়া হরিনাম
কর গিয়া আকর্ষণ মোরে,
তোমারই আহ্বানে
যাইব নদীয়াপুরে
জগন্নাথ-মিশ্রের গৃহে শ্রীচৈতন্যরূপে।

হরিনাম বিলাইয়া
পাপী-তাপী করিব উদ্ধার।

মহাদেব। তাই হবে জগন্নাথ!
তোমার ইচ্ছায় যবে চলিছে ত্রিলোক,
কোথা সাধ্য ব্যতিক্রম করিতে আমার?
হরিতে পাপের ভার পীড়িত ধরার
তুমি হবে অবতার নদীয়ানগরে,
আমি সেথা অদ্বৈত-আকারে
ইচ্ছাশক্তি আকর্ষণে নামাবো তোমারে
মাতাইতে বঙ্গদেশ হরিনামগানে। [প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। যোগিশ্রেষ্ঠ মহেশ্বর চলিয়াছে
যোগবলে বঙ্গদেশে নামাতে আমারে।
যাও বসুমতি!
অচিরায় পাপভার করিয়া লাঘব
শান্তি দেবো তোমারে লো আমি।

[প্রণাম করিয়া বসুমতীর প্রস্থান।

যাও বৃন্দা! নিবারণ কর
গোপীগণে নৃত্যগীত হ'তে।

বৃন্দা। তবে বন্ধ হ'লো মধু রাসোৎসব?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ, বন্ধ হ'লো মধু রাসোৎসব।
আজি হ'তে চিন্তা মোর
[illegible] উদ্ধার—
যাও ত্বরা, নিবারণ কর সখীগণে।

[বৃন্দাসহ সখী[illegible]র প্রস্থান।

রাসোৎসবে মাতিবার নাহিক সময়,
ধরার ক্রন্দন মোরে করেছে চঞ্চল।

শ্রীরাধা। ~~ধরার ক্রন্দনে~~ প্রিয় কাঁদায়ে রাধায়
যাবে ~~তুমি মর্ত্যধামে~~ শ্রীচৈতন্যরূপে ?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমারে ছাড়িয়া প্রিয়ে,
কোনদিন—কোন যুগে
নেমেছি কি ধরাবক্ষে আমি ?
নদীয়ানগরে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে
লইব জনম,
করি নানা লীলা মোহিব সবারে ;
পশ্চাতে যাইবে তুমি বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে
আলোকিত করিয়া ধরণী।
জেনো প্রিয়ে ! তোমারে আদর্শ করি
শিক্ষা দেবো ~~ধরণীর~~ রমণী-সমাজে।
(নেপথ্যে বহুকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—
"ভগবান্, জাগৃহি—ভগবান, জাগৃহি"।)

শ্রীকৃষ্ণ। ঐ—ঐ নির্য্যাতিত—নিপীড়িত জনগণ
আর্ত্তকণ্ঠে ঐ ডাকে—ঐ ডাকে
ভগবান্, জাগৃহি—ভগবান্, জাগৃহি—

[বলিতে বলিতে শ্রীরাধার হাত ধরিয়া আকুলভাবে প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গৃহ-প্রাঙ্গণ।

গীতকণ্ঠে শ্রীবাস, মুকুন্দ ও বৈষ্ণব-[illegible]গণের প্রবেশ।

গীত।

[illegible]গণ।—

জাগৃহি—জাগৃহি—ভগবান্ জাগৃহি।
পীড়িত ব্যথিত ভকতের [illegible]
এস নেমে ধন্য করিতে মহী॥
নদীয়ায় বহে পাপের প্লাবন,
দুর্জ্জন করে [illegible] সাধুর পীড়ন,
তব নামগান করিলে শ্রবণ
জনে জনে সাজে হিংস্র অহি॥
আর্ত্তকণ্ঠে [illegible] ডাকে হে তোমারে,
এস ভগবান্! শাসক-আকারে,
পাষণ্ড দানবে করিয়া দলন
শীতল কর হে তপ্ত মহী॥

ত্রস্ত অদ্বৈতাচার্য্যের প্রবেশ।

অদ্বৈত। জেগেছেন—জেগেছেন, ভগবান্ জেগেছেন। পাষণ্ড-দলনার্থে মানবমূর্ত্তিতে তিনি নদীয়ার মাটি পবিত্র ক'রে জন্মগ্রহণ করেছেন।

শ্রীবাস। কি বল্‌ছেন আচার্য্য?

অদ্বৈত। যা বলছি, বর্ণে বর্ণে সত্য। নদীয়ার জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ পবিত্র ক'রে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছেন; সে রূপ আমি নিজে দেখে এলাম শ্রীবাস।

শ্রীবাস। দেখেছেন? প্রভুর ভুবনভোলান রূপ আপনি দেখেছেন?

অদ্বৈত। দেখেছি ব'লেই তো আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিতে পারছি। শ্রীবাস। শ্রীবাস। কি রূপ দেখ্‌লাম, তা বর্ণনা ক'রে বলতে পারছি না। আহা। কি সে রূপ—কি সে রূপ।

শ্রীবাস। বলুন—বলুন আচার্য্য, সেই সদ্যোজাত শিশুর রূপের মধ্যে ভগবানত্বের কি প্রমাণ পেয়েছেন?

অদ্বৈত। কি প্রমাণ পেয়েছি, তা বর্ণনা করা যায় না। দেখ্‌লাম, সদ্যোজাত শিশুর সর্ব্বাঙ্গ হ'তে একটা উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হ'চ্ছে, মুখে স্বর্গীয় জ্যোতি, কি বলবো শ্রীবাস। আমার দিকে তাকিয়ে সেই শিশু হাস্য ক'রে যেন ইঙ্গিতে অভয়বাণী প্রচার করলে।

শ্রীবাস। একি সত্য আচার্য্য?

অদ্বৈত। হ্যা—হ্যা, সত্য—সত্য, চন্দ্র সূর্য্যের মত সত্য। তিনি এসেছেন—তিনি এসেছেন। বৈষ্ণবগণ! আনন্দ কর—আনন্দ কর, হরিনামগানে আমার গৃহ মুখরিত ক'রে তোল, আজ প্রভুর আগমন-বার্ত্তা নামগানের মধ্যে দিগ্‌দিগন্তে প্রচার ক'রে দাও।

মুকুন্দ। কিন্তু এখন নামগান করায় বাধা আসতে পারে আচার্য্য! কারণ, নগরপাল জগাই মাধাইয়ের পাইকরা আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অদ্বৈত। বেড়াক্, তাতে ভয় কি? আর তোমাদের চিন্তা কি? পাষণ্ডদলনকারী শ্রীভগবান্ যখন নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন, তখন আর কাকেও ভয় করি না আমরা। গাও—গাও বৈষ্ণবগণ! আজ দিবারাত্র শ্রীহরির নামগানে নদীয়ায় তাঁর জন্মোৎসব পালন কর।

মুকুন্দ। শ্রীহরির নামগান করবার আশায় আমরাও আকুল হ'য়ে আপনার কুটীরে আসি, কিন্তু আচার্য্য! প্রত্যহ পাষণ্ডগণ আপনাকে অকথ্য নির্য্যাতন করে—

অদ্বৈত। করুক্, তাতে আমি বিচলিত নই; নির্য্যাতন করবার অবকাশ দিতেই তো আমি (তোমাদের) হরিনামগান করতে বল্‌ছি(মুকুন্দ)!

শ্রীবাস। নির্য্যাতন করবার অবকাশ দেবেন পাষণ্ডদের?

অদ্বৈত। দেবো না? প্রভু নদীয়ার মাটি পবিত্র ক'রে আজ প্রথম পদার্পণ করলেন, তাঁর আগমনের উৎসব করতে আমরা দিবারাত্র হরিনাম-গানে পাষণ্ডদের ক্ষেপিয়ে তুলে নির্য্যাতিত হ'য়ে প্রভুকে আকুল ক'রে তুলবো।

শ্রীবাস। আচার্য্যদেব! স্বয়ং ভগবান্ যে জন্মগ্রহণ ক'রে নদীয়ার মাটি পবিত্র করেছেন, তার প্রমাণ তো কিছুই পেলাম না।

(নেপথ্যে হরিদাস গাহিল।)

গীত।

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল॥

অদ্বৈত। কে—কে? কে রাজপথ দিয়ে মধুর স্বরে হরিনাম গেয়ে যায়? ওর কণ্ঠস্বরে মনে হ'চ্ছে, ও একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মহাপুরুষ।

(নেপথ্যে হরিদাস গাহিল।)

গীত।

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

অদ্বৈত। মুকুন্দ! ডাক—ডাক, ঐ ভক্ত বৈষ্ণবকে সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এস। [মুকুন্দের প্রস্থান] শ্রীবাস—শ্রীবাস! আমার অনুমান

মিথ্যা নয়, প্রমাণ নেবার কোন প্রয়োজন নেই। বুঝ্‌তে পার্‌ছো, প্রভুর আগমন না হ'লে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে পথচারী বৈষ্ণবের হরিনাম গেয়ে চ'লে যাওয়ার স্পর্দ্ধা হ'তো ?

হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া মুকুন্দের পুনঃ প্রবেশ ।

হরিদাস। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

(সকলেই সকলকে নমস্কার ও প্রতি-নমস্কার করিল ।)

অদ্বৈত। কে আপনি বৈষ্ণব-চূড়ামণি, পাষণ্ডের অত্যাচারে জর্জ্জরিত নদীয়ার রাজপথে নির্ভীক বীরপুরুষের ন্যায় হরিনাম-কীর্ত্তন ক'রে যাচ্ছেন ? আপনার পরিচয় দিন ।

হরিদাস। আমি বৈষ্ণবদাস, আপনাদের ন্যায় সাধু বৈষ্ণব দর্শনে জীবন আমার ধন্য ।

শ্রীবাস। অনুমানে বুঝ্‌লাম, মহাশয় পরম বৈষ্ণব ।

হরিদাস। বৈষ্ণব হওয়ার সৌভাগ্য এখনও এ দীনের হয়নি মহাত্মন্ ! বৈষ্ণব-সঙ্গলাভে নিজেকে বৈষ্ণবের দাস গ'ড়ে নিতেই নদীয়ায় এসেছি স্বপ্নাবিষ্ট হ'য়ে ।

অদ্বৈত। স্বপ্নাবিষ্ট হ'য়ে আপনি নদীয়ায় এসেছেন বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি ?

শ্রীবাস। স্বপ্নে কি আদেশ পেয়েছেন মহাপুরুষ ?

হরিদাস। না—না, আমাকে 'মহাপুরুষ' সম্বোধন ক'রে অপরাধী করবেন না। আমি যবন-বংশ পালিত দীনহীন জন, বৈষ্ণবের পদধূলিরও যোগ্য নই ।

অদ্বৈত। যবনবংশ-পালিত ? শ্রীবাস—শ্রীবাস ! তাহ'লে বৎসরকাল পূর্ব্বে আমি স্বপ্নে যাঁকে দেখেছিলাম, ইনি সেই মহাপুরুষ ।

শ্রীবাস। কি বল্‌ছেন আচার্য্য ?

অদ্বৈত। ঠিকই বল্‌ছি শ্রীবাস—ঠিকই বল্‌ছি। বৎসরকাল পূর্ব্বে এক শুক্লাচতুর্দ্দশী নিশীথে স্বপ্নে দেখেছি, যেন শঙ্খ-পদ্মধারী শ্রীভগবান্‌ ধরায় অবতীর্ণ হ'য়ে বল্‌ছেন, "আচার্য্য! আমি তোমার ডাকে ধরার মাটিতে নেমে এসেছি, আমার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ দেখ পরমভক্ত বৈষ্ণব-চূড়ামণি যবন হরিদাস আস্‌ছে।"

হরিদাস। মহাত্মন্‌! আপনিই তবে বৈষ্ণব প্রধান অদ্বৈতাচার্য্য ?

(অদ্বৈতের পদতলে লুণ্ঠিত হইল।)

অদ্বৈত। (শশব্যস্তে) হরিবোল—হরিবোল! করেন কি—করেন কি বৈষ্ণব-চূড়ামণি। অদ্বৈতাচার্য্যকে নরকে নিক্ষেপ কর্‌ছেন ? উঠুন —উঠুন শ্রীহরি-সেবক! আপনার স্থান পদতলে নয়—আপনার স্থান অদ্বৈতাচার্য্যের বক্ষে। (হরিদাসকে তুলিয়া বক্ষে ধরিলেন।)

হরিদাস। আজ যবন হরিদাসের জীবন ধন্য হ'লো। গাও—গাও বৈষ্ণবগণ! হরিনামগানে আমাকে আশ্বাস দাও, যাতে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় পাই।

শ্রীবাস। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ?

হরিদাস। হ্যাঁ মহাত্মন্‌! স্বপ্নে আমি প্রভুর নিকট প্রত্যাদেশ পেয়েছি, তিনি নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন, আমাকে শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গে মিলিত হ'তে গত নিশায় আদেশ দিয়েছেন, তাই আমি—

অদ্বৈত। আমি জানি—আমি জানি; আপনি যে আস্‌বেন, তা আমি বৎসরকাল পূর্ব্বেই জান্‌তে পেরেছি ভক্ত-চূড়ামণি! শ্রীবাস—শ্রীবাস! প্রত্যক্ষ কর—প্রত্যক্ষ কর, প্রভুর আগমনের জলন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ কর।

শ্রীবাস। প্রমাণের আর প্রয়োজন নেই আচার্য্যদেব! আমি যে

এতক্ষণ সন্দেহ করেছি, তাতে আমার দেহ-মন অপবিত্র হয়েছে, আমি মহাপাপে নিমর্জ্জিত হয়েছি ।

অদ্বৈত । হরিনাম কর—হরিনাম কর শ্রীবাস ! হরিনামে সমস্ত পাপ বিদূরিত হবে ।

হরিদাস । হরিনাম করুন—হরিনাম করুন বৈষ্ণবগণ ! আজ বৈষ্ণবগণের মুখে হরিনাম শ্রবণ ক'রে শ্রবণযুগল শীতল করি ।

শ্রীবাস । গাও—গাও বৈষ্ণবগণ, গাও সেই পারের কাণ্ডারী বিপদবারণ শ্রীভগবানের নাম ।

গীত ।

মুকুন্দ ।— রাখিতে বৈষ্ণবে ভবে নিরাপদে,
শ্রীহরি আইলা নদীয়াপুরে ।
বল হরিবোল—হরি হরিবোল,
নাম বল ভাই বদনভ'রে ।

সকলে ।— বল হরিবোল—হরি হরিবোল,
নাম বল ভাই বদনভ'রে ॥

মুকুন্দ ।— কতশত পাপী নামের গুণে,
তরে গেল ভাই রে বিপদক্ষণে,
কেন আর ভাই এই শুভদিনে,
হরি হরি বল মধুর স্বরে ॥

সকলে ।— বল হরিবোল—হরি হরিবোল,
নাম বল ভাই বদনভ'রে ॥

জগাই, মাধাই । (নেপথ্যে) এই আবার চেল্লাচ্ছে, ভাঙ্গ—ভাঙ্গ, দরজা ভাঙ্গ ।

অদ্বৈত । কোন ভয় নেই বৈষ্ণবগণ ! গাও—গাও, প্রাণভ'রে গাও শ্রীহরির নাম ।

পূর্ব্বগীতাংশ।

মুকুন্দ।— পাষণ্ডদলনে মানব-আকারে,
আসিলেন প্রভু সুরধুনী-তীরে,
এ শুভলগনে নীরব থেকো না,
বল হরিবোল বদনভ'রে।

সকলে।— বল হরিবোল—হরি হরিবোল
নাম বল ভাই বদনভ'রে॥

(নেপথ্যে দরজা ভাঙ্গার শব্দ হইতেছিল।)

পাইকদ্বয়সহ জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ।

জগাই। এই—এই শালারা আবার ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে।

শ্রীবাস। (সভয়ে) আমরা শ্রীহরির নামগান করছি বাবা!

মাধাই। আরে, রেখে দে তোর বাবা—বাবা। বল্ শালারা! কেন আমাদের হুকুম তামিল করিস্‌নি?

অদ্বৈত। আমরা তোমাদের অন্যায় হুকুম কেমন ক'রে মানবো মাধব?

জগাই। কি বললি শালা বুড়ো ভাম, অন্যায় হুকুম?

মাধাই। কথার দরকার নেই, মার—মার শালা বোষ্টমদের। এই, ধর শালাদের।

মুকুন্দ। আচার্য্যদেব! আচার্য্যদেব!

অদ্বৈত। ভয় নেই—ভয় নেই বৈষ্ণবগণ! পাষণ্ডদলনকারী শ্রীভগবান্ নদীয়ায় এসেছেন, তোমাদের নির্য্যাতনে তিনি স্থির থাকৃতে পারবেন না।

জগাই। ওরে মাধা! এ শালা বুড়ো ভাম কি বলে শোন্।

মাধাই। তুই চুপ কর্ দেখি; এই, তোরা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? ধর্ না শালাদের। এই জগা! তুই ধর্ ঐ বুড়ো শালাকে।

(উভয়ে বৈষ্ণবদের ধরিয়া মারিতে লাগিল, বৈষ্ণবগণ সমস্বরে
বলিতে লাগিলেন "ভগবান্, জাগৃহি—ভগবান্, জাগৃহি।"
সহসা ঝড়, জল, বজ্রপাত আরম্ভ হইল।)

জগাই। ওরে—ওরে দেখো! ঝড়ে এ শালাদের খড়ের ঘর কাঁপছে, শেষে চাপা প'ড়ে মরতে হবে। চল্—চল্ পালিয়ে যাই, মরে তো শালারা মরুক্।

মাধাই। তাই চল্—তাই চল্ রে জগা, শেষে ঘর চাপা প'ড়ে মরতে হবে। চল্—চল্, পালাই চল্—পালাই চল্।

[পাইকদ্বয়-সহ উভয়ের প্রস্থান।

অদ্বৈত। দেখ—দেখ বৈষ্ণবগণ! শ্রীভগবানের করুণার প্রমাণ দেখ।

(ঝড়, জল ও বজ্রপাত থামিয়া গেল।)

হরিদাস। প্রমাণ নেবার কোন প্রয়োজন হয় না বৈষ্ণবপ্রধান! আমাদের অস্তিত্বই তাঁর করুণার প্রমাণ।

অদ্বৈত। চলুন বৈষ্ণবপ্রধান! পথশ্রমে আপনি শ্রান্ত, বিশ্রাম করবেন চলুন।

হরিদাস। না—না, আজ আর বিশ্রাম নয়—আজ আর বিশ্রাম নয়; আজ অহোরাত্র শুনবো প্রভুর নামগান।

অদ্বৈত। তাই চলুন বৈষ্ণবগণ! আজ অহোরাত্র শ্রীহরির নামগানে নদীয়ার বুকে সৃষ্টি করবো আমরা তুমুল আলোড়ন।

[[illegible]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ফুলিয়ার রণস্থল—গভীর রাত্রি।

সুবুদ্ধিরায় ও রণবীরের প্রবেশ।

সুবুদ্ধি। আলোড়ন—আলোড়ন, বাংলার বুকে আজ তুমুল আলোড়ন!

রণবীর। সত্য প্রভু, বাংলার বুকে একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে হুসেন খাঁ।

সুবুদ্ধি। সামান্য ভৃত্য—আমার মুখের দিকে চেয়ে যার কথা বলবার সাহস হয়নি, আজ কিনা সেই জুতোর গোলাম হুসেন খাঁ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে?

রণবীর। পাঠানজাতির অসাধ্য কিছু নেই প্রভু!

সুবুদ্ধি। শুধু হুসেন খাকেই দোষ দিই কেন, আমার অধীনস্থ জায়গীরদারগণও অনায়াসে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

রণবীর। স্বার্থের নেশায় মাতোয়ারা হ'য়ে জায়গীরদাররাও হুসেন খাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে?

সুবুদ্ধি। স্বার্থ—স্বার্থ। হায় হতভাগ্য বাঙালীর দল! স্বার্থের নেশায় আজ বিদেশী পাঠানের সঙ্গে যোগ দিয়ে স্বদেশী ভাইকে দেশছাড়া করবার যুক্তি করেছ; কিন্তু দু'দিন পরে ঐ বিদেশী পাঠান যে তোমাদের জুতির গোলাম ক'রে তুলবে, সেটা একবার কল্পনা করছো না?

রণবীর। দুরন্ত লোভ বাঙালী জায়গীরদারদের কল্পনাশক্তি লোপ ক'রে দিয়েছে প্রভু! এখন তারা আপাতমধুর স্বার্থের স্বপ্নে বিভোর।

সুবুদ্ধি। ভেঙ্গে যাবে—ভেঙ্গে যাবে রণবীর, এ মধুর স্বপ্ন তাদের

অবিলম্বে ভেঙ্গে যাবে। সুবুদ্ধিরায়ের ন্যায়-যুক্তিপূর্ণ শাসন তাদের কাছে অবিচার ব'লে মনে হয়েছে ; কিন্তু এমন একদিন আস্‌বে, যেদিন সনাতন-হিন্দুধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিপন্ন ক'রে তুল্‌বে ঐ বিজাতীয় পাঠান-শাসনশক্তি।

রণবীর। সেদিনের সূচনা হ'য়ে এসেছে প্রভু! হুসেন খাঁর বিদ্রোহ-দমনে আপনি ব্যস্ত, আর ওদিকে নদীয়ানগরের শক্তি-উপাসকগণ নানা-প্রকারে বৈষ্ণব-নির্য্যাতন করছে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে, যাতে নদীয়ায় অরাজকের সৃষ্টি হয়েছে। নগরপাল জগন্ময় ও মাধবদাস মদ্যপান ক'রে নাগরিকদের উপর অকথ্য নির্য্যাতন করছে ; সুতরাং বাংলাদেশটা যে পাষণ্ডের লীলাভূমিতে পরিণত হবে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

সুবুদ্ধি। ওঃ! এতবড় অত্যাচার চল্‌ছে আমার সোনার বাংলাদেশে? হিন্দুর সনাতনধর্ম্মের মধ্যে ম্লেচ্ছ প্রবেশ করেছে? রাজা সুবুদ্ধিরায়ের রাজ্যে অরাজকতার বন্যা ছুটে যাচ্ছে? রণবীর—রণবীর! প্রয়োজন নেই যুদ্ধে ; চল, হুসেন খাঁকে কিছু জায়গীর দিয়ে এখনি সন্ধিস্থাপন ক'রে নদীয়ার ধর্ম্ম-বিপ্লব নিবারণ করি।

রণবীর। সামান্য কিছু জায়গীর নিয়ে হুসেন খাঁ আপনার সঙ্গে সন্ধি করবে কেন প্রভু?

সুবুদ্ধি। করবে না? চির বিশ্বস্ত হুসেন খাঁ—

রণবীর। সে বিশ্বাসের মূলে তো সে কুঠারাঘাত করেছে প্রভু!

সুবুদ্ধি। তা সত্য রণবীর! কিন্তু সবটাই তো তার দোষ নয়. আমারও তো দোষ আছে।

রণবীর। আপনার দোষের তুলনায় তার অপরাধের গুরুত্ব অনেক বেশী প্রভু! অবাধ্যতার শাস্তি দিতে আপনি তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন, আর সে তারই প্রতিশোধ নিতে প্রভুদ্রোহী হ'য়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

সুবুদ্ধি। মূর্খ ভৃত্যের যে এতবড় সাহস হবে, তা কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি।

রণবীর। মাত্র বেত্রাঘাতই এ বিদ্রোহিতার কারণ নয় প্রভু! আমার মনে হয়, অনেকদিন থেকে তার মনে বাংলার সিংহাসনের নেশা ধোঁয়াচ্ছিল, জায়গীরদার এবং বিশ্বস্ত সেনাপতিরা তাতে ইন্ধন দিয়ে সমরানল প্রজ্বলিত করেছে।

সুবুদ্ধি। ওকি! ওখানে অত আলো জ্ব'লে উঠ্‌লো কেন?

রণবীর। মনে হয়, বিপক্ষের মশালের আলো।

সুবুদ্ধি। বিপক্ষের মশালের আলো! তবে কি ওরা—

রণবীর। রাতের আঁধারে ফুলিয়া প্রবেশের চেষ্টা করছে।

সুবুদ্ধি। ফুলিয়ায় প্রবেশ করছে? বিশ্বাসঘাতক হুসেন খাঁ বিনা বাধায় রাতের আঁধারে ফুলিয়া প্রবেশ ক'রে আমার বিশ্রামরত সৈন্যদের অকস্মাৎ আক্রমণ করবে? না—না, তা হবে না—তা হবে না। রণবীর! চল—চল, গড়খাইয়ের পাশে থেকে কামান চালিয়ে ওদের গতি ফিরিয়ে দিইগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

মশালহস্তে হুসেন খাঁ ও ইব্রাহিমের প্রবেশ।

হুসেন। এগিয়ে চল—এগিয়ে চল ইব্রাহিম! ঐ যে ফুলিয়ার সীমা-রেখার গড়খাই, ঐ গড়খাই পার হ'য়ে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে সিংহের গহ্বরে।

ইব্রাহিম। সিংহ এখন স্থবির, জনাব! ওকে আয়ত্তে আনা খুব সহজ।

হুসেন। ঠিক যতটা ভাবছো ইব্রাহিম, ততটা সহজ নয়; বার্দ্ধক্যের দ্বারে পৌঁছলেও সুবুদ্ধিরায় এখন যৌবনের শক্তিতে শক্তিমান্। তোমরা

তার সঙ্গে কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে যাওনি; আমি তার পাশে থেকে যুদ্ধ-কৌশল দেখেছি, অপূর্ব্ব ক্ষমতাশালী বীর সে।

ইব্রাহিম। ক্ষমতাশালী হ'লেও তার সৈন্যবল কোথায় জনাব! মুষ্টিমেয় যোদ্ধা নিয়ে কতক্ষণ আমাদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাবে?

হুসেন। সে কথা বলা খুবই কঠিন ইব্রাহিম! যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ক'রে তাকে বন্দী করতে না পারছি, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না। (সহসা কামান গর্জ্জন, হুসেন খাঁ ও ইব্রাহিম চঞ্চল হইয়া উঠিল।) একি! সহসা কামান ছুড়ছে কেন? তাহ'লে কি আমাদের গোপন আগমনের কথা জানতে পেরেছে? ঐ—ঐ আবার কামানের গোলা ছুটছে। ইব্রাহিম! ইব্রাহিম! আর রক্ষা নেই, চল—চল, আত্মগোপন ক'রে থাকিগে; নহলে কামানের গোলার মুখে উড়ে যাবে।

ইব্রাহিম। কিন্তু সৈন্যেরা এগিয়ে এসেছে—

হুসেন। ঐ দেখ, ওরা পালাচ্ছে। চল—চল, ওদের একত্রিত ক'রে রাখিগে। সুযোগ বুঝে এগিয়ে আসা যাবে।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

(সমানে কামান-গর্জ্জন চলিতে লাগিল, নেপথ্যে সুবুদ্ধিরায়ের জয়ধ্বনি শোনা গেল।)

নারায়ণ-শিলাবক্ষে মাধব দেবশর্ম্মার প্রবেশ।

মাধব। ওরে বাপরে বাপ! এ আবার কি কাণ্ড? ফুলের জঙ্গলে কামান-গর্জ্জন কেন রে বাবা? হায়-হায়-হায়! কি করি রে বাবা! (পুনরায় কামান-গর্জ্জন) ওরে বাবা রে! এইবার পৈতৃক প্রাণটা গেল রে! দূর ছাই, একটা ঝোপ-জঙ্গলও দেখছি না যে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাই। (নেপথ্যে পুনরায় সুবুদ্ধিরায়ের জয়ধ্বনি) এঁ্যা! তবে যা

ভেবেছি, তাই ? তাহ'লে যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপার ? হায়-হায়-হায় ! কেন বিকেলবেলায় পথের বার হলুম ?

রণবীর। (নেপথ্যে) এগিয়ে চল—এগিয়ে চল সৈন্যগণ !

মাধব। ওরে বাপ রে ! এ যে হেতের ধরা সৈন্যদের মাঝে প'ড়ে গেছি ! হায়-হায়-হায় ! যজমানের মাথায় হাত বুলিয়ে রোজগার করতে গিয়ে কি ফ্যাসাদেই পড়্‌লুম রে বাবা !

রণবীরের প্রবেশ ।

রণবীর। অন্বেষণ কর—অন্বেষণ কর সৈন্যগণ, চারিদিকে অন্বেষণ কর। গভীর জঙ্গলে বিপক্ষ সৈন্য অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে আছে। (সম্মুখে মাধবকে দেখিয়া) একি ! রাতের আঁধারে আত্মগোপন ক'রে কে তুমি ?

মাধব। আমি ভূত, বাবা !

রণবীর। ভূত !

মাধব। হ্যাঁ, একেবারে পুরোপুরি ভূত।

রণবীর। রহস্য রেখে সত্য বল, কে তুমি ?

মাধব। আমার চতুর্দ্দশ পুরুষ রহস্য জানে না বাবা ! সত্যিই আমি ভূত।

রণবীর। আঃ ! আবার ? দু'বার জিজ্ঞাসা করা হ'য়ে গেছে, এই তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি ; যদি সত্য পরিচয় না দাও, তাহ'লে আমার এই উন্মুক্ত তরবারি তোমার শির স্কন্ধচ্যুত করবে। পরিণাম চিন্তা ক'রে নাও।

মাধব। চিন্তা করা হ'য়ে গেছে বাবা, চিন্তা করা হ'য়ে গেছে। চক্‌চকে হেতেরটা সরিয়ে নাও, পরিচয় দিচ্ছি।

রণবীর। (তরবারি সরাইয়া লইল।) বল।

মাধব। ওরে বাবা, ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে, কথা বলতে পারছি না যে।

রণবীর। আবার ছলনা ?

মাধব। দোহাই বাবা! ছলনা নয়, সত্যি বল্‌ছি।

(নেপথ্যে সুবুদ্ধিরায়ের জয়ধ্বনি।)

রণবীর। ঐ সৈন্যেরা অগ্রসর হ'য়ে গেছে, সময় আমার অল্প; দাও—পরিচয় দাও, নতুবা—(তরবারি তুলিল।)

মাধব। আমি মাধবদাস, বাবা—আমি মাধবদাস, যাজনিক ব্রাহ্মণ।

রণবীর। যাজনিক ব্রাহ্মণ। তা পরিচয় দিতে ইতস্ততঃ করছিলে কেন ?

মাধব। ভয়ে—বাবা, ভয়ে। দেশটা যেরকম ম্লেচ্ছাচারে ভ'রে গেছে, তাতে সত্যি পরিচয় দিলে যদি আমার নারায়ণ-শিলাটি কেড়ে নিয়ে পথে ফেলে দাও ?

রণবীর। এত অধোগতি হয়েছে আজ পুণ্যভূমি বাংলার ?

মাধব। পুণ্যের নামগন্ধ নেই মশাই, পুণ্যের নামগন্ধ নেই এ দেশে; তা থাক্‌লে কি নারায়ণ শিলা বক্ষে থাকা সত্ত্বেও আমি পথের মাঝে এই বিপদে পড়ি ?

রণবীর। তার জন্য নারায়ণ-শিলাই কি অপরাধী ব্রাহ্মণ ?

মাধব। অপরাধী নয় ? হাজারবার অপরাধী।

রণবীর। ভুল—ভুল ব্রাহ্মণ! শিলারূপী নারায়ণে আপনাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস নেই, তাই আজ শক্তিহীন।

মাধব। বিশ্বাস নেই ?

রণবীর। না। তা যদি থাক্‌তো, তাহ'লে আজ ম্লেচ্ছ পাঠান হুসেন খাঁ কি হিন্দুর রাজত্ব ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে পারতো ?

মাধব। এঁ্যা! মহারাজ সুবুদ্ধিরায়ের বিরুদ্ধে ম্লেচ্ছ হুসেন খাঁর তাই এই দম্ভ হুঙ্কার! হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাস লুপ্তপ্রায়—মন্দিরের দেবতা নিষ্প্রাণ, জড়,—ব্রাহ্মণদের আর সে শক্তি নেই, যার প্রভাবে নারায়ণ জাগরিত হবে, তাই—তাই—

(নেপথ্যে পুনঃপুনঃ কামান গর্জ্জন ও কোলাহল)

রণবীর। ওকি! শত শত মশালের আলো এদিকে দ্রুত অগ্রসর হ'চ্ছে, বিপক্ষের কামান থেকে ঘনঘন গোলা বর্ষিত হ'চ্ছে। পালাও —পালাও ব্রাহ্মণ, যদি নারায়ণ-শিলার মর্য্যাদা রক্ষা করতে চাও তো পালাও।

[দ্রুত প্রস্থান।

(কোলাহল সেইভাবে চলিতে লাগিল।)

মাধব। এঁ্যা! ওরে বাবারে, কোথায় কোনদিকে পালাবো রে! অন্ধকারে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না রে! (দ্রুত পলায়নের চেষ্টা, সহসা ইব্রাহিমকে আসিতে দেখিয়া) ওরে বাবারে, এ আবার কে রে!

ইব্রাহিমের প্রবেশ।

ইব্রাহিম। সাবধান! পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করবো।

মাধব। এঁ্যা! হেলের দেখে রেগে একেবারে গুলি!

ইব্রাহিম। এই, সত্য বল তুই কে ?

মাধব। আমি যাজনিক ব্রাহ্মণ, বাবা—যাজনিক ব্রাহ্মণ।

ইব্রাহিম। বুকের মধ্যে কি লুকুচ্ছো ঠাকুর ?

মাধব। নারায়ণ-শিলা, বাবা—নারায়ণ-শিলা।

ইব্রাহিম। নারায়ণ-শিলা! হিন্দুর পাথরের দেবতা? হাঃ-হাঃ-হাঃ! (শিলা কাড়িয়া লইতে গেল।)

মাধব। (ইতস্ততঃ পরিক্রমণ) না—না, ছুঁয়ো না—আমার নারায়ণ-শিলা ছুঁয়ো না—দেবতার পবিত্রতা—

হুসেন খাঁর প্রবেশ।

হুসেন। (মধ্যে দাঁড়াইয়া) কখনো নষ্ট হবে না।

ইব্রাহিম। কে, জনাব?

হুসেন। হ্যাঁ।

ইব্রাহিম। বাধা দিলেন কেন জনাব?

হুসেন। খোদার অভিশাপ হ'তে নিজেকে বাঁচাতে।

ইব্রাহিম। কাফেরদের পাথরের মূর্ত্তি—

হুসেন। খোদারই প্রতিমূর্ত্তি। ইব্রাহিম! ধর্ম্মের অমর্য্যাদা ক'রে কখনো খোদার দোয়া পাওয়া যায় না, বিশ্বাসেই খোদার স্বরূপ মূর্ত্তির প্রকাশ হয়। মুসলমান জাতি মসজিদে গিয়ে আজান দ্বারা যাকে আহ্বান করে, হিন্দুজাতিও মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টানাদে তাঁকেই আহ্বান করে। মত ও পথ বিভিন্ন হ'লেও আমরা সকলেই তাঁরই সন্তান। তিনি এক; আমরাই তাঁকে বিভিন্নরূপে কল্পনা করি। স'রে এস—স'রে এস ইব্রাহিম, ব্রাহ্মণের পথ মুক্ত কর।

ইব্রাহিম। কিন্তু—

হুসেন। 'কিন্তু'র প্রশ্ন এখানে টিকবে না ইব্রাহিম! হুসেন খাঁ হিন্দুবিদ্বেষী হ'য়ে বাংলার সিংহাসনের আশায় যুদ্ধে আসে নাই, যুদ্ধে এসেছে অবিচারী সুবুদ্ধিরায়ের বিরুদ্ধে বাংলায় শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য।

ইব্রাহিম। কিন্তু এই সুবুদ্ধিরায় মুসলমানদের ঘৃণার চক্ষে দেখে, জনাব!

হুসেন। সেই পাপেই তাকে বাংলা ছাড়াতে হবে, ইব্রাহিম। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, সকলে তো সেই খোদার সৃষ্ট মানুষ, তাদের যে ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌বে, তাকেই খোদার অভিশাপ মাথা পেতে নিতে হবে। যাও ব্রাহ্মণ, তুমি নিশ্চিন্তমনে চ'লে যাও, কেউ তোমার দেবতার অমর্য্যাদা করবে না। (মাধব অগ্রসর হইল।) না—না, তুমি একাকী গেলে হয়তো বিপদে পড়্‌বে। চল, আমি তোমাকে সঙ্গে ক'রে ফুলিয়ার সীমানা পার ক'রে দিয়ে আসছি। (প্রস্থানোদ্যত)

ইব্রাহিম। ব্রাহ্মণকে নিরাপদ করতে আপনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে যাবেন জনাব? কিন্তু আমাদের সৈন্যেরা অগ্রসর হয়েছে—

হুসেন। খোদার দোয়ায় তোমরা জয়ী হবে ইব্রাহিম!

ইব্রাহিম। আপনি তাদের পরিচালক, আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে না দেখ্‌তে পেলে—

হুসেন। তারা নিরুৎসাহ হবে, না? যদি প্রয়োজন হয়, সেই দীনদুনিয়া মালিক নিজে এই গোলাম হুসেন খাঁর বেশে রণক্ষেত্রে নেমে সৈন্যদের উৎসাহ দেবেন।

[মাধবসহ প্রস্থান।

ইব্রাহিম। কাফের হিন্দুদের সঙ্গে মিশে এই হুসেন খাঁও কাফের হ'য়ে গেছে। আচ্ছা, আগে বাংলা দখল হোক্, তারপর তোমার হিন্দুপ্রীতি দেখানোর ফল সুদসমেত ফিরিয়ে দেবো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দির-প্রাঙ্গণ।

নিমাই ও শচী।

(একটি শালগ্রামশিলা হস্তে নিমাই ছুটিয়া আসিল, শচীমাতা আকুল আগ্রহে নিমাইয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিল।)

শচী। ফিরিয়ে দিয়ে যা—ফিরিয়ে দিয়ে যা নিমাই।

নিমাই। না—না, দেবো না। কেন নুড়িটার মাথায় ফুল-চন্দন দেবে?

শচী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। ও-কথা বলতে নেই বাবা! ও যে শালগ্রাম-শিলা ওতে নারায়ণ আছেন।

নিমাই। এই নুড়িটায় কি আছে বললে মা?

শচী। স্বয়ং ঠাকুর নারায়ণ।

নিমাই। ঠাকুর আছেন? তুমি কিচ্ছু জান না মা। ঠাকুর কি নুড়ির ভিতর থাকে?

শচী। ছিঃ ছিঃ ও-কথা বলিসনি বাবা। দে—দে, নারায়ণ শিলা সিংহাসনে বসিয়ে দে।

নিমাই। কখখনো বসাবো না, নুড়িটাকে গঙ্গা। জলে ফেলে দিয়ে আজ থেকে আমি ঐ দোলনায় ব'সে দোল খাবো।

শচী। ঠাকুর! ঠাকুর। অপরাধ নিও না। দুধের বালক অজ্ঞানতা-বশে তোমার চরণে অপরাধ করেছে, মার্জ্জনা কর ঠাকুর—মার্জ্জনা কর।

নিমাই। কাকে ঠাকুর ঠাকুর ব'লে প্রণাম করছো মা? এই কালো নুড়িটাকে? এতে কিছুই নেই। ঠাকুর তো মানুষের মতন হবে।

শচী। ঠাকুর। ঠাকুর। কেন বাছার এ মতি হ'লো?

নিমাই। তুমি আবার ঠাকুর ঠাকুর ক'রে ডাক্‌ছো মা? এটার ঠাকুর নেই; ঠাকুর আমি।

শচী। দুষ্টু ছেলে! বারবার ঐ অলক্ষুণে কথা? এখনো বল্‌ছি নিমাই, ভালোয় ভালোয় নারায়ণ-শিলা ফিরিয়ে দে, নইলে এখনি ধ'রে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখ্‌বো।

নিমাই। ইস, তা আর পারবে না। তুমি আমাকে ধরতে পারলে তো বাঁধবে।

শচী। এখনো বলছি নিমাই, দুষ্টুমি না ক'রে নারায়ণ-শিলা সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে আয়।

নিমাই। না—না, আমি দেবো না—দেবো না—দেবো না। এক দৌড়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসবো। (প্রস্থানোদ্যত)

অদ্বৈতাচার্য্যের প্রবেশ।

অদ্বৈত। জগন্নাথ মিশ্র. বাড়ী আছ হে?

নিমাই। এই দেখ, বুড়ো পথ আট্‌কে সব মাটি ক'রে দিলে।

শচী। (ঘোম্‌টা দিয়া চাপাস্বরে) দুষ্টু ছেলে! কাকে কি বল্‌ছিস?

নিমাই। কেন, বুড়োকে বুড়ো বল্‌বো না?

অদ্বৈত। হাঃ হাঃ-হাঃ! বল—বল, ওতে আমার দুঃখ হবে না।

শচী। আপনার দুঃখ না হ'লেও আমরা লজ্জিত আচার্য্য মশায়! দুষ্টু ছেলে, আচার্য্যকে প্রণাম করলি না যে?

অদ্বৈত। না—না, থাক্—থাক্ মা, আমি কায়মনোপ্রাণে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমাদের পুত্র দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হোক্।

নিমাই। শুন্‌লে মা, বুড়ো আচার্য্য কি বললে? যে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে পারে না, তাকে প্রণাম কর্‌বো কি ক'রে?

শচী। থাম্—থাম্ দুষ্টু ছেলে!

অদ্বৈত। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কথাটা বলেছে মন্দ নয়।

শচী। ওঁর আদরে আদরেই এত দুরন্ত হয়েছে আচার্য্য মশায়! দেখুন, উনি বাড়ী নেই, আর দুষ্টু ছেলে দোলার ওপর থেকে নারায়ণ-শিলা তুলে এনে বলে কিনা গঙ্গায় ফেলে দিয়ে দোলার উপর ব'সে দোল খাবো।

অদ্বৈত। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

শচী। আপনিও হাস্ছেন? উনিও এইরকম হেসে ওকে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

নিমাই। আমাকে আর বাড়িয়ে কে দিয়েছে? আমি আপনিই বেড়েছি!

অদ্বৈত। ঠিক—ঠিক, তুমি আপনিই বেড়েছ।

নিমাই। রাস্তা ছেড়ে দাও গো বুড়ো, নুড়িটাকে আমি গঙ্গায় ফেলে দিতে যাবো।

শচী। শুন্লেন? দুষ্টু ছেলের কথা শুন্লেন?

অদ্বৈত। তোমার কাছে ওটা নুড়ি বটে, কিন্তু আমাদের কাছে উনি স্বয়ং নারায়ণ। যাও বাবা, দোলার উপর বসিয়ে রেখে এস।

নিমাই। তুমিও বল্ছো দোলার উপর বসিয়ে রাখ্তে?

অদ্বৈত। বল্বো বৈকি, আমিও তো মানুষ! যাও বাবা, দোলার উপর বসিয়ে রেখে এস।

নিমাই। তা—তুমি যখন বলছো, না হয় রেখে আস্ছি।

[প্রস্থান।

শচী। কখন যে কি খেয়াল চাপে, বোঝা ভার। আপনার কথায় বেশ শান্ত হ'য়ে ঠাকুর দোলার উপর বসিয়ে দিতে গেল, অথচ আমার কথা মানতে চাইছিল না।

অদ্বৈত। ছেলেমানুষের খেয়াল তো!

শচী। কি হবে আচার্য্য মশায়! নিমাই আমার এইরকম খেয়ালী হ'য়েই থাক্‌বে?

অদ্বৈত। না—না, বড় হ'লে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। যাক্, জগন্নাথ মিশ্র কোথা গেল?

শচী। তিনি একটু কাজে পাশের গ্রামে গেছেন, আস্‌তে বিলম্ব হবে না। আপনি অপেক্ষা করুন আচার্য্য মশায়!

[দ্রুত প্রস্থান।

অদ্বৈত। আহা! জগন্নাথ মিশ্রের গৃহিণী পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুলা, কিন্তু জানে না, কে আজ গৌররূপে নদীয়া আলো ক'রে তাদের ঘরে পুত্ররূপে এসেছেন।

একটি ছোট চৌকি লইয়া শচীর পুনঃ প্রবেশ।

শচী। আসুন আচার্য্য মশায়! বসুন। (চৌকি পাতিয়া দিল।)

অদ্বৈত। (উপবেশন করিয়া) তুমি চিন্তিত হ'য়ো না মা! তোমার নিমাই খুব বড় পণ্ডিত হবে।

শচী। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাই হয়।

অদ্বৈত। আশীর্ব্বাদ? হ্যাঁ—হ্যাঁ, আশীর্ব্বাদ কর্‌তে হবে বৈকি।

O. K.　　গীত।

নিমাই।—(নেপথ্যে)

ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও—

ভিক্ষা দাও গো নদীয়াবাসি।

শচী। কে—কে গায়? আমার নিমাই না?

গীতকণ্ঠে সন্ন্যাসিবেশে নিমাইয়ের প্রবেশ ।

গীত ।

নিমাই ।—

ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও—
ভিক্ষা দাও গো নদীয়াবাসি ।
ফলমূল চাল নয় গো ভিক্ষা,
ভালবাসা নিতে সেজেছি সন্ন্যাসী ॥

শচী । ষাট্—ষাট্ ! এ বেশ তুই কোথা পেলি নিমাই—এ বেশ তুই কোথা পেলি ? (কাঁদিয়া ফেলিলেন ।)

পূর্ব্বগীতাংশ ।

নিমাই ।—

কোথা হ'তে এলো, কে এরা জানি না,
কেন দীনবেশ বলিতে পারি না,
মনে হ'লো যেন কত চেনাশোনা,
সে নয় যেন প্রবাসী ॥

শচী । ওরে, কে সেই নিষ্ঠুর আমার এতবড় সর্ব্বনাশ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে ?

অদ্বৈত । স্থির হও মা, স্থির হও ।

শচী । কেমন ক'রে স্থির হবো বাবা ? আমার বিশ্বরূপ যে এই খেলা খেলতে খেলতে একদিন সত্য সত্যই সংসার ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে ।

নিমাই । কেমন মা, আমাকে মানায়নি ?

শচী । ওরে দুষ্টু ছেলে, খুলে ফেল্—খুলে ফেল্ ও সর্ব্বনেশে সন্ন্যাসি-বেশ ।

অদ্বৈত। না—না, তুমি এখন খুলো না—তুমি খুলো না, সারা নদীয়াবাসীদের ঐ ভুবনভোলানো রূপ একবার দেখতে দাও।

শচী। আচার্য্য মশায়! আচার্য্য মশায়!

অদ্বৈত। এস—এস শিশু সন্ন্যাসি! আমি তোমাকে নদীয়ার ঘরে ঘরে দেখিয়ে নিয়ে আসি। (ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যত)

শচী। আচার্য্য মশায়—

অদ্বৈত। বাধা দিও না মা—বাধা দিও না। ভীত—ত্রস্ত নদীয়া-বাসীদের সান্ত্বনা দিয়ে আসতে দাও গৌর-সন্ন্যাসীর রূপ দেখিয়ে।

[নিমাইকে ক্রোড়ে লইয়া প্রস্থান।

শচী। (আকুল হইয়া) ফিরে আসুন—ফিরে আসুন আচার্য্য মশায়!

গীতকণ্ঠে মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া।—

গীত

ফিরবে না, ফিরবে না,
ফিরবে না এ ডাকে তোমার।
ও যে গৌররূপে মজে গেছে,
আজকে দেখে সবই অসার॥
এই নদীয়ার ঘরে ঘরে,
নবীন সন্ন্যাসীর তরে,
জমা আছে অশ্রুরাশি
ঢেলে দিতে শ্রীপদে তাঁর॥

শচী। কে তুমি—কে তুমি?

মহামায়া। আমি ভিখারিণী, মা!

শচী। ভিখারিণী!

মহামায়া। হ্যাঁ মা! তোমার নিমাইয়ের কাছে ভিক্ষা পেয়েছি, এইবার তোমার কাছে ভিক্ষা চাই।

শচী। নিমাই তোমাকে কখন ভিক্ষা দিল ?

মহামায়া। এইতো কিছুক্ষণ আগে আমার ভিক্ষার পাত্র পূর্ণ ক'রে দিয়ে এলো।

শচী। কি ভিক্ষা দিয়ে এলো ? চাল-ডাল তো ?

মহামায়া। না—না, অত সামান্য ভিক্ষায় আমার পাত্র পূর্ণ হয়নি।

শচী। তবে ?

মহামায়া। দিয়ে এলো প্রাণ।

শচী। কি বলছো ? (শিহরিয়া উঠিল।)

মহামায়া। ঠিকই বল্‌ছি। আলো-করা প্রাণটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বিনিময়ে নিয়ে এলো একটি গৈরিক বসন।

শচী। এ্যাঁ! রাক্ষসি! তুই আমার বাছার দেহে ঐ সর্ব্বনেশে সন্ন্যাসীর গৈরিকবেশ তুলে দিয়েছিস্ ?

মহামায়া। ঐ সন্ন্যাসীর গৈরিকবেশটা আমি দিয়েছি ব'লেই আমাকে রাক্ষসী ব'লে ফেল্‌লে মিশ্র-গিন্নি ?

শচী। চ'লে যা কালামুখি, আমার বাড়ী থেকে চ'লে যা।

মহামায়া। ভিক্ষা না দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছ ?

শচী। তোর মত সর্ব্বনাশীকে ভিক্ষা দেবো ? আমার সুখের সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দেবার সূচনা ক'রে দিয়েছিস্, আমি তোকে ভিক্ষা দেবো ?

মহামায়া। বাইরের সন্ন্যাসীর বেশ তোমার নিমাইয়ের দেহে দিয়েছি ব'লে আমাকে তিরস্কার করছো মা! কিন্তু আমি আজ না দিলেও একদিন হয়তো নিজেই সন্ন্যাসীর বেশ প'রে ফেল্‌বে।

শচী। চুপ কর্—চুপ কর কালামুখি!

মহামায়া। বাইরের সন্ন্যাসীর বেশ ঘুচিয়ে দিলেও মনের সন্ন্যাসিত্ব ঘোচাতে পারবে না।

শচী। সর্ব্বনাশি—সর্ব্বনাশি! চ'লে যা এখান থেকে।

মহামায়া। মায়ার বাঁধনে তোমার নিমাইকে বাঁধতে পারবে না মা! পারবে না।

[দ্রুত প্রস্থান।

শচী। (আকুলভাবে) ওরে ঈশেন! আমার নিমাইকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়—আমার নিমাইকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়। ওরে, সর্ব্বনেশে গৈরিকবেশ এখনো প'রে আছে, ফিরিয়ে নিয়ে আয়—ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

[আকুলভাবে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

গৌড়-রাজপ্রাসাদ।

হুসেন খাঁ ও ইব্রাহিম।

হুসেন। ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও ইব্রাহিম, হিন্দু প্রজাদের লুণ্ঠিত ধনসম্পদ্ সমস্ত ফিরিয়ে দাও।

ইব্রাহিম। একি বল্‌ছেন জনাব? ওরা যে সুবুদ্ধিরায়ের পক্ষে সাহায্য করেছে।

হুসেন। সেইজন্যই তো ওদের ধনসম্পদ্ ফিরিয়ে দিতে বল্‌ছি ইব্রাহিম!

ইব্রাহিম। আপনার মহাশত্রু সুবুদ্ধিরায়ের হিতকামী জেনেও ওদের করুণা দেখাচ্ছেন জনাব?

হুসেন। দেখাচ্ছি, কারণ ওরা রাজভক্ত প্রজা।

ইব্রাহিম। ওরা হিন্দু রাজা সুবুদ্ধিরায়ের ভক্ত ; কিন্তু—

হুসেন। এর মধ্যে 'কিন্তু'র প্রশ্ন নেই ইব্রাহিম ! যারা সুবুদ্ধিরায়কে সাহায্য করেছে, তারা তোমার চক্ষে শত্রু হ'লেও আমার চক্ষে হিতকামী প্রজা, আর যারা সামান্য স্বার্থের বশীভূত হ'য়ে সুবুদ্ধিরায়ের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে আমাকে সাহায্য করেছে, তারা তোমার প্রিয়পাত্র হ'লেও আমার ঘৃণার পাত্র।

ইব্রাহিম। (সাশ্চর্য্যে) জনাব !

হুসেন। বিশ্বাসঘাতক শয়তানরা কোনদিন হুসেন খাঁর করুণা পাবে না ইব্রাহিম !

ইব্রাহিম। তাহ'লে আমি ?

হুসেন। তুমিও পাবে না।

ইব্রাহিম। ও—বুঝেছি, আপনি—

হুসেন। বিশ্বাসঘাতককে দিয়ে কাজ হাসিল করিয়ে নিচ্ছি, কিন্তু তাদের উপর আর নির্ভর করতে পারি না।

ইব্রাহিম। তাহ'লে আমার উপর—

হুসেন। প্রধান উজিরের পদ দিয়ে নিজেকে বিপদ্গ্রস্ত করতে পারবো না।

ইব্রাহিম। আপনি স্বধর্ম্মের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে ইসলামের অপমান করছেন জনাব !

হুসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! এইবার হাসালে ইব্রাহিম ! প্রতিপালক প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ইস্লামের অপমান নয়, অপমান করা হয় বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করায় ?

ইব্রাহিম। প্রতিপালক প্রভু কাকে বল্ছেন জনাব ? যে হিন্দু কাফের সুবুদ্ধিরায় বিনা অপরাধে আপনাকে বেত্রাঘাত করেছিল—

হুসেন। সেই আমার অন্নদাতা প্রভু। ইব্রাহিম। হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক্, যার অন্ন খেয়ে জীবনরক্ষা হয়, সেই পিতৃতুল্য প্রতিপালক প্রভু। বেত্রাঘাতের অপমান উপলক্ষ্য মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বাংলার মসনদের লোভেই আমি প্রভুদ্রোহী হয়েছিলাম, সুতরাং খোদার দরবারে আমার এ পাপের বিচার একদিন হবেই।

ইব্রাহিম। মনে যখন এত সত্যানুভূতি, তখন অকারণ কেন প্রভুদ্রোহী সাজলেন জনাব?

হুসেন। সংসার লোভের ক্ষেত্র, উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষ মাত্রেরই আছে, সুতরাং আমিও সংসারের নীতির বাইরে যেতে পারিনি। যাক, আজই তুমি লুণ্ঠিত ধনসম্পদ প্রজাদের ফিরিয়ে দাও।

ইব্রাহিম। কিন্তু আমার সর্ত্ত ছিল জনাব, লুণ্ঠিত ধনসম্পদ্ যা থাক্বে, সব আমার।

হুসেন। আঃ! কেন বারবার সর্ত্তের কথা তুলে আমাকে বিরক্ত করছো ইব্রাহিম? বলেছি তো, কোন সর্ত্ত আমি রাখবো না।

ইব্রাহিম। উত্তম। (প্রস্থানোদ্যত)

হুসেন। দাঁড়াও ইব্রাহিম!

ইব্রাহিম। আবার কেন জনাব?

হুসেন। তোমার চোখে মুখে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, তোমাকে যেতে দেবো না।

ইব্রাহিম। তবে কি আমাকে বন্দী করতে চান্?

হুসেন। শুধু বন্দী নয়; তোমার বিচার করবো।

ইব্রাহিম। বিনা অপরাধে আমার বিচার করবেন?

হুসেন। রাজদ্রোহিতার বিচার করবো।

ইব্রাহিম। রাজদ্রোহিতা কোথায় দেখ্লেন জনাব?

হুসেন । তোমার চোখে—তোমার মুখে—তোমার মনে ।

ইব্রাহিম । আপনি ভুল বুঝেছেন জনাব ।

হুসেন । হুসেন খাঁর চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না ইব্রাহিম ।

উন্মাদিনীর ন্যায় মৃন্ময়ীর প্রবেশ ।

মৃন্ময়ী । কোথা ইব্রাহিম ? কে ইব্রাহিম ?

হুসেন । ইব্রাহিম তোমার সম্মুখে । কে তুমি নারি ?

মৃন্ময়ী । আমি নির্য্যাতিতা—নিপীড়িতা—সমাজের অস্পৃশ্যা ।

হুসেন । ইব্রাহিমকে তোমার কি দরকার নারি ?

মৃন্ময়ী । আপনি কি বর্ত্তমান বাংলার নবাব হুসেন খাঁ ?

হুসেন । হ্যাঁ ।

মৃন্ময়ী । আপনার সেনাপতি এই ইব্রাহিম খাঁর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে আশা করি সুবিচার পাবো ।

ইব্রাহিম । আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ । আমি তো এ নারীকে চিনি না জনাব ।

হুসেন । আঃ । নারীর আবেদনটা শুনতে দাও ইব্রাহিম । বল নারি । ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে তোমার কি অভিযোগ আছে ?

মৃন্ময়ী । আমি আজ ধর্ম্মহারা এই ইব্রাহিম খাঁর জন্য নবাব বাহাদুর ।

হুসেন । ইব্রাহিম । (জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিল ।)

ইব্রাহিম । আমি খোদার নামে শপথ করে বলছি জনাব । এ নারীকে আমি কোনদিন দেখিনি ।

মৃন্ময়ী । সত্য নবাব বাহাদুর । সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ আমার অঙ্গস্পর্শ করেনি ।

হুসেন। তবে এইমাত্র যে ইব্রাহিমকে তোমার ধর্ম্ম-অপহরণকারী বল্‌লে ?

মৃন্ময়ী। না নবাব বাহাদুর! ধর্ম্ম অপহারক বলিনি। আমার সতীত্ব অপহারকের সাহায্যকারী বল্‌ছি।

হুসেন। সাহায্যকারী!

মৃন্ময়ী। হ্যাঁ নবাব বাহাদুর। ইব্রাহিম খাঁর লুণ্ঠনরত সৈন্যদের মধ্যে একজন বলপূর্ব্বক আমার সতীত্ব অপহরণ করলে, অথচ কেউ তার প্রতিবাদ করলে না।

হুসেন। শুন্‌ছো—শুনছো ইব্রাহিম। তোমার অপরিণামদর্শিতায় বাংলার বুকে কতবড় অন্যায় সাধিত হয়েছে ?

ইব্রাহিম। মিথ্যা কথা। আমার সৈন্যদের বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ কেউ করেনি।

মৃন্ময়ী। কেউ করেনি, কারণ আমার মত মরিয়া হ'য়ে গৌড়রাজ-প্রাসাদ পর্য্যন্ত আসবার কারও সাহস হয়নি।

ইব্রাহিম। হুঁসিয়ার নারি! নবাব-সমক্ষে মিথ্যা কথা ব'লো না।

হুসেন। ইব্রাহিম! বাংলার নারীসমাজ আর যাই বলুক্, নিজের সতীত্ব সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা দোষারোপ করে না।

ইব্রাহিম। আমি সৈন্যদের লুণ্ঠন করবার আদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু রমণীসমাজের সতীত্ব অপহরণের আদেশ দিইনি জনাব!

হুসেন। লুণ্ঠন করবার আদেশ দিয়েই তো তুমি অপরাধ করেছ ইব্রাহিম!

ইব্রাহিম। জনাব!

হুসেন। তোমার সে অপরাধের বিচার এখন করতে চাই না। আপাততঃ কর্ত্তব্য স্থির ক'রে নাও—নিজের অপরাধের মাত্রা হাল্‌কা

করতে সতীত্ব অপহারক লম্পটদের বন্দী ক'রে নবাব দরবারে হাজির করবে,—না তাদের এবং তোমার অপরাধের সাজা একসঙ্গে তুমিই নেবে?

ইব্রাহিম। সামান্য একটা নারীর কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন ক'রে আপনি প্রকৃত হিতৈষীর সাজা দিতে চান জনাব?

হুসেন। আমাকে উত্যক্ত ক'রো না ইব্রাহিম। যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর দাও।

ইব্রাহিম। আমি সতীত্ব অপহারক লম্পট সৈন্যদের আপনার দরবারে হাজির ক'রে দেবো জনাব। কিন্তু—

হুসেন। আঃ। আবার 'কিন্তু'?

ইব্রাহিম। সৈন্যেরা যদি নিরপরাধ হয়?

হুসেন। ইব্রাহিম। জেনে রেখো, ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। যদি নিজের মর্য্যাদা রাখ্‌তে চাও এখনি অন্বেষণ ক'রে সেই লম্পটদের বন্দী ক'রে নিয়ে এস।

ইব্রাহিম। যো হুকুম জনাব। (প্রস্থানোদ্যত)

হুসেন। হ্যাঁ, আর শোনে যাও ইব্রাহিম। যদি সেই নারীমর্য্যাদা অপহারকদের বন্দী ক'রে আমার দরবারে হাজির করতে পার, তাহ'লে এবারকার মত তোমার অপরাধের মার্জ্জনা পাবে, আর যদি হাজির না ক'রে শয়তানি করবার চেষ্টা কর, তাহ'লে সব শয়তানদের জীবন্ত কবর দেবো।

[অভিবাদনান্তে ইব্রাহিমের প্রস্থান

হুসেন। যাও নারী। সতীত্ব অপহারকগণ বন্দী হ'লে ঢোলসহরতে নগরে ঘোষণা দেবো, তখন এসে নিজের চোখে তাদের বিচার দেখে যেও।

মৃন্ময়ী। তাদের বিচার দেখ্‌বার অবকাশ আর আমার হবে না নবাব বাহাদুর।

হুসেন। কেন?

মৃন্ময়ী। স্বামীর ঘরে—পিতার স্নেহদুর্গে আর আমার আশ্রয় নেই। সমাজে আমি পতিতা—সংসারে আমি আবর্জ্জনা; তাই—

হুসেন। তুমি তো স্বেচ্ছায় সতীত্বরত্ন বিসর্জ্জন দাওনি, তবুও সমাজ তোমাকে পতিতা ব'লে বর্জ্জন করবে?

মৃন্ময়ী। হিন্দুসমাজের গণ্ডীর এমনি শক্ত বাধন যে, একবার তার বাইরে এলে আর ফেরা যায় না।

হুসেন। তুমি তো স্বেচ্ছায় গণ্ডীর বাইরে আসনি।

মৃন্ময়ী। স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, একবার যখন আমি পরপুরুষের দ্বারা অপহৃতা হ'য়ে গৃহের বাইরে এসেছি, তখন আর আমাকে সমাজে স্থান দেবে না।

হুসেন। এতবড় অবিচার তোমার স্বামীও মুখ বুজে সহ্য করবে?

মৃন্ময়ী। স্বামী, শ্বশুর, পিতা, মাতা সকলেই এক পথের পথিক।

হুসেন। হুঁ! তাহ'লে এখন তুমি কোথায় যাবে?

মৃন্ময়ী। অসহায়া সমাজ-নির্য্যাতিতা নারীরা যেখানে যায়, সেখানে যাওয়ার স্পৃহা আমার নেই, তাই—

হুসেন। তাই?

মৃন্ময়ী। আমি চ'লে যাবো সেই দুঃখহীন মরণের শান্তিময় দেশে।

হুসেন। তুমি আত্মহত্যা করবে?

মৃন্ময়ী। তা ছাড়া আর আমার গত্যন্তর নেই নবাব!

হুসেন। না—না, খোদার দোয়ার দান এই অমূল্য মানবজীবন তুমি স্বেচ্ছায় মরণের হাতে তুলে দিও না। হিন্দুসমাজ তোমাকে আশ্রয় না দেয়, আমি তোমাকে আশ্রয় দেবো।

মৃন্ময়ী। কেমন ক'রে আশ্রয় দেবেন জনাব? আমি যে সতীত্বহারা —সমাজচ্যুতা—পতিতা।

হুসেন। সাধারণ মানুষের সমাজের কাছে তুমি সতীত্বহারা—পতিতা; কিন্তু হুসেন খাঁর কাছে তুমি পরম পবিত্রা দেবীস্বরূপা।

মৃন্ময়ী। সমাজচ্যুতা হিন্দু-রমণীকে আশ্রয় দিলে আপনার ইস্‌লাম-ধর্ম্মীরা আপনাকে ত্যাগ করবে না নবাব?

হুসেন। হুসেন খাঁ কোন ধর্ম্ম মানে না, সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তার কর্ম্মময় জীবনকে আবদ্ধ রাখ্‌তে চায় না। মানুষের অন্তর-দেবতাকে সে কোনদিন অশ্রদ্ধা করতে পারবে না। এস সমাজচ্যুতা নির্য্যাতিতা দেবি! তোমাকে উপলক্ষ ক'রে হুসেন খাঁ বাংলার বুকে একটা নূতন সমাজ গড়্‌বে।

মৃন্ময়ী। আমি হিন্দু-রমণী; কি পরিচয় নিয়ে আপনার অন্তঃপুরে থাক্‌বো নবাব বাহাদুর?

হুসেন। মাতৃহারা হুসেন খাঁর মায়ের অধিকার নিয়ে থাক্‌বে তার হারেমে। এসো মা! বাংলার রাজ্যাধিকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আজ ভাগ্যবান্ হুসেন খাঁ অযাচিতভাবে পেয়েছে তার মাকে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবার সৌভাগ্যকে বরণ ক'রে নিতে।

[মৃন্ময়ীসহ প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ।

জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ।

জগাই। ওরে মেধো! দেখ্‌তে পাচ্ছিস্, যে জগন্নাথমিশ্রের ব্যাটাকে নিয়ে, বোষ্টম শালারা মাতামাতি করছিল, সে কেমন বোষ্টম বিদ্বেষী হয়েছে?

মাধাই। হ'তেই হবে। বলি, মা কালী কি সাক্ষাৎ দেখ্‌তে পাচ্ছেন না? শালারা বলে কিনা পাঠাবলি দিও না—মদ খেয়ো না—মাছ খেয়ে হিংসা ক'রো না—

জগাই। হাঃ হাঃ হাঃ! খুব জব্দ হয়েছে শালারা।

মাধাই। আরো জব্দ হ'য়ে যাবে শালারা। বাংলার প্রধান উজির রামকেলির—কুমার দেবের ব্যাটারা তুষ্ট হয়েছে; তারা ভারি ফুর্ত্তিবাজ, নবাবসাহেবের প্রিয়পাত্র হ'তে দু'জনে মুসলমানী উপাধি নিয়েছে দবিরখাস, আর সাকর মল্লিক। দেখ্ না, তাদের কাছ থেকে হুকুম নিয়ে এসে খোল-কত্তালওলাদের একেবারে বাংলা ছাড়া ক'রে দিয়ে আস্‌বো।

জগাই। ওরে, উজিরদের হুকুম নিতে হবে না; নবদ্বীপের কাজী সাহেব ভারী ফুর্ত্তিবাজ লোক, পশ্চিম থেকে গোটাকতক বাঈজী আনিয়ে উপহার দিয়ে বোষ্টম তাড়ানোর হুকুমটা নিয়ে নেওয়া যাবে।

মাধাই। শালা বোষ্টমরা ভেবেছিল, নিমাইটা বোধ হয় ওদের দলে মাতবে; কিন্তু উল্টো হ'য়ে গেল। এখন বোষ্টম দেখ্‌লে নিমে চ'টে যায়।

জগাই। ছোঁড়ার বৌ ম'রে গিয়ে একেবারে দমে গেছে, এখন আর টোল ফোলে যায় না।

মাধাই। আরে, নিমে যে ন'দেতে নেই, বাপ ঠাকুরদার পিণ্ডি দিতে গয়ায় গেছে।

জগাই। গয়ায় গেছে নাকি? আমি মনে করেছিলুম, আজ সন্ধ্যার সময় গিয়ে নিমেকে পটিয়ে পাটিয়ে এনে একটু মদ খাওয়াবো।

মাধাই। মদ খাওয়ানো খুব সোজা হবে ব'লে মনে হয় না। ওর পাঠশালার গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিত শালা সবসময় ওর সঙ্গে সঙ্গে থেকে নানারকম বুজরুকি শেখায়।

জগাই। গঙ্গাদাস পণ্ডিত যখন রাস্তা দিয়ে গঙ্গাস্নান করতে যাবে, তখন পেছনদিক থেকে আস্তে আস্তে গিয়ে শালার টিকিতে চালতা বেঁধে দেবো।

মাধাই। না—না, এখন তা করিসনি, তাহ'লে যদিই বা নিমেকে দলে টানবার আশা আছে, তা'ও থাকবে না। গুরুর অপমানের কথা শুনলে চ'টে যাবে। তার চেয়ে একটা কাজ করি আয়।

জগাই। কি?

মাধাই। আজ একটা পাঁঠা কেটে রক্তটা কলসীতে বোঝাই ক'রে রাখি, যেই বোষ্টম শালারা দল বেঁধে শ্রীবাস শালার বাড়ীর দিকে যাবে, অমনি চুপি চুপি গিয়ে শালাদের গায়ে ঢেলে দেওয়া যাবে।

জগাই। বহুৎ আচ্ছা। মাইরি মেধো, তোর বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। নে—নে, একটু টেনে নিয়ে বুদ্ধিটা আর একটু খুলে নে।

মাধাই। বুদ্ধি আমার খোলাই আছে। তুই শালা খালি মদই খাস, কোন কম্মের নোস। (মদ খাইয়া পাত্র পূরিয়া জগাইকে দিল।)

জগাই। (মদ খাইয়া) এই মেধো, খবরদার। শালা শালা বলিস না। আমি তোর বড়ভাই, গুরুজন, আমাকে শালা?

মাধাই। আরে, তোকে কি শালা বলছি, তোর আক্কেল-বিবেচনাকে শালা ব'লে গালাগালি দিচ্ছি।

জগাই। মেধো! মেধো! দেখ্—দেখ্, বোষ্টম শালারা দল বেধে এদিকে আস্‌ছে।

মাধাই। চল্, ছুটে গিয়ে দলে প'ড়ে শালাদের মাথায় মাথায় ঠুকে বেলফাটা ক'রে দিয়ে আসি।

জগাই। না—না, এখন থাক্। একটু আড়ালে গিয়ে দেখি চল না শালারা কি করে?

[উভয়ের প্রস্থান।

অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস ও মুকুন্দের প্রবেশ।

শ্রীবাস। পূর্ণ হ'লো না আচার্য্যদেব, আমাদের আশা পূর্ণ হ'লো না। যুগাবতার ধারণায় যার আশায় আমরা দীর্ঘদিন পাষণ্ডের নির্য্যাতন সহ্য করলাম, সে তো এখন ঘোর অহঙ্কারী, বৈষ্ণববিদ্বেষী।

অদ্বৈত। এটাও একটা লীলা। এখনো আমাদের পরীক্ষা শেষ হয়নি শ্রীবাস! শ্রীভগবান্ এখনো বৈষ্ণবদের মনের বল পরীক্ষা করছেন।

মুকুন্দ। আমরা যাঁকে শ্রীভগবান ধারণা করেছিলাম, তিনি যদি তাই হ'তেন, তাহ'লে এমন অহঙ্কারী বৈষ্ণববিদ্বেষী হ'তেন না।

অদ্বৈত। ও-কথা ব'লো না মুকুন্দ—ও-কথা ব'লো না। আমার স্বপ্ন মিথ্যা হ'তে পারে না। নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দেখে এখনো বুঝ্‌তে পার্‌ছো না তোমরা ও সাধারণ মানুষ নয়?

হরিদাস। অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় নদীয়ানগরী ধন্য হয়েছে। আচার্য্যদেবের কথা মিথ্যা নয় বৈষ্ণবগণ! শ্রীভগবান্ গৌররূপে নদীয়ায় এসেছেন, মাত্র পরীক্ষা করতে বাইরে তিনি বৈষ্ণববিদ্বেষিতা দেখাচ্ছেন।

শ্রীবাস। আমারও তাই মনে হয় হরিদাস কিন্তু নিমাইয়ের কাছ থেকে কোন সহানুভূতি না পেয়ে মাঝে মাঝে মনে দুঃখ আসে।

অদ্বৈত দুঃখ ক'রো না শ্রীবাস—দুঃখ ক'রো না। শ্রীভগবান্ এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। অহঙ্কারী নিমাই পণ্ডিতের সব অহঙ্কার চূর্ণ করতে প্রকৃতি তাকে পত্নীহারা সাজিয়ে শোকের সাগরে নিমজ্জিত করেছে। আমি বলছি, তোমরা দেখে নিও, গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন ক'রে ফিরে আসবার পর থেকেই তার পরিবর্তন হবে।

শ্রীবাস। মিশ্রপত্নী পুনরায় ওর বিবাহ দেবার ব্যবস্থা করছে, গয়া থেকে ফিরে এলেই শুভকার্য সম্পন্ন হবে।

হরিদাস। হ'তেই হবে—হ'তেই হবে, প্রভুর নির্দেশ কি মিথ্যা হ'তে পারে? জড়রূপী শিবের সঙ্গে শক্তির সম্মিলনে শ্রীভগবান গৌরাঙ্গের লীলা প্রচার। হরিনাম কর বৈষ্ণবগণ—হরিনাম কর, হরিনামের আকর্ষণে শ্রীভগবানকে জাগাও।

অদ্বৈত। গাও মুকুন্দ, গাও সেই শ্রীভগবানের নাম।

মুকুন্দ। কিন্তু প্রকাশ্য পথের উপর হরিনাম করা যে নগরপাল জগাই মাধাইয়ের নিষেধ আচার্যদেব।

হরিদাস। বিদ্রোহ কর বৈষ্ণবগণ বিদ্রোহ কর। পাষণ্ড জগাই-মাধাইয়ের আদেশ অমান্য ক'রে প্রকাশ্য রাজপথে হরিনাম কর, বৈষ্ণব-বিদ্বেষীদের জানিয়ে দাও যে, আমরা দুর্বল নই।

গীত।

মুকুন্দ।—

দুর্বার বাসনাত পীড়িত নদীয়ায়
এসেছেন গৌরহরি।

নানা ছলে প্রভু পরীক্ষা করিয়া
দেখাবেন পারের তরী ॥
কত আঁখিবারি ঝরেছিল সেথা,
জমা হ'য়ে আছে কতশত ব্যথা,
দয়াময় হরি এসেছেন তাই
লইতে সে ব্যথা হরি' ॥

স্ত্রীলোকের বেশে জগাইয়ের প্রবেশ ।

জগাই । (স্ত্রীকণ্ঠে) আমি বড় অভাগিনী, আমাকে রক্ষে কর বাবাজিরা, আমাকে রক্ষে কর ।

অদ্বৈত । একি ! কে—কে তুমি ?

জগাই । আমি তোমার রাইকিশোরী, শ্যাম ! (অদ্বৈতকে জড়াইয়া ধরিল ।)

নাদনাহস্তে মাধাইয়ের প্রবেশ ।

মাধাই । তবে রে শালা খেড়ে কেষ্ট ! আমার বৌকে চুরি করা !
(নাদনা দিয়া অদ্বৈতকে প্রহার করিতে লাগিল, বৈষ্ণবগণ বাধা
দিতে লাগিল, জগাই স্বরূপে প্রকাশ পাইল ।)

শ্রীবাস । না—না, মেরো না—মেরো না, আচার্য্যকে মেরো না ; ওঁর পরিবর্ত্তে আমাকে মার—আমাকে মার ।

হরিদাস । হরিনাম কর বৈষ্ণবগণ ! হরিনাম কর—হরিনাম কর । হরিনামের কষাঘাতে পাষণ্ডদলন কর ।

বৈষ্ণবগণ । হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

মাধাই । জগা ! দে—দে, শালাদের গায়ে মদ ঢেলে দে ।

জগাই । আমি শালাদের মাথায় মদ ঢেলে দিই, আর তুই নাদনা-

পেটা কর্। (বৈষ্ণবগণের গাত্রে মদ ঢালিয়া দিল এবং মাধাই প্রহার করিতে লাগিল।)

দ্রুত মৃন্ময়ীর প্রবেশ।

মৃন্ময়ী। (মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া) মেরো না—মেরো না ; অকারণ বৈষ্ণব-পীড়ন ক'রো না।

মাধাই। এই ছুঁড়ি, কে তুই ?

মৃন্ময়ী। চুপ্, তোমাদের ঘরে মা-বোন নেই ? তাদের প্রতি এই সম্বোধন করতে পার ?

জগাই। থাম—থাম্ ছুঁড়ি! জগাই-মাধাইকে বোধ হয় তুই এখনো জানিস্ না ?

মৃন্ময়ী। খুব জানি। নবদ্বীপের অত্যাচারী নগরপাল জগাই-মাধাইকে কে না জানে ? যাক্, এখন এই ভক্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়দের সোজা মুক্তি দেবে—না বাকা পথে মুক্তি দেবে ?

মাধাই। ওরে জগা! এ ছুঁড়িটা যেন বুলবুলির মত বুলি বলে দেখ্ছি।

জগাই। ধর—ধর, ধ'রে নে বুলবুলিকে।

মৃন্ময়ী। সাবধান! আমার অঙ্গ স্পর্শ করতে এসো না।

অদ্বৈত। মা—মা! কেন তুমি আমাদের রক্ষা করতে এই পাষণ্ডদের সামনে এলে ?

মৃন্ময়ী। পাষণ্ডদের দমন করবার ক্ষমতা আমার আছে আচার্য্যদেব!

মাধাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মাইরি, কি সুন্দরী তুমি!

মৃন্ময়ী। আবার ? দেখ্তে পাচ্ছো, আমার হাতে কার মোহরাঙ্কিত ~~অঙ্গুরীর ছাপ~~ আছে ?

জগাই। এঁ্যা! ওরে জগা! এ যে খোদ নবাবসাহেবের মোহরাঙ্কিত আরবী তাবিজ।

মাধাই। এঁ্যা! সত্যিই তো রে! তবে তুমি—

মৃন্ময়ী। মাননীয় নবাব হুসেন খাঁর ধর্ম্মজননী। এখন বল, বৈষ্ণবদের মুক্তি দেবে, না কাজীর দ্বারা লাঞ্ছিত হবে?

মাধাই। ওরে জগা। কাজ নেই গোলমাল ক'রে। ছুঁড়িটা বোধ হয় নবাবকে পটিয়ে তাবিজটা হাতিয়েছে, এখনি কাজীকে দেখিয়ে একটা ঝঞ্ঝাট বাধাবে।. চল—চল্, আপাততঃ বাড়ী যাওয়া যাক্।

জগাই। যা শালা বোষ্টমরা! ছুড়ির জন্য খুব বেচে গেলি।

[উভয়ের প্রস্থান।

হরিদাস। ঘনঘোর তমসায় বিদ্যুৎছটার মত আবির্ভূতা হ'য়ে আমাদের বিপন্মুক্ত করলে, কে তুমি মা?

মৃন্ময়ী। আমি ধর্ম্মহারা—সমাজচ্যুতা এক অভাগিনী।

অদ্বৈত। ধর্ম্মহারা কেন বল্‌ছো মা?

মৃন্ময়ী। মুসলমান সৈন্যেরা আমার ধর্ম্মনষ্ট করেছিল, তাই বিচার প্রার্থনা কর্‌তে গৌড়ে গিয়েছিলাম।

শ্রীবাস। সুবিচার পেয়েছ?

মৃন্ময়ী। পেয়েছি। শুধু সুবিচার নয়, নবাবের স্নেহদুর্গে আশ্রয় পেয়েছি। তার প্রমাণ এই মোহরাঙ্কিত তাবিজ।

হরিদাস। তোমার স্বামীর গৃহ কোথায় মা?

মৃন্ময়ী। এই নদীয়ানগরে।

অদ্বৈত। এখন কোথায় যাবে?

মৃন্ময়ী। আশ্রয় প্রার্থনা কর্‌তে আমি স্বামিগৃহে যাবো।

শ্রীবাস। আশ্রয় পাবে ব'লে মনে হয় না।

মৃন্ময়ী। যদি না পাই, আমি চরম বিচার করবো সমাজ-শিরোমণিদের।

অদ্বৈত। বিচার করবার ক্ষমতা তোমার নেই মা!

মৃন্ময়ী। আছে কি না, তার পরীক্ষা করবো। আসি বৈষ্ণবগণ! আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

[প্রণামান্তে প্রস্থান।

অদ্বৈত। দেখ্‌লে—দেখ্‌লে বৈষ্ণবগণ, ভগবান্ কিভাবে আমাদের বিপন্মুক্ত করলেন, দেখ্‌লে তো?

হরিদাস। চলুন বৈষ্ণবগণ! অঙ্গনে হরিনাম-কীর্ত্তন ক'রে প্রাণের বাসনা চরিতার্থ করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদীয়া—গঙ্গাতীরবর্ত্তী পথ।

গীতকণ্ঠে অন্বেষণরত নিতাইয়ের প্রবেশ।

গীত।

নিতাই।—

হা-রে-রে-রে, উঠ রে কানাই,
বেলা হ'লো, চল্ গোঠে যাই,
আয় রে কানু, আয়।
উঠ রে গোপাল, দাঁড়ায়ে রাখাল,
পথপানে সবে চায়॥

বেলা হ লো চল্ গোঠে খেলা করি,
কদমতলায় বাজাবি বাঁশরী,
দাঁড়ায়ে পায় পায় ॥
বনফুল তুলে সাজাবো তোরে,
আয় আয় কানু উঠ রে উঠ রে,
ব্যাকুল ধেনু নাহি শুনে বেণু,
কাননেতে নাহি যায় ॥

নিমাইয়ের প্রবেশ ।

নিমাই । (সানন্দে) দাদা—দাদা !

নিতাই । কানাই—কানাই ! (উভয়ের আলিঙ্গন)

নিমাই । ঘুমন্ত নিমাইয়ের সামনে মুহূর্ত্তের দেখা দিয়ে পালিয়েছিলে, আবার যখন পেয়েছি, আর যেতে দেবো না ।

নিতাই । কোথায় যাবো—পুণ্যতীর্থভূমি নদীয়া ছেড়ে কোথায় যাবো ভাই ? দাদা ব'লে সম্মান দিয়েছ, দেখো—যেন পর ক'রে দিও না । আমি যে যুগ যুগ তোমারই আশ্রিত ।

নিমাই । তুমি যুগ যুগ আমার দাদা হ'য়ে এসেছ, আমি তোমাকে সহায় ক'রে যুগ যুগ কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছি, তোমারই সহায়ে এ জন্মে হরি-প্রেম বিতরণ করবো ।

নিতাই । কানাই ! কানাই ! কোথা গেল ভাই তোর শ্যামল কিশোর রূপ ? কে কেড়ে নিলে তোর ধড়া চূড়া বাঁশরী ? কোথায় হারিয়ে ফেল্লি ভাই ?

নিমাই । দাদা—দাদা !

নিতাই । বুঝি প্রেমিকা শ্রীরাধার অঙ্গজ্যোতি চুরি ক'রে নদীয়ায়

গৌররূপে বিরাজ করছিস ভাই? ওরে, এ রূপ দেখ্‌লে যে বনের পশুপক্ষীরাও মুগ্ধ হয়।

নিমাই। রূপ—রূপ। রূপের সাধনাই কি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য? শ্রীহরিচিন্তার সত্তা কি সৃষ্টি ভুলে গেছে?

নিতাই। গৌর—গৌর!

নিমাই। এ্যা। গৌর—গৌর, আমি গৌর?

নিতাই। হ্যা—হ্যাঁ, তুমি গৌর—তুমি গৌর, ভাগ্যবান নিত্যানন্দের তুমি গৌরহরি।

নিমাই। হরি বল—হরি বল দাদা। ও নাম এতদিন কোথা লুকিয়েছিল জানি না, গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্মে অশ্রুবিসর্জ্জন দেওয়ার মুহূর্ত্ত হ'তে অন্তরের উদ্বেলিত সিন্ধু বুকে ভেসে উঠেছে।

নিতাই। গৌরহরি—গৌরহরি। আমিও যে নামের ভিখারী—আমিও যে রূপের ভিখারী—আমিও যে বিশ্বের দুয়ারে প্রেমের ভিখারী।

গীত।

নিতাই।—

আমি প্রেমের ভিখারী,
প্রেমভিক্ষা করি নদীয়ায়।
ওরে প্রেমদাতা জন কে আছিস্ আপন,
প্রেম দিবি মোরে আয় আয় ॥

প্রেমের কথা শুনিয়া রে কানে,
উঠে এসেছি রে দেখিয়া স্বপনে,
আমি কোথা হ'তে আজ এসেছি ভেসে,
ঠেকেছি প্রেমের দায় ॥

নিমাই। দেবো—অফুরন্ত প্রেম অঞ্জলিভরে ঢেলে দেবো বিশ্বের দুয়ারে—প্রেমতরঙ্গে ভেসে যাবে নদীয়ানগরী।

নিতাই। দাও—দাও গৌরহরি, প্রেম-কাঙাল নদীয়ার বুকে ঢেলে দাও প্রেমের অমিয় সুধাধারা, এই প্রেমের স্রোত যেন ছুটে যায় দিগ্‌দিগন্তে।

নিমাই। এস দাদা—এস, তুমি আমার সহায় হও; আমি তোমাকে পাশে পেলে অসীম শক্তিতে শক্তিমান্ হ'য়ে পতিত বাংলার বুকে মধুর হরিনাম প্রচারে বাংলার অধিবাসীদের মুক্তির পথ আবিষ্কার ক'রে দিতে পারবো।

নিতাই। মুক্তি—মুক্তি। পতিত বাংলা—শুধু বাংলা বলি কেন, সারা পৃথিবী আজ মুক্তিপাগল হ'য়ে রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করছে, এস গৌরহরি! তুমি ওদের কানে মুক্তির মন্ত্র ঢেলে দাও—ওদের সঞ্জীবিত ক'রে তোল।

নিমাই। মন্ত্র—মন্ত্র, মুক্তিমন্ত্র! হরিনাম-প্রেমামৃত কলির জীবের মুক্তির মন্ত্র।

বৈষ্ণবগণ। (নেপথ্যে) হরিবোল—হরিবোল।

নিমাই। ঐ—ঐ বৈষ্ণব-কণ্ঠোত্থিত হরিনাম, ঐ নামগান আমাকে উন্মনা ক'রে তোলে; আমি পাগল হ'য়ে ছুটে আসি ঐ নামামৃত পান করতে।

নিতাই। গৌরহরি—গৌরহরি।

নিমাই। আমি বৈষ্ণবের দাস। বৈষ্ণব আমার অতি প্রিয়, বৈষ্ণব-সেবাই আমার জীবনের মহাব্রত। চল—চল দাদা, তোমার সেবা ক'রে আমার বৈষ্ণব-সেবাব্রত পালন করবো; তুমি যে বৈষ্ণব-শিরোমণি।

[উভয়ের প্রস্থান।

মাধব ও মৃন্ময়ীর প্রবেশ।

মাধব। কালামুখি! আবার কোন্ লজ্জায় ঐ কলঙ্কিত মুখ দেখাতে ন'দেয় এসেছিস?

মৃন্ময়ী। জগতের সকলে আমাকে নূতন বুঝলেও তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। ভেবে দেখ—

মাধব। ভেবে দেখবার আর কিছুই নেই। যা, চ'লে যা ন'দে হ'তে।

মৃন্ময়ী। সব- জেনেশুনে তুমি আমাকে তাড়িয়ে [illegible]?

মাধব। তাড়িয়ে দেবো না তো কি ঘরে তুলে পূজা করবো? ছি-ছি-ছি! যবন-সৈন্যদের সঙ্গে গৃহত্যাগ ক'রে—

মৃন্ময়ী। সাবধান! মিথ্যা কথা ব'লো না, জিভ খ'সে যাবে।

মাধব। আবার চোখ রাঙাচ্ছিস্ যে?

মৃন্ময়ী। তোমার নিজের অপরাধ এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল দেখে চোখ রাঙাতে বাধ্য হ'চ্ছি। যবন-সৈন্যেরা আমাকে মায়ের মর্য্যাদা দিয়েছে, অপহরণ করেছিল তোমার মত হিন্দু পুরুষ-সৈন্যেরা।

মাধব। যেই হোক্, অপহরণ করেছিল তো? সতীত্বহারা হ'য়ে কোন্ মুখে আমার কাছে এসেছিস্?

মৃন্ময়ী। তোমার কাছে আসবো না তো কোথায় যাবো? নারীর পতি ভিন্ন আর কে আছে?

মাধব। পতির আশ্রয় ত্যাগ ক'রে গিয়ে—

মৃন্ময়ী। আবার? আমি স্বেচ্ছায় তোমার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে গিয়েছিলাম?

মাধব। নিশ্চয়। আমি যজমানবাড়ী পূজা করতে গিয়েছি, যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে সারারাত আসতে পারিনি; আর সেই অবসরে তুই ফুগলী কেটেছিলি।

মৃন্ময়ী। চুপ কর—চুপ কর; এখনি বিনামেঘে বজ্রপাত হবে তোমার মাথায়। নিরপরাধা রমণী আমি, স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় গৃহমধ্যে প্রদীপ জ্বেলে পদচারণা করছিলাম, এমন সময় দুবৃত্ত রাজসৈন্যদ্বয় গৃহদ্বার ভগ্ন ক'রে আমাকে শূন্যঘরে হরণ করলে।

মাধব। থাম্—থাম্, আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। আমি গরীব ব্রাহ্মণ ব'লে রাজরাণী হওয়ার লোভে গৃহত্যাগ করেছিলি।

মৃন্ময়ী। মাথার উপর অনন্ত নীলাকাশ—সম্মুখে ইহজন্মের দেবতা পতি; আমি শপথ ক'রে বলছি, কোন পাপচিন্তা আজও আমার মনে উদয় হয়নি।

মাধব। উদয় হয়নি বল্লেই আমি বিশ্বাস করবো? যা—যা কালা-মুখি, চ'লে যা—এদেশ ছেড়ে চ'লে যা; তোর জন্য আমি সমাজে মুখ দেখাতে পারছি না।

মৃন্ময়ী। বাঃ রে সমাজ! স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার অসহায়া পত্নীকে লম্পট অন্যেরা অপহরণ করলো, আর তার জন্য অপরাধী হ'লো সেই স্বামি-স্ত্রী?

ছদ্মবেশে সুবুদ্ধিরায়ের প্রবেশ।

সুবুদ্ধি। এই নীতিতেই সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়লো মা!

মৃন্ময়ী। একি! কে—কে আপনি?

সুবুদ্ধি। আমি একজন ভাগ্যহত বাঙালী।

মাধব। বাঙালী—তা তো দেখতেই পাচ্ছি, তা আমাদের স্বামি-স্ত্রীর কথার মধ্যে ফোড়ন দিতে তুমি কোথা থেকে উদয় হ'লে বল দেখি?

সুবুদ্ধি। দূর হ'তে আমি আপনাদের স্বামি-স্ত্রীর তর্ক-বিতর্ক শুনছিলাম, তাই চুপ ক'রে থাকতে না পেরে আসতে বাধ্য হয়েছি।

মাধব। তা বেশ করেছ ; আপাততঃ স'রে পড় দেখি।

সুবুদ্ধি। তা যাচ্ছি ; কিন্তু একটা কথা বলতে চাই তোমাকে।

মাধব। না—না, কারো কথা শোন্বার আমার সময় নেই।

সুবুদ্ধি। শুন্তেই হবে তোমাকে।

মাধব। কি! জোর ক'রে শোনাবে নাকি?

সুবুদ্ধি। না, জোর ক'রে নয়, অনুরোধ ক'রে শোনাতে চাই।

মাধব। আচ্ছা—বল, কি বল্‌ছো?

সুবুদ্ধি। আপনাদের আলোচনা শুনে বুঝ্‌লাম, আপনার পত্নী রাজসৈন্য কর্ত্তৃক অপহৃতা হয়েছিল, সেজন্য তো ও অপরাধী নয়।

মাধব। আমার স্ত্রী অপরাধী হোক না হোক্, তাতে তোমার কি হে বাপু? তুমি কোথাকার কে এসেছ পথের মাঝে মধ্যস্থতা করতে?

সুবুদ্ধি। (চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল) আমি কে—আমি কে? ব্রাহ্মণ। একদিন—(আত্মসংবরণ করিয়া) যাক্—যাক সে কথা। দেখ বাপু। যদিও আমি রাহী, তবু মানুষ তো? একজন নিরপরাধা স্ত্রীলোক তার পতির আশ্রয় হ'তে বিচ্যুত হবে, তা দেখি কেমন ক'রে?

মাধব। দেখ্‌তে তোমাকে কেহ বা সাধাসাধি করছে? ঐ সিধে রাস্তা প'ড়ে আছে, এখন স'রে পড় দেখি।

সুবুদ্ধি। হ্যাঁ, চ'লে যাচ্ছি, তবে যাবার পূর্ব্বে তোমার মত কাপুরুষ সমাজ-কলঙ্ক ব্রাহ্মণকে শাসন ক'রে যাবো।

মাধব। (ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল) কি বল্‌লে?

সুবুদ্ধি। চন্দ্র সূর্য্যের মত সত্য যা, তাই বল্‌ছি। শোন ব্রাহ্মণ! তোমার নিরপরাধা পত্নীকে আবার তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।

মাধব। ওঃ—গ্রহণ করতে হবে বল্‌লেই হ'লো। মামার বাড়ীর আবদার আর কি! এই—এই মাগি—

সুবুদ্ধি। সাবধান! এই মায়ের প্রতি পুনরায় ঐরূপ নীচ ভাষা প্রয়োগ করলে শাস্তি নিতে হবে। বল—এখনো বল, মাকে তুমি গ্রহণ করবে কি না?

মাধব। না—না, এই কুলটাকে গ্রহণ করতে পারবো না।

সুবুদ্ধি। তবে শাস্তি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হও ব্রাহ্মণ! (পিস্তল বাহির করিয়া মাধবের বুকের উপর ধরিল)

মাধব। এ্যা! ওরে বাবা রে—

সুবুদ্ধি। চুপ্!

মৃন্ময়ী। (সম্মুখে দাঁড়াইয়া) ক্ষান্ত হোন্ বাবা, ক্ষান্ত হোন্। কন্যাকে পতির চরণে আশ্রয় গ'ড়ে দিতে গিয়ে তাকে বৈধব্যের দুর্ভাগ্যকূপে নিক্ষেপ করবেন না।

সুবুদ্ধি। (অভিভূতের ন্যায়) মা!

মৃন্ময়ী। আমার পতি না চিনলেও আমি চিনেছি আপনি কে। নিজে দুর্ভাগ্যের বোঝা বহন ক'রে পথে পথে বিচরণ করছেন, তথাপি অপরের দুঃখ দূর করতে মরিয়া হ'য়ে ছুটে এসেছেন?

সুবুদ্ধি। এ যে আমার কর্ত্তব্য, মা!

মৃন্ময়ী। তা জানি বাবা!

সুবুদ্ধি। স'রে যাও মা, আমায় কর্ত্তব্য পালন করতে দাও।

মৃন্ময়ী। কাজ নেই বাবা! আর আমি স্বামীর আশ্রয়ে থাকতে চাই না। যে কাপুরুষ স্বামী আমাকে তুচ্ছ সমাজের ভয়ে ত্যাগ করতে চায়, আমি তার ঘৃণার পাত্র হ'য়ে থাকতে চাই না।

সুবুদ্ধি। না থাকলেও যে উপায় নেই মা! আমি যে নিজেই নিরাশ্রয়, তোমাকে তো আশ্রয় দিতে পারবো না।

মৃন্ময়ী। আমি নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছি বাবা!

সুবুদ্ধি। পেয়েছ ?

মৃন্ময়ী। হাঁ৷ বাবা ! আমি চলেছি সেই আশ্রয়ে।

সুবুদ্ধি। সে কোথায় মা ?

মৃন্ময়ী। গৌড়ে নবাব হুসেন খাঁর প্রাসাদে।

সুবুদ্ধি। মা ! মা !

মৃন্ময়ী। বাধা দেবেন না বাবা ! সনাতন হিন্দুসমাজ আমাকে পতিতাবোধে ত্যাগ করলে, কিন্তু ইস্‌লামধর্ম্মী হুসেন খাঁ জেনে শুনে আমাকে কন্যার অধিকার দান ক'রে তাঁর প্রাসাদে ঠাঁই দিয়েছেন। আমি চল্‌লাম তাঁরই নিরাপদ আশ্রয়ে ; তবে যাবার সময় ব'লে যাই, হিন্দুসমাজের এ গোঁড়ামি থাক্‌বে না। এমন একদিন আস্‌বে, যখন উচ্চ-নীচ স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদাভেদ দূর ক'রে দিয়ে দেশবাসী একই ধর্ম্মের পতাকাতলে সমবেত হ'য়ে নিজেদের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে।

[দ্রুত প্রস্থান।

মাধব। দেখ্‌লেন মশায়, দেখ্‌লেন মাগীর তেজ—

সুবুদ্ধি। চুপ কর্ মহাপাপি ! পুনরায় ওকথা উচ্চারণ করলে তোমাকে হত্যা করবো। যাও—চ'লে যাও সম্মুখ হ'তে।

মাধব। না—না মশাই, চট্‌বেন না—চট্‌বেন না ; এই চ'লে যাচ্ছি।

[সভয়ে প্রস্থান।

সুবুদ্ধি। এই পাপে—এই পাপে আজ বাংলার মা আমার অভিমানে হিন্দুর পূজা দু'পায়ে দলিত ক'রে চ'লে গেলেন !

রণবীরের প্রবেশ।

রণবীর। গভীর অরণ্যের মাঝে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছি মহারাজ।

সুবুদ্ধি। চুপ—চুপ, রণবীর! আর ও সম্বোধন নয়, আজ থেকে প্রধান ব'লে সম্বোধন করবে।

রণবীর। তাই করবো প্রভু! এখন আসুন, খাদ্য প্রস্তুত।

সুবুদ্ধি। হ্যাঁ, চল। মা—মা মহামায়া! মায়ার বাঁধন কাটিয়ে দে মা—মায়ার বাঁধন কাটিয়ে দে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নিমাইয়ের কক্ষ—শেষরাত্রি।

গীতকণ্ঠে মহামায়ার প্রবেশ।

গীত।

মহামায়া।—

মায়ার বাঁধনে বাঁধা নারায়ণ।
জননী বেঁধেছে স্নেহের ডোরে,
প্রেমের শিকলে জায়ার বাঁধন॥
পদে পদে কত জড়াতেছে মায়া,
পাছে পাছে চলে স্নেহের ছায়া,
তাই আজি দ্বারে আসি মহামায়া,
ওরে মায়াতীত হ'তে করে আবাহন॥

স্বপ্নোত্থিত বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। না—না, আমি দেবো না—মহামূল্য রত্ন আমি দেবো না। রাক্ষসি! তুই যা—তুই যা—

মহামায়া। আজ আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ, কিন্তু এমন দিন আস্‌বে, যখন আমার আদেশে ও রত্ন বিশ্বের কল্যাণে বিলিয়ে দিতেই হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। রাক্ষসি—রাক্ষসি—

মহামায়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়া। (সহসা যেন স্বপ্ন ছুটিয়া গেল) একি! কে এসেছিল —কে এসেছিল?

ত্রস্তে শচীমাতার প্রবেশ।

শচী। বৌমা—বৌমা! তুমি কাকে তাড়া ক'রে ঘরের বাইরে চ'লে এলে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কিছুই তো বুঝ্‌তে পারছি না মা! শয্যা ছেড়ে কখন যে উঠে এসেছি, তাই জানি না।

শচী। সেকি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। সত্য মা! কেমন ক'রে যে শয্যা ছেড়ে উঠে এলাম, তা বুঝ্‌তে পারছি না। তাহ'লে স্বপ্ন—ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। সে কথা মনে হ'তে এই দেখ না, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

শচী। কি স্বপ্ন বৌমা?

বিষ্ণুপ্রিয়া। যেন এক রক্তবস্ত্রধারিণী ভৈরবী এসে—(চমকিত হইয়া) মা—মা! সে কথা আমি উচ্চারণ করতে পারবো না।

শচী। (ধরিয়া) একি মা! কাঁপ্‌ছো যে, চল—ঘরে চল, নিমাই আমার একা আছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। হাঁ মা, তাই চল। ওকে আমরা দৃষ্টিছাড়া করবো না মা, দৃষ্টিছাড়া করবো না।

নিমাইয়ের প্রবেশ ।

নিমাই। দৃষ্টিছাড়া ক'রো না মা, বৌকে তোমরা দৃষ্টিছাড়া ক'রো না। আজকাল প্রায় শেষরাত্রে স্বপ্নঘোরে এইরকম উঠে আসে।

শচী। স্বপ্নঘোরে বৌ যে উঠে এসেছে, তুই তা দেখেছিলি নিমাই ?

নিমাই। দেখিনি আবার? ও যখনই স্বপ্ন দেখে, আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারি।

শচী। তাইতো বাবা, এটা তো ভাল নয়।

নিমাই। কি ভাল নয় মা ?

শচী। এই স্বপ্ন দেখে উঠে আসা, বিশেষতঃ এয়োতি বৌ স্বামীর কাছ থেকে স্বপ্নে উঠে আসা—

নিমাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুমি ভয় পেয়ো না মা, তুমি ভয় পেয়ো না। ছেলেমানুষ তো, স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে উঠে আসে।

শচী। না—না বাবা নিমু, কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার নয়।

নিমাই। তুমি সব কথায় এত ভয় পাও কেন বল তো মা ?

শচী। ভয় পাবে না? ওরে, ও রত্ন যে একবার হারিয়েছি।

নিমাই। (স্মিতহাস্যে) ভয় নেই মা—ভয় নেই, এ বৌ তোমার দীর্ঘায়ু হবে।

শচী। আহা! তাই বল্‌ বাবা—তাই বল্‌। তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক্‌।

নিমাই। যাও মা, রাত্রি প্রভাত হ'তে দেরী আছে, ঘুমোও গে।

শচী। তোরা ঘুমো গে যা, আমি দেখে যাবো।

নিমাই। আমরা তো নিশ্চিন্তে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি মা, তুমি যে ঘুমোও না; রাত্রের মধ্যে চারবার উঠে আমাদের সংবাদ নাও।

শচী। ওরে নিমু, কন যে সংবাদ নিই, তা তুই বুঝ্‌তে পারবি না বাবা। আমি যে অসাবধানতায় অনেক ঠকেছি।

নিমাই। যাও মা, আর দেরী ক'রো না, ঘুমোও গে।

শচী। তোরা যাবি না?

নিমাই। আমি একটু বাইরে থাকবো মা, তোমার বৌ যদি ঘুমোতে চায়, যাক্।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার আর ঘুম আসবে না। একটু বাইরে থাকি না কেন মা।

শচী। তাই থাক মা। নিমু, একটু বাইরে থেকে তোরা ঘরে চ'লে যাস।

[প্রস্থান।

নিমাই। তুমি ঘুমোতে পেলে না লক্ষ্মি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। লক্ষ্মীর অমূল্য রত্নভাণ্ডারটি খুলে রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে না ব'লে।

নিমাই। ধনেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী তাঁর ধনভাণ্ডার সর্ব্বদা বিশ্বজীবের দারিদ্র্য মোচন করতে খুলে রেখেছেন, আর আমার লক্ষ্মী এত কৃপণ কেন বল তো?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমার লক্ষ্মী যে মাটির মানুষ, দেবী নয় তো।

নিমাই। (চিবুক ধরিয়া) আর কারও কাছে না হ'লেও আমার কাছে এ লক্ষ্মী স্বর্গের দেবী।

বিষ্ণুপ্রিয়া। (বুকে মুখ রাখিয়া) না—না, আমি দেবী হ'তে চাই না, চিরদিন তোমার দাসী হ'য়ে পায়ের নীচে প'ড়ে থাক্‌তে চাই।

নিমাই। দেখ লক্ষ্মি, চাঁদ চ'লে যাচ্ছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। (নিমাইয়ের মুখের দিকে অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া) সুন্দর!

নিমাই। কি সুন্দর?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার হৃদয়-আকাশের পূর্ণচন্দ্র।

নিমাই। কিন্তু ঐ ঢ'লে পড়া চাদ—

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার চাঁদের কাছে অসুন্দর।

নিমাই। (সোহাগে) লক্ষ্মি—

বিষ্ণুপ্রিয়া। বল প্রিয়া—বিষ্ণুপ্রিয়া।

নিমাই। কেন, লক্ষ্মী নাম কি ভাল নয়?

বিষ্ণুপ্রিয়া। (মোহ ছুটিয়া গেল) ভাল; কিন্তু—

নিমাই। কিন্তু কি লক্ষ্মি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমায় সতীনের নাম ধ'রে কেন ডাক্‌বে?

নিমাই। আমার ভাল লাগে, তাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তাকে কি তুমি ভুলতে পারনি?

নিমাই। ভোলা উচিত নয় লক্ষ্মি! আমি তোমার মধ্য দিয়ে তাকে দেখ্‌তে পাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া। সত্যি?

নিমাই। মিথ্যা কথা বলা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ, তা তো তুমি জান লক্ষ্মি!

বিষ্ণুপ্রিয়া। না—না, আর আমি কখনো ও কথা বল্‌বো না, আজ তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

নিমাই। ক্ষমা! কিসের ক্ষমা লক্ষ্মি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তার কথা ভুলতে ব'লে আমি তোমার মনে আঘাত দিয়েছি।

নিমাই। না—না, তুমি আঘাত দাওনি, বরং কার্পণ্য ক'রে আমিই তোমার মনে আঘাত দিয়েছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। না—না, ও কথা তুমি ব'লো না। তোমার কাছে আমি আশাতীত পেয়েছি। ওগো দেবতা! দানের মহত্ত্বে তুমি বিষ্ণুপ্রিয়াকে চিরঋণী করেছ, আজ আমি বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মীর চেয়েও ভাগ্যবতী।

নিমাই। এই তো আমার লক্ষ্মীকে আমি সম্পূর্ণরূপে পেয়েছি। (বুকের কাছে টানিয়া লইলেন, দূরে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া) মঙ্গল আরতির শঙ্খঘণ্টা বাজছে, ভোর হ'য়ে আস্‌ছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি যাই, ভোর হ'য়ে আস্‌ছে। (প্রণাম করিয়া) তুমি ঘরে যাও, শেষরাত্রের ঠাণ্ডা লাগিও না। স্নান ক'রে এসে যেন তোমাকে ঘরে দেখ্‌তে পাই, বুঝেছ? [প্রস্থান।

নিমাই। মায়া—মায়া! কঠিন মায়ার রজ্জুতে বেধেছে আমাকে।

নেপথ্যে নিতাই গাহিতেছিল।

গীত।

নিতাই।—

বাঁধনে পড়েছে প্রাণের কানাই।
আশেপাশে ঘোরে মায়ার মানুষ
ভাবিছে সকলে কখন হারাই॥

নিমাই। কে—দাদা? দাদা?

গীতকণ্ঠে নিতাইয়ের প্রবেশ।

গীত।

নিতাই।—

মায়ার ফাঁদে আমিও বাঁধা,
মায়াতীত হ'তে পারেনি শ্রীরাধা,

মায়ার বাঁশরী শুনিয়া গোপনে
এসেছে নদীয়ায় বিধুমুখী রাই ॥

নিমাই। দাদা—দাদা! বৈষ্ণবপ্রধান অবধূত! তুমিও মায়াবদ্ধ হ'য়ে এসেছ?

পূর্ব্বগীতাংশ।

নিতাই।—

স্বভাব এনেছে মাযার প্লাবন,
সে স্রোতে ভাসে রে ধবাবাসিজন,
ভেসে ভেসে আমি এনু নদীযায
মায়ার টানে রে ভাই॥

উন্মাদিনীর ন্যায় শচীমাতার প্রবেশ।

শচী। কে—কে? বিশ্বরূপ—বিশ্বরূপ!

নিতাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

নিমাই। মা—মা!

শচী। ওরে নিমাই! ঐ আমার বিশ্বরূপ—ঐ আমার বিশ্বরূপ।

নিমাই। না মা, উনি যে অবধূত।

শচী। এ্যাঁ! তবে কি আমারই ভুল? (ভালভাবে দেখিয়া) ওঃ! ভ্রম—ভ্রম। নিমাই—

নিমাই। মা!

শচী। কোথায় একে পেলি বাবা?

নিতাই। ভাইকে কি চেষ্টা ক'রে পেতে হয় মা? প্রকৃতি টেনে এনে মিলিয়ে দিয়েছে।

শচী। ভাই! তুমি নিমাইয়ের ভাই?

নিতাই। ভাই—বন্ধু—আত্মীয়। আমি তোমার নিমাইয়ের—

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। শক্র।

শচী। (চমকিত হইয়া) বৌমা!

নিতাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা—মা! তুমি ওঁকে যেতে বল—তুমি ওঁকে যেতে বল।

নিমাই। ছিঃ বিষ্ণুপ্রিয়া! ও কথা ব'লো না, উনি আমার ভাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ভাই? কিন্তু আমি .স ঐরকম একজন মানুষকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, যে তোমাকে আমাদেব কাছ .থকে কেড়ে নিযে যাচ্ছে।

নিতাই। কেড়ে নিয়ে যেতে আসিনি মা, এসেছি ভিক্ষা কবতে।

শচী। ভিক্ষা!

নিতাই। হ্যাঁ মা, ভিক্ষা। তোমাব নিমাইকে ভিক্ষা দাও।

শচী। (চমকিত হইয়া) অবধূত!

নিতাই। ভয় নেই মা! ভিক্ষালব্ধ বস্ত্র নিয়ে আমি নদীয়াব সীমানা পার হ'য়ে যাবো না, অত্যাচারিত নদীয়াবাসীদেব মুক্তিসাধনা করতে আমি তোমার সোনার গৌরকে নিয়ে যুদ্ধ করবো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। (চমকিত হইয়া) ঐ [illegible] মা, ঐ [illegible]! এখনো বল্‌ছি, যদি মঙ্গল চাও তো ওকে যেতে বল।

নিতাই। যেতে বল্‌লেও তো আমি যাবো না মা! পতিত নদীয়াকে উদ্ধার করতে আমি জোর ক'রে নিযে যাবো গৌরকে।

শ্রীবাসের প্রবেশ।

শ্রীবাস। কে কাকে জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছে হে নিমাই? (নিতাইকে দেখিয়া) একি! শ্রীপাদ অবধূত, আপনি?

নিতাই। হাঁ। বৈষ্ণবপ্রধান! আমি মায়ের দ্বারে ভিক্ষা করতে এসেছি।

শচী। এস ঠাকুরপো! শোন, এদের কথাবার্তা আমি তো বিন্দু-বিসর্গ কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না।

শ্রীবাস। বোঝ্‌বার চেষ্টা ক'রো না বৌঠান, বোঝ্‌বার চেষ্টা ক'রো না। ওসব পাগলের পাগলামী।

নিতাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এই আসল কথাটি ঠিক ধ'রে ফেলেছেন।

শ্রীবাস। শ্রীপাদ অবধূত কি নিমাইকে নিয়ে যেতে চান?

নিতাই। আমি নিয়ে কোথা যাবো বৈষ্ণবপ্রধান? সর্ব্বত্রই যে আপনাদের নিমাইকে প্রয়োজন।

শ্রীবাস। শুন্‌লে তো বৌঠান? পাগল ছাড়া এরকম কথা সুস্থ-মস্তিষ্ক মানুষ বলে? যাও—যাও, নিশ্চিন্ত হ'য়ে সংসারের কাজ করগে।

শচী। নিশ্চিন্ত যে হ'তে পারি না ঠাকুরপো! ছেলেটা যে দিন দিন উদাস হ'য়ে পড়্‌ছে।

শ্রীবাস। ওটা একরকম বংশের ধারাও বল্‌তে পার। যাক্, তোমরা শাশুড়ী-বৌয়ে নিশ্চিন্তমনে সংসারের কাজ করগে যাও, আমি নিমাইকে নিয়ে গঙ্গাস্নানে চল্‌লুম।

শচী। তা যাও, কিন্তু নিমাইকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যেও ঠাকুরপো, নইলে হয়তো ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবসেবায় এমনি মেতে থাক্‌বে যে বাড়ী আস্‌বার কথা মনেই পড়্‌বে না।

নিমাই। বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীবাসকেই অনুরোধ কর্‌ছো কেন মা? এই অভাগা ছেলেটাকে কি বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছো না?

শচী। তোমাকে? (নির্নিমেষ নয়নে) না—না, তোমাকে বিশ্বাস করা যায় না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা!—

নিতাই। হাঃ হাঃ-হাঃ! পাগলী মা আমার স্বপ্নের কথা ভেবে চম্‌কে উঠেছে। ভয় নেই মা—ভয় নেই, আমি কোনদিন তোমাদের কাছ থেকে গৌরহরিকে কেড়ে নেবো না।

শচী। (চমকিত হইয়া) কি, কি নাম বললে?

নিতাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ! পাগলের খেয়াল মা, পাগলের খেয়াল।

শ্রীবাস। (ব্যস্ত হইয়া) বেলা হ'য়ে গেল, যাও বৌঠান! কাজে যাও, তোমার নিমাইয়ের ভার আমি নিলুম।

শচী। আমি নিশ্চিন্ত হ'লুম ঠাকুরপো! এস বৌমা।

[বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত ধরিয়া প্রস্থান।

নিমাই। মার কাছে দাদাকে পাগল প্রতিপন্ন কেন করলেন খুড়ো?

নিতাই। পাগলকে পাগল প্রতিপন্ন ক'রে কোন অন্যায় করেননি বৈষ্ণব-চূড়ামণি!

শ্রীবাস। পাগল? আমি যদি জন্ম জন্ম এইরকম পাগল হ'তে পারতুম, তাহ'লে ভবপারে যাবার চিন্তা হ'তে অব্যাহতি পেতুম।

নিমাই। কি মনে ক'রে সকালবেলাতেই গঙ্গাস্নান করবার নেমন্তন্ন খুড়ো?

শ্রীবাস। দীন শ্রীবাস-অঙ্গনে আজ ক্ষুদ্র নাম-সংকীর্ত্তনের আয়োজন হয়েছে, তাই শ্রীপাদ অবধূতের পদধূলি প্রার্থনা করতে এসেছি নিমাই!

নিতাই। এ তো আনন্দের কথা বৈষ্ণব-চূড়ামণি! বৈষ্ণবের দাস নিত্যানন্দ আজ বৈষ্ণব-অঙ্গনে বৈষ্ণবগণের পদধূলি গ্রহণ ক'রে ধন্য হবে।

নিমাই। আমিও বৈষ্ণবগণের পাদপ্রক্ষালন ক'রে ধন্য হবো।

নিতাই। গৌরহরি!

নিমাই। আমি বৈষ্ণবের দাস, এ কথা কেন ভুলে যাচ্ছ দাদা?

নিতাই। না—না, ভুলিনি; দাস্যভাবের সাধনা শিক্ষা দিতেই যে তুমি এসেছ গৌরহরি! এই সরল পন্থার সাধনায় বিশ্বজীব ঈশ্বরের করুণালাভ করবে শুধু তোমারই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

গৌড়-রাজপথ।

হুসেন খাঁ ও ইব্রাহিমের প্রবেশ।

হুসেন। অনুসরণ কর ইব্রাহিম—অনুসরণ কর; মনে হয়, ফকিরের ছদ্মবেশে ঐ আগন্তুক ভূতপূর্ব্ব বাংলার রাজা সুবুদ্ধিরায়।

ইব্রাহিম। কার অনুসরণ করবো জনাব। আমাদের দেখা মাত্রেই ওই ফকির ছিপে চ'ড়ে পালিয়ে গেল।

হুসেন। পালিয়ে গেল? তাইতো ইব্রাহিম! আমাকে যে ভাবিয়ে তুললে!

ইব্রাহিম। এখনো ভাবছেন জনাব, সারা বাংলা এখন আপনার অধীন, অতুল ধন-সম্পদ্—অসংখ্য সৈন্যবল আপনার করায়ত্ত; এখন আর ভাবনা কি জনাবালি?

হুসেন। ভাবনা সারাজীবনে যাবে না ইব্রাহিম! ভেবে দেখ, আমি ছিলাম বাংলার রাজা সুবুদ্ধিরায়ের ভৃত্য, অধ্যবসায়ের বলে আজ বাংলার রাজসিংহাসন অধিকার করেছি; কিন্তু এর মূলে ছিল চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

ইব্রাহিম। বিশ্বাসঘাতকতা তো শুধু আপনি একা করেননি জনাব! বাংলার তালুকদার মৌজাদাররা—

হুসেন। আমার সহযোগিতা করেছে, এই বলবে তো? কিন্তু ইব্রাহিম। সেটা সাধারণ প্রজাদের কাছে ন্যায় কি অন্যায়, তা তো আমরা আজও জানতে পারিনি।

ইব্রাহিম। সাধারণ প্রজারা অন্যায় ধারণা করলে এতদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করতো জনাব।

হুসেন। এতদিন করেনি ব'লে যে ভবিষ্যতে করবে না, তার তো কোন প্রমাণ নেই ইব্রাহিম।

ইব্রাহিম। সাধারণ প্রজারা তো সুবুদ্ধিরায়ের আমলে এত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে পেতো না জনাব যা করছে আপনার রাজত্বে, সুতরাং বিদ্রোহী হবে কেন?

হুসেন। এই 'কেন'র উত্তর দিতে হ'লে ইব্রাহিম, আগে চিন্তা ক'রে আবিষ্কার করতে হবে, কেন এলো হিন্দু শাসিত ভারতে ইসলাম ধর্ম্মীরা? কি অপরাধ করেছিল আদর্শ ভারত সম্রাট পৃথ্বীরাজ, যার জন্য তার স্বজাতীয় ভাই সুদূর গজনীর বুক থেকে ভিন্নধর্ম্মী মহম্মদঘোরীকে টেনে এনে ভারত সিংহাসনে বসিয়ে দিলে?

ইব্রাহিম। জনাব।

হুসেন। কোন কারণ থাকে না ইব্রাহিম—কোন কারণ থাকে না। অকারণেই রাজ্যে বিপর্য্যয় হয়—অকারণেই রাজ্য বিদেশীর করতলগত হয়—অকারণেই রাজ্যে প্রজা বিদ্রোহ ঘটে, তার প্রমাণ তো হাতে হাতেই দেখতে পেলে। আমাকে সুবুদ্ধিরায় বেত্রাঘাত করেছিল, তার জন্য তালুকদার মৌজাদারের ক্ষেপেছিল কেন? বাংলার অধিবাসীদের ক্ষেপিয়ে দেওয়া খুব কঠিন নয় ইব্রাহিম, একটা হুজুক তুলে ক্ষেপিয়ে দিতে পারলেই সহজে কার্য্যসিদ্ধ হয়।

ইব্রাহিম। এখনো যদি এই আশঙ্কা থাকে, তাহ'লে আর প্রজাদের

প্রতি অযাচিত করুণা দেখানোর আবশ্যক কি জনাব? কঠোর হস্তে শাসন করুন, প্রজাদের কাছে মূর্ত্তিমান্ বিভীষিকা হ'য়ে উঠুন।

মৃন্ময়ীর প্রবেশ।

মৃন্ময়ী। তাই উঠুন বাবা, প্রজাদের কাছে মূর্ত্তিমান্ বিভীষিকা হ'য়ে ফুটে উঠুন।

হুসেন। একি মা! তুইও আজ এ কথা বলছিস?

মৃন্ময়ী। হ্যাঁ বাবা, বল্‌ছি। বাংলার অধিবাসীরা আজ অবিবেকী —স্বার্থপর—সমাজের অভিশাপ: তাদের অসাধ্য কিছু নেই, তারা ধর্ম্ম-পত্নীকে দস্যুদের কবল হ'তে উদ্ধার করতে পারে না, কিন্তু, দোহাই দিয়ে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে।

হুসেন। আর বল্‌তে হবে না; এইবার বুঝ্‌তে পেরেছি মা, স্বধর্ম্মীদের উপর তোমার অভিমানের কারণ।

ইব্রাহিম। বুঝ্‌তে যখন পেরেছেন জনাব, তখন তার প্রতিকার করুন।

হুসেন। হ্যাঁ, প্রতিকার করবো। যাও ইব্রাহিম, এখনি দ্রুতগামী অশ্বারোহী পাঠাও নবদ্বীপের কাজীসাহেবের কাছে, সে যেন এই মায়ের কাপুরুষ স্বামীকে বন্দী ক'রে—

মৃন্ময়ী। বাবা—

হুসেন। মা!

মৃন্ময়ী। আমার স্বামীকে বন্দী ক'রে কারাগারে আবদ্ধ করতে চান?

হুসেন। না মা! তাকে বন্দী ক'রে এনে তোমার সঙ্গে মিলন করাতে চাই।

মৃন্ময়ী। চোখ রাঙিয়ে আমাকে গ্রহণ করালে কি সব প্রশ্নের মীমাংসা হ'য়ে যাবে বাবা?

হুসেন। হবে না?

মৃন্ময়ী। না। সমাজের সর্ব্বাঙ্গে দূষিত ক্ষত, তার উপশম এত সহজে হবে না বাবা, এর প্রতিকার করতে হ'লে একটা বিরাট ওলট পালট করতে হবে।

হুসেন। কি বলছো মা? তা কি আমার দ্বারা সম্ভব?

ইব্রাহিম। কেন অসম্ভব হবে জনাব? বাংলার বুক থেকে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম লুপ্ত ক'রে দিয়ে মাত্র উদার ইসলামধর্ম্ম স্থাপন করুন।

হুসেন। না—না, তাও সম্ভব নয়। সনাতন হিন্দুর তীর্থভূমি বাংলার বুক থেকে সে ধর্ম্মকে উচ্ছেদ করার কল্পনা করাও মহাপাপ।

ইব্রাহিম। পাপ?

হুসেন। নিশ্চয়। মানুষের চারিত্রিক অবনতির মাপকাঠিতে ধর্ম্মের মহত্ত্ব বিচার করা যায় না ইব্রাহিম।

ইব্রাহিম। কিন্তু হাতে হাতে তো প্রমাণ পাচ্ছেন জনাব। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পতন হয়েছে।

হুসেন। ধর্ম্মের পতন হয়নি ইব্রাহিম, পতন হয়েছে তোমার আমার মত মানুষদের।

মৃন্ময়ী। সত্য বলেছেন বাবা। ধর্ম্মের পতন হয়নি, পতন হয়েছে আমাদের মত মানুষদের। নদীয়ার বৈষ্ণবধর্ম্মীরা পথে ভগবানের নামগান কীর্ত্তন করলে শাক্তধর্ম্মীরা তাদের নির্য্যাতন করে।

হুসেন। নির্য্যাতন করে?

মৃন্ময়ী। হ্যাঁ বাবা। ভীষণ ধর্ম্মদ্বন্দ্ব চলেছে নদীয়ায়। নগরপাল জগন্নাথ মিশ্র আর মাধব মিশ্র দুই ভাই শাক্তধর্ম্মী; সুতরাং তাদের দ্বারাই বৈষ্ণব-সম্প্রদায় অকথ্য নির্য্যাতিত হ'চ্ছে।

হুসেন। সেকি! হিন্দু হ'য়ে হিন্দুকে নির্য্যাতন করছে?

মৃন্ময়ী। সাম্প্রদায়িকতার মোহে তারা রাজশক্তিরও অপব্যয় করছে।

হুসেন। না—না, তা হ'তে পারে না, হুসেন খাঁর রাজ্যে কোন রাজকর্ম্মচারী রাজশক্তির দোহাই দিয়ে ধর্ম্মের নির্য্যাতন করতে পারবে না। শাক্তধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ইস্‌লামধর্ম্ম সবই আমার কাছে সমান। সকলকেই আমি সমান শ্রদ্ধা করি। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে গঠিত এই বাংলা মাকে আমি প্রতি প্রভাতে আভূমি নত হ'য়ে সেলাম করি।

ইব্রাহিম। জনাব!

হুসেন। ও—হাঁ, শোন ইব্রাহিম! এই মুহূর্ত্তে তুমি নিজে দ্রুতগামী অশ্বারোহণে নদীয়ায় যাও।

ইব্রাহিম। কেন জনাব?

হুসেন। আমার রাজ্যে যারা সাম্প্রদায়িকতার মোহে রাজশক্তির অপব্যবহার করে, তাদের এই মুহূর্ত্তে বন্দী ক'রে নিয়ে এস।

ইব্রাহিম। সে কি জনাব! যে নগরপাল জগন্নায় মিশ্র আর মাধব মিশ্রের প্রশংসায় নবদ্বীপের কাজী সাহেব মুখর, তাদের সামান্য কারণে বন্দী করতে চান?

হুসেন। হ্যাঁ, চাই! কারণ জগন্ময় মিশ্র আর মাধব মিশ্র ধর্ম্ম নির্য্যাতন করেনি, ইসলামধর্ম্মের অপমানকারীদের শাস্তি দিয়েছে।

ইব্রাহিম। সে কি! তবে যে এই মা বল্‌লে—

কাজীর প্রবেশ।

কাজী। আপনাকে ভুল শুনিয়েছে জনাব!

হুসেন। মা? (জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিল)

মৃন্ময়ী। কাজী সাহেবের সব কথা শোনার পর আমি উত্তর দেবো বাবা!

হুসেন। বল কাজী সাহেব! কি ভাবে তারা ইসলামধর্ম্মের অপমান করেছে?

কাজী। তারা রাস্তা দিয়ে চীৎকার ক'রে কীর্ত্তন ক'রে যাচ্ছিল—

হুসেন। সেটা তো আর ইসলামধর্ম্মের অপমান করা নয়।

ইব্রাহিম। ইসলামের অপমান বৈকি জনাব! হিন্দুদের কীর্ত্তন তো ইসলামধর্ম্মীদের কানে যায়।

হুসেন। তাতে ইসলামধর্ম্মীদের দেহ মন পবিত্রই হয়। ইব্রাহিম! কীর্ত্তন খোদারই নামগান তো?

কাজী। একি বলছেন জনাব? হিন্দুদের নামকীর্ত্তন শোনা যে ইসলামধর্ম্মীদের নিষিদ্ধ।

হুসেন। এ নিয়মটা কে গড়েছে কাজি? তোমার আমার মত ধর্ম্মবিদ্বেষী মানুষ তো?

মৃন্ময়ী। মানুষেই মানুষের সর্ব্বনাশ করে বাবা! নইলে আমাদের হিন্দুধর্ম্মীদের মনে এত বৈষম্যভাব থাকবে কেন? বাংলার শাক্ত-সম্প্রদায় আজ রীতিমত হিংস্র হ'য়ে উঠেছে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে হত্যা করতেও তারা দ্বিধা বোধ করে না। অহিংস বৈষ্ণব সম্প্রদায় মাত্র মনের বল নিয়েই তাদের ধর্ম প্রচার করছে।

কাজী। তাতেই তো দেশের আরও সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে জনাব! তারা যদি বাড়ীতে ব'সে কীর্ত্তন করতো তাতে কিছু ক্ষতি হ'তো না। কিন্তু রীতিমত দল বেঁধে খোল করতাল বাজিয়ে লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বিরক্ত করছে। এমন কি ইসলামধর্ম্মীদেরও গোপনে গোপনে যুক্তি দিচ্ছে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করতে।

ইব্রাহিম। শুনুন—শুনুন জনাব, বৈষ্ণবদের স্পর্দ্ধার কথাটা শুনুন।

হুসেন। দাঁড়াও ইব্রাহিম, কথাটা আমাকে বুঝতে দাও!

ইব্রাহিম। এতে আর বোঝ্‌বার কিছু থাক্‌তে পারে না জনাব! আমাকে আদেশ দিন, আমি এই মুহূর্ত্তে নদীয়ায় গিয়ে—

হুসেন। বৈষ্ণবধর্ম্মীদের কোতল ক'রে আস্‌বে? কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন বুদ্ধিমান্, যারা অহিংসধর্ম্মী তারা তোমার আমার চেয়েও শক্তিমান্।

কাজী। শক্তিমান্?

হুসেন। নিশ্চয়! আমরা আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস রেখে শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হই। আর তারা সর্ব্বশক্তিমান্ খোদার উপরেই অখণ্ড বিশ্বাস রেখে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। কাজী সাহেব! অহিংস ধর্ম্মীদের স্বয়ং খোদাই রক্ষা করেন, তোমার আমার মত মানুষে তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না।

কাজী। আপনি বুঝ্‌তে পারছেন না জনাব, বৈষ্ণবধর্ম্মীরা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ খোদারই অপমান করছে।

হুসেন। খোদার অপমান কর্‌ছে?

কাজী। হ্যাঁ জনাব! প্রভাতের পূর্ব্বে যখন ইস্‌লামধর্ম্মী ফকির সাহেবরা আজান দেন, সেই সময় বৈষ্ণবরা খোল করতাল বাজিয়ে চীৎকার কর্‌তে করতে মসজিদের সাম্‌নে দিয়ে যায়।

হুসেন। চমৎকার! কাজী সাহেব—কাজী সাহেব! নবদ্বীপ পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। প্রভাতে ইস্‌লামীয় ফকিরদের আজানধ্বনির সঙ্গে বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের সুর মিলিত হ'য়ে একই সময় আছ্‌ড়ে পড়্‌ছে করুণাময় খোদার চরণে। বৈষ্ণবধর্ম্মীরা ইস্‌লামের শত্রু নয় কাজি—শত্রু নয়, পরম বন্ধু।

কাজী। কি বল্‌ছেন জনাব?

হুসেন। ঠিকই বল্‌ছি। নবদ্বীপে মহাকারুণিক খোদার কৃপাদৃষ্টি

পড়েছে, নইলে—বুঝ্‌তে পার্‌ছো না—ঠিক একই সময়ে বৈষ্ণবরা কীর্ত্তন গেয়ে খোদাকে আহ্বান করে?

কাজী। তাহ'লে বৈষ্ণবধর্ম্মীরা—

হুসেন। মস্‌জিদের সাম্‌নে দিয়ে ঐভাবে প্রতিদিন কীর্ত্তন গেয়ে যাবে। শোন কাজি! আমার রাজ্যে কেউ কোন ধর্ম্মের প্রতি অমর্য্যাদা করতে পারে না, কেউ কাকেও হিংসা করতে পারে না। কোন রাজকর্ম্মচারী রাজশক্তির দোহাই দিয়ে অকারণ প্রজাপীড়ন কর্‌তে পারে না। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে গড়া এই সুজলা সুফলা বাংলার বুকে নবাব হুসেন শা গ'ড়ে তুল্‌বে একটা বিরাট্‌ সাম্যবাদী রাজত্ব।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গঙ্গাতীরস্থ পথ।

সুবুদ্ধি রায় ও রণবীরের প্রবেশ।

সুবুদ্ধি। এই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য রণবীর, এ ছাড়া আর অন্য পন্থা নেই।

রণবীর। শেষে এই ঘৃণ্য পন্থা গ্রহণ করতে হবে আমাদের?

সুবুদ্ধি। না ক'রে উপায় নেই রণবীর। বাংলার উদ্ধার আশা এখনও আমি ত্যাগ করতে পারিনি।

রণবীর। বাংলার উদ্ধারের জন্য দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করতে হবে প্রভু?

সুবুদ্ধি। দস্যুবৃত্তি গ্রহণ না করলে প্রচুর অর্থ পাবো কোথা থেকে? শোন রণবীর! দেশের ধনী জমিদার, তালুকদার, মৌজাদাররা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে বাংলা মাকে তুলে দিয়েছে বিদেশী মুসলমানদের হাতে, আমি তাদের চরম শাস্তি দেবো। দস্যুতায় তাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে সেই অর্থে আবার সৈন্যদল গঠন ক'রে বাংলার বুকে রক্তের বন্যা বইয়ে দেবো।

রণবীর। দস্যুবৃত্তি দ্বারা কত অর্থ সংগ্রহ হবে প্রভু,—যাতে একটা বিরাট্ যুদ্ধ পরিচালিত হবে?

সুবুদ্ধি। প্রচুর অর্থ সংগ্রহ হবে রণবীর! আমাদের যে পঞ্চাশ জন বিশ্বস্ত অনুচর আছে, তাদের নিয়ে বাংলার গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রতি রাত্রে হানা দেবো, যার যা অর্থ পাবো, সব লুণ্ঠন ক'রে এনে আমাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করবো।

রণবীর। রাজা হ'য়ে প্রজাদের ধনরত্ন লুণ্ঠন করবেন ?

সুবুদ্ধি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এইবার হাসালে রণবীর! বাংলার রাজা—বাংলার রাজা! হৃতসর্ব্বস্ব পথের ভিক্ষুক সুবুদ্ধি রায় বাংলার রাজা! ভুলে যাও—ভুলে যাও রণবীর অতীত দিনের কাহিনী, সেই মধুর স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে কৃতজ্ঞতা, কর্ত্তব্যবোধ, দয়া, মায়া, স্নেহ, হিংসার আগুনে পুড়িয়ে, জাগিয়ে তোল অন্তরে শয়তান প্রবৃত্তিকে! মনে মনে চিন্তা কর আমার ব্রত মাত্র জন্মভূমি বাংলা মায়ের উদ্ধার সাধন। তাতে যদি লক্ষ লক্ষ বাঙালীদের বলি দিতে হয়, তাতেও পশ্চাৎপদ হব না।

রণবীর। প্রভু—প্রভু! আজ একি মূর্ত্তি আপনার ?

সুবুদ্ধি। সংহার মূর্ত্তি রণবীর! সংহার মূর্ত্তি! দলিতা পীড়িতা বাংলা মা আমার আজ বিদেশীর কবলভুক্ত, মায়ের কোমল বুকের উপর চলেছে চরম নির্য্যাতন, হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম আজ বিপন্ন, মন্দিরের দেব-দেবীরা আর নিয়মিত পূজা পায় না। বাংলার ঘরে ঘরে আর আরত্রির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজে না। আমার সাধের বাংলা আজ স্বেচ্ছাচারে ভ'রে উঠেছে, তাই সংহার মূর্ত্তিতে চলেছি ম্লেচ্ছধ্বংসে।

[প্রস্থান।

রণবীর। প্রভু—প্রভু, ফিরে আসুন, ফিরে আসুন, ভাবাবেগে নগরের মধ্যস্থলে যাবেন না, এখনো সতর্ক প্রহরীরা আপনার অনুসন্ধান করছে।

[দ্রুত প্রস্থান।

একটি পেটিকা অতি সন্তর্পণে বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া মাধব শর্ম্মার প্রবেশ।

মাধব। যাক্, খুব বেঁচে গেছি! ভেবেছিলুম নগরমধ্যে রক্ষীরা আছে, কিন্তু ব্যাটারা সব ব'সে ব'সে ঢুলছে! ওঃ, এই দুরন্ত শীতে ঘেমে উঠেছি!

বাবা, সোজা কথা তো নয়, মহাদেব শ্রেষ্ঠীর মন্দির থেকে এতগুলো গহনা, বেমালুম ফাঁক ক'রে আনা! কি করি? বাড়ী যাবো? না, এখন বাড়ী যাওয়া হবে না। এই গঙ্গাতীরে কোন একটা ঝোপ জঙ্গল দেখে গহনার পেটিকাটা পুঁতে রেখে আবার রাতারাতি ফিরে গিয়ে মন্দিরের চত্বরে গিয়ে ঘুমুতে হবে। কারণ ভোরের মঙ্গলারতির সময়েও আবার গহনার জন্য নিজেকে হৈ চৈ করতে হবে তো। যাই ঐ ঝোপটায় পুঁতে রাখিগে।

(প্রস্থানোদ্যত)

সহসা দূরে সুবুদ্ধি রায়ের প্রবেশ।

সুবুদ্ধি। কে— কে ওখানে?

মাধব। এই রে, খেয়েছে দফা!

সুবুদ্ধি। উত্তর দাও কে তুমি?

মাধব। আমি—আমি—

সুবুদ্ধি। (নিকটে আসিয়া) কে—তোমাকে যেন চেনা চেনা ব'লে মনে হ'চ্ছে?

মাধব। (স্বগত) এই রে, এ যে সেই ব্যাটা।

সুবুদ্ধি। তুমি সেদিন তোমার নিরপরাধা পত্নীকে তিরস্কার ক'রে তাড়িয়ে দিচ্ছিলে না?

মাধব। আমি! আরে রাম কহো! আপনি কাকে কি বলছেন মশায়? আমার সাত গুষ্টিতে কখনো কারো পত্নীই ছিল না, তা তাড়িয়ে দেবো!

সুবুদ্ধি। মিথ্যাবাদী! সেদিনকার কথা লুকাবার চেষ্টা ক'রো না; পারবে না।

মাধব। আপনি মশায় খুব লোক তো? মিছিমিছি একটা নির্দোষ

ব্যক্তির ঘাড়ে অপবাদটা চাপাচ্ছেন? সরুন—সরুন, পথ দিন, আমাকে যেতে দিন।

সুবুদ্ধি। কোথায় চলেছ ওদিকে? ও কি, বস্ত্রমধ্যে ও কি লুকোচ্ছ?

মাধব। ব্রাহ্মণের ছেলে কি আর লুকোবে? বুঝতে পারছো না, নারায়ণ শিলা আছে।

সুবুদ্ধি। নারায়ণ শিলা। এত রাত্রে নারায়ণ শিলা নিয়ে গঙ্গাতীরের জঙ্গলে যাচ্ছ কেন?

মাধব। ভাল আপদ! বলি, সব কথার কৈফিয়ৎ আপনায় দিতে হবে? সরুন—সরুন, যেতে দিন।

সুবুদ্ধি। যাবার আগে কি আছে দেখিয়ে যাও। (ধরিতে গেলেন)

মাধব। (সাবধানে জিহ্বা দ্বারা দন্ত কাটিয়া) ছিঃ—ছিঃ, ছোঁবেন না, ছোঁবেন না, নারায়ণ শিলা অপবিত্র করবেন না। (সুবুদ্ধি রায় ছুটিয়া গিয়া ধরিয়া ফেলিল ও পেটিকা কাড়িয়া লইল) নেবেন না—নেবেন না, ওতে ঠাকুর আছে—ঠাকুর আছে।

সুবুদ্ধি। (পেটিকা খুলিয়া ফেলিল) একি! এ যে মূল্যবান অলঙ্কার।

মাধব। ফিরিয়ে দিন—ফিরিয়ে দিন, ওসব আমার ঠাকুরের গহনা।

সুবুদ্ধি। তোমার ঠাকুরের গহনা? হাঃ হাঃ হাঃ। রণবীর—রণবীর! পেয়েছি—পেয়েছি, আমাদের দস্যুতার প্রারম্ভেই পেয়েছি মূল্যবান অলঙ্কার।

মাধব। দস্যু! এ্যাঁ—ওরে বাপরে! শেষে দস্যুর হাতে পড়লুম?

রণবীরের প্রবেশ।

রণবীর। এই, চুপ!

সুবুদ্ধি। চল রণবীর! আজ এই চোর ব্রাহ্মণের চুরি করা অলঙ্কার দস্যুবৃত্তিতে গ্রহণ ক'রেই আমাদের দস্যুতার উদ্বোধন করি।

মাধব। না—না, নিয়ে যেও না বাবারা! দোহাই তোমাদের, আমি চুরি করিনি।

সুবুদ্ধি। আবার মিথ্যা কথা? তুমি না ধনী মহাদেব শ্রেষ্ঠীর কালী-মন্দিরের পূজারী ছিলে?

মাধব। না বাবা, আমার সাত পুরুষের কেউ মহাদেব শ্রেষ্ঠীর পূজারী ছিল না।

সুবুদ্ধি। সাবধান! মিথ্যা কথা বল্‌লে আমি তোর জিভ ছিঁড়ে নেবো বেইমান!

মাধব। ওরে বাবা, বলে কি রে!

সুবুদ্ধি। দেবীর অলঙ্কার চুরি ক'রে এনেছিস্?

মাধব। চুরি? না—না, চুরি করিনি তো! মা আমাকে স্বপ্নে ব'লে দিলে, ভক্ত রে, তুই আমার গহনা-গাটি সব নিয়ে যা, আমি আর গহনার ভার সইতে পারছি না।

সুবুদ্ধি। মা তোমাকে স্বপ্নে নির্দ্দেশ দিয়েছেন গহনা খুলে নিতে, আর আমাকে নির্দ্দেশ দিয়েছেন, ঐ গহনাগুলোর ভার মুক্ত ক'রে তোমাকে আবার মন্দিরে পাঠিয়ে দিতে।

মাধব। এঁ্যা—

সুবুদ্ধি। এস রণবীর!

রণবীর। দেবীর গহনা দস্যুতায় গ্রহণ ক'রে আমাদের দস্যুবৃত্তির প্রথম উদ্বোধন করতে হবে প্রভু?

সুবুদ্ধি। মা পাঠিয়ে দিয়েছেন রণবীর—মা পাঠিয়ে দিয়েছেন, মায়ের দান মাথায় নিয়ে চ'লে এস।

রণবীর। মা পাঠিয়ে দিয়েছেন?

সুবুদ্ধি। হ্যাঁ! মায়ের দেশ উদ্ধারের জন্য মন্দিরের মা আজ অলঙ্কার

দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করেছেন। এগিয়ে চল বণবীর—এগিয়ে চল নব উদ্যমে, আমাদের শুভ উদ্দেশ্য কখনও ব্যর্থ হবে না।

[বণবীর সহ প্রস্থান।

মাধব। ওরে বাপ্‌রে, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে, ডাকাতে আমার যথাসর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে গেল রে!

নিতাইয়ের প্রবেশ।

নিতাই। এখনও লোভ সম্বরণ করতে পারছ না ব্রাহ্মণ? মন্দিরের দেবীকে বঞ্চনা ক'রে গহনা এনেছিলে লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে, এখন সেই গহনা ওরা নিয়ে গেল তোমাকে ভারমুক্ত ক'রে।

মাধব। কে হে তুমি? কাকে কি বলছো?

নিতাই। চোরকে চোর বলছি।

মাধব। কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা—আমি চোর?

নিতাই। থাম—থাম, অত চ'টে যেও না—চ'টে যেও না। বলি, চুরি যদি করলে, অত ছোটখাট চুরি করলে কেন ভাই?

মাধব। আবার?

নিতাই। সত্যি কথাটা বারবারই বলবো। আরে, চুরি করবে তো সামান্য সোনা বা হীরে মুক্তোর গহনা চুরি ক'রে কি লাভ হ'লো? নিয়ে গেল তো ডাকাতে। কিন্তু যদি মা মহামায়ার চরণ যুগল চুরি করতে পারতে, তাহ'লে আর ডাকাতি হ'তো না।

মাধব। আরে, তুমি কি বলছো হে? পাগল না কি তুমি?

নিতাই। পাগল—পাগল, আমি মায়ের পাগল ছেলে, আমার গৌরহরি আমাকে পাগল করেছে।

মাধব। তাহ'লে তুমি সেই নেড়া-নেড়ীর দলের লোক? হায়-হায়-হায়, আমার এমন সর্ব্বনাশ হবে, তা কি স্বপ্নে ভেবেছিলাম!

নিতাই। সর্ব্বনাশ হয়নি ভাই—সর্ব্বনাশ হয়নি। মা তোমাকে দয়া করেছেন, তাই গহনা গুলো ডাকাতি হ'য়ে গেল।

মাধব। তোমার গুষ্টীর পিণ্ডি হ'লো। আমি মরছি নিজের জ্বালায় আর এখন কোথা থেকে এক পাগলা এসে বিরক্ত করতে লাগ্‌লো। হায়-হায়-হায়, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে!

নিতাই। সর্ব্বনাশ তো হবেই ভাই! তুমি যে আসল চোর হ'তে পারনি!

নগররক্ষীর প্রবেশ্।

নগররক্ষী। কৈ কোথায় চোর—কোথায় চোর?

মাধব। (সভয়ে) এঁ্যা—

নিতাই। আমি চোর নগররক্ষি—আমি চোর।

নগররক্ষী। তুমি চোর?

নিতাই। কেন, অবিশ্বাস হ'চ্ছে নাকি?

নগররক্ষী। অবিশ্বাস হবে না? যে চোর হয়, সে কি নিজেকে চোর ব'লে পরিচয় দেয়?

নিতাই। বিপদে পড়্‌লে দেয় নগররক্ষি—বিপদে পড়্‌লে দেয়। আমি আজ বিপদে পড়েছি ব'লেই নিজেকে চোর ব'লে পরিচয় দিচ্ছি।

নগররক্ষী। বেশ, স্বীকার করলুম তুমি চোর! তা ঠাকুরের গহনা কোথায়?

নিতাই। চোরের ধন বাটপাড়ে নিয়ে গেছে। ডাকাত আবার চুরি করা গহনাগুলি ডাকাতি ক'রে নিয়ে গেল।

নগররক্ষী। মিথ্যাকথা।

নিতাই। মিথ্যা নয়, চন্দ্র-সূর্য্যের মত সত্য। আমাকে বেঁধে

কাজী সাহেবের বিচারালয়ে নিয়ে চল; আমি সব সত্য কথা প্রকাশ ক'রে বল্‌বো।

নগররক্ষী। তাইতো, এ যে বিষম বিপদে পড়্‌লুম। তোমাকে তো চোর ব'লে মনে হয় না।

নিতাই। না—না, আমি তো নিজেকে চোর ব'লে স্বীকার করছি নগররক্ষক!

মহাদেব শ্রেষ্ঠীর প্রবেশ।

মহাদেব। না—না, নগররক্ষি! চোর উনি নন, চোর আমার পুরোহিত।

মাধব। এঁ্যা, শ্রেষ্ঠিমশায়! (পলায়নের চেষ্টা)

মহাদেব। (মাধবের হস্ত ধরিয়া) কোথায় পালাবে পুরোহিত? মায়ের গহনা চুরি ক'রে ভেবেছিলে কেউ জান্‌তে পারবে না; কিন্তু মা নিজে স্বপ্নে আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তোর পুরোহিত আমার গহনা চুরি করেছে। এখন আমার একজন ভক্ত ছেলের ঘাড়ে চোর অপবাদ চাপিয়ে দিয়ে নিজে স'রে পড়্‌বার চেষ্টা করছে।

নিতাই। এঁ্যা—মা, মা আপনাকে স্বপ্নে জানিয়েছেন? শ্রেষ্ঠি মশায়! শ্রেষ্ঠিমশায়! আপনি মায়ের প্রকৃত ভক্ত, আপনিই প্রকৃত মহাপুরুষ—আপনিই পরম বৈষ্ণব? দিন—দিন, আপনার পদধূলি আমার মাথায় দিন। (পদধূলি লইতে গেল)

মহাদেব। করেন কি—করেন কি মহাপুরুষ! আমাকে নরকে ডোবাবেন না। (ধরিয়া তুলিলেন) আমার পুরোহিতের চোর অপবাদ নিজের স্কন্ধে চাপিয়ে নিয়ে ওকে অব্যাহতি দিচ্ছিলেন, আপনার পরিচয় দিন মহাপুরুষ?

নিতাই। আমি মহাপুরুষ নই শ্রেষ্ঠিমশায়—আমি মহাপুরুষ নই। সত্যিই আমি চোর।

মহাদেব। না—না, আপনি চোর নন। আমি মায়ের নির্দ্দেশ পেয়েছি, চোর আমার পুরোহিত। নগররক্ষক, বন্দী কর মহাপাপী পুরোহিতকে।

(নগররক্ষক মাধবকে বন্দী করিতে গেলে নিতাই বাধা দিল)

নিতাই। দাঁড়াও—দাঁড়াও বাপু, বন্দী করতে যে তোমরা খুব মজবুত, তা আমরা জানি। শ্রেষ্ঠিমশায়, সত্যিই আমি চোর।

মহাদেব। মিথ্যাকথা বল্‌বেন না মহাপুরুষ!

নিতাই। মিথ্যা নয়—মিথ্যা নয়; সত্যই আমি প্রতিদিন চুরি করি।

মহাদেব। চুরি করেন?

নিতাই। হ্যাঁ—হ্যাঁ, চুরি করি! আমার গৌরহরির মনের কোঠায় সিঁধ কেটে নিতি নিতি চুরি করি শুধু প্রেম।

মহাদেব। তবে—তবে, আপনি বৈষ্ণব?

নিতাই। বৈষ্ণব নই—বৈষ্ণব নই! আমি বৈষ্ণবের দাস।

মহাদেব। বৈষ্ণবের জন্য মা এত ব্যাকুলা?

নিতাই। ব্যাকুলা কেন হবেন না শ্রেষ্ঠিমশায়? বৈষ্ণব কি মায়ের সন্তান নয়? বৈষ্ণব কি সৃষ্টিছাড়া জীব? বৈষ্ণব কি জগতের সর্ব্বজীবের কৃপার পাত্র নয়?

মহাদেব। সত্যিই কি তাই?

নিতাই। সত্য—সত্য। শাক্তবৈষ্ণবের কোন ভেদাভেদ মায়ের কাছে নেই, শ্রেষ্ঠিমশায়! ভেদাভেদ কর্‌ছে আপনার আমার মত মানুষে। যে শ্যাম, সেই শ্যামা; আমরা কেবল মনে মনে ভিন্ন ভাব্‌ছি।

মহাদেব। মহাপুরুষ!

নিতাই। না—না, মহাপুরুষ নই, আমি আপনার সেবক, আমি দাস—আমি ছোট ভাই। হরি বলুন শ্রেষ্ঠিমশায়! একবার হরি বলুন, দেখ্‌বেন মনে কত তৃপ্তি পাবেন।

মহাদেব। হরি বল্‌বো?

নিতাই। এই তো বলেছেন, বলুন তো, প্রাণে আনন্দ আস্‌ছে না?

মহাদেব। এঁ্যা, সত্যিই তো! প্রাণে যেন অপার আনন্দের সঞ্চার হ'চ্ছে। এ আমি কোথায়—আমি কোথায়!

নিতাই। ভাবের বুকে শ্রেষ্ঠিমশায়, আপনি ভায়ের বুকে! হরি বলুন, একবার হরি বলুন।

মহাদেব। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

নিতাই। এতদিনে যখন মনের বৈষম্য দূর হয়েছে, তখন আর কেন? এইবার আপনার পুরোহিতকে মুক্তি দিন।

মহাদেব। মুক্তি দেবো!

নিতাই। হ্যাঁ, মুক্তি দিন। ও মায়ের গহনা চুরি ক'রেছে বটে, কিন্তু সমস্ত গহনা দস্যু দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছে, লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে অন্যায় করেছে, এইবারের মত ওকে ক্ষমা করুন।

মহাদেব। ওকে মুক্তি দিতে পারি প্রভু, যদি আপনি আমার ভার নেন।

নিতাই। ভার তো আমি নিয়েছি শ্রেষ্ঠিমশায়!

মহাদেব। এভাবে ভার নেওয়া নয়; আমাকে মন্ত্র দিতে হবে।

নিতাই। মন্ত্র তো আপনার হ'য়ে গেছে শ্রেষ্ঠিমশায়! আমার গৌরহরি হাওয়ায় পাঠিয়েছেন মহামন্ত্র হরিনাম।

মহাদেব। হরিনাম?

নিতাই। হ্যাঁ, হরিনামই আপনার মহামন্ত্র।

মহাদেব। এইবার আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। মহাপুরুষ! আপনিই হরিনাম মহামন্ত্র আমাকে দান করেছেন। আজ থেকে আপনি আমার ইষ্টগুরু। (পদতলে বসিল)

নিতাই। না—না, ওখানে নয়, তোমার স্থান ক্ষেপা নিতাইয়ের বুকে! (বক্ষে ধরিল)

নগররক্ষী। শ্রেষ্ঠিমশায়! তাহ'লে আপনার পুরোহিতকে—

মহাদেব। মুক্তি দিলাম। যাও নগররক্ষক, তোমার কাজে যাও, (নগররক্ষকের প্রস্থান) যাও লোভী পুরোহিত! আমার গুরুর করুণায় তুমি মুক্তি পেলে, কিন্তু আর আমার মন্দিরে প্রবেশ করতে পাবে না—যাও। (মাধবের প্রস্থান) চলুন গুরু! দীন মহাদেব শ্রেষ্ঠীর গৃহে পদার্পণ ক'রে তাকে কৃতার্থ করুন।

নিতাই। হ্যাঁ—হ্যাঁ, চল—চল, আজ এমন আনন্দের দিনে তোমার বাড়ীতে যাবো না? (মহাদেবের স্কন্ধ ধরিয়া গাহিল)

গীত।

নিতাই।—

ওরে নিতাই এনেছে নাম হরিবোল—হরিবোল।
ওরে নিতাই এনেছে নাম হরিবোল—হরিবোল॥

[নৃত্যগীত করিতে করিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাজীব বহির্ব্বাটি।

কাজী সাহেব, জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ।

কাজী। (উত্তেজিত ভাবে) অপদার্থ তোমবা ! সামান্য কতকগুলো ডাকাত সায়েস্তা কবতে পাবছো না, আব তোমরা বক্ষা করবে সমস্ত নবদ্বীপেব নিবাপত্তা ?

জগাই। আজ্ঞে, নবদ্বীপেব নিবাপত্তা বক্ষা কবতে তো আমি চেষ্টাব ক্রুটী কবিনি হুজুব !

কাজী। ছাই চেষ্টা কবেছো। প্রত্যেকদিন গ্রামাঞ্চল থেকে একটা না একটা নূতন ডাকাতিব খবব আস্ছে, কোথাও ঠাকুবেব গহনা চুবি হ'চ্ছে, কোথাও পথেব উপব মহাজনেব টাকা রাহাজানি হ'চ্ছে, কোথাও বা তীর্থযাত্রীদেব যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে। এসব সংবাদ আমাব কাণে আস্ছে, আব [illegible] কাণে পৌঁচাচ্ছে না ?

মাধাই। পৌঁচাচ্ছে বৈকি হুজুব ! কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'বেও এ ডাকাত ধরা যাচ্ছে না।

কাজী। ধবা যাচ্ছে না নয়, তোমাদেব কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্যেব জন্যই ধরতে পাবছো না। নবদ্বীপের মধ্যে শত শত নগরবক্ষক বয়েছে, সৈন্য-সামন্ত রয়েছে ; অথচ ডাকাত ধবা যাচ্ছে না, একথা আমাকে বিশ্বাস কবতে বল মাধব ?

জগাই। আজ্ঞে, বিশ্বাস না করলে তো আর আমরা জোর ক'রে আপনাক বিশ্বাস করাতে পারবো না হুজুর ! তবে এ কথা সত্যি

যে, ডাকাতের দল খুব চতুর, সহজে তাদের ধরা যাবে ব'লে মনে হয় না হুজুর !

কাজী । ধরা যাবে না ! বল কি হে জগন্ময় ? আমার ভয়ে আজও চোর-ডাকাতরা থরথর ক'রে কাঁপে ।

মাধাই । মাপ করবেন হুজুর ! তাহ'লে একটা অপ্রিয় সত্য কথা বলতে হ'লো ।

কাজী । কি কথা, অসঙ্কোচে বল ।

মাধাই । আপনাকে যদি নবদ্বীপের লোকে ভয় করতো, তাহ'লে আর এই জগন্ময় মিশ্র আর মাধব মিশ্রকে এত পরিশ্রম করতে হ'তো না ।

কাজী । ভয় করে না ! আমাকে নবদ্বীপের লোকে ভয় করে না ?

জগাই । কি ক'রে ভয় করবে হুজুর ? আপনি তো একেবারে মাটি ব'নে ব'সে আছেন ! নইলে নেড়া-নেড়ীর দল মসজিদের সামনে দিয়ে ভোরবেলা খোল করতাল বাজিয়ে চেল্লাতে চেল্লাতে যায়, আর আপনি জেনে শুনেও ব্যাটাদের কোতোল করছেন না ?

কাজী । বষ্টুম কম্‌বক্তদের তো অনেকদিন কোতোল ক'রে ফেলতুম হে, কিন্তু কি করি বল, নবাব বাহাদুরের যে কড়া হুকুম আমার রাজ্যে এক ধর্ম্মীর লোক অন্য ধর্ম্মীর লোকদের নির্য্যাতন করতে পারবে না ।

মাধাই । এই হুকুম শুনেই আপনি হাত গুটিয়ে ব'সে আছেন হুজুর ?

কাজী । হাত গুটিয়ে না ব'সে থেকে কি করি বল ? নবাবের হুকুম অমান্য করলে যে শির যাবে ।

মাধাই । নবাবের হুকুম যে অমান্য করছেন, এ খবরটা নবাবের কাছে কে দিচ্ছে হুজুর ? বষ্টুমগুলো শয়তান হ'লেও মেনিমুখো, নবাবের কাছে যাবার সাহসই নেই ওদের, কোতোল না ক'রে মারধোর নির্য্যাতন করুন, বাছাধনরা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে ।

জগাই। আর ঠাণ্ডা ক'রে দেওয়াও দরকার। যে রকম সাফাই ডাকাতি হ'চ্ছে, তাতে আমার মনে হয়, ঐ নেড়া-নেড়ীর দল দিনে কীর্ত্তন করে গ্রামে গ্রামে আর রাত্রে ডাকাত দল গ'ড়ে নিয়ে হানা দেয়।

কাজী। কিন্তু তাই যদি হবে, তাহ'লে দিনদুপুরে নিরীহ পথচারীর উপর রাহাজানি করছে কারা ?

জগাই। ঐ বষ্টুমরাই করছে হুজুর! ব্যাটারা দলে দলে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় তো? সুযোগ বুঝে কালী-ঝুলী মেখে চেহারা বদলে ফেলে পথচারীদের উপর রাহাজানি করে।

কাজী। যখন জানতে পারছো বষ্টুমরা রাহাজানি করে, তখন বন্দী ক'রে আন না কেন ?

মাধাই। হুকুম করেন তো আজ থেকেই বন্দী করতে আরম্ভ করি।

কাজী। হ্যাঁ, বন্দী করবার হুকুম দিচ্ছি! কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ সহ বন্দী ক'রে আনবে।

মাধাই। তাহ'লেই তো ভাবিয়ে দিলেন হুজুর!

কাজী। কেন?

মাধাই। প্রমাণ হাতে হাতে দিতে পারলে তো কোন কথাই ছিল না, ব্যাটারা ডাকাতি বা রাহাজানি এত সাফাই করে যে, ধরা-ছোঁয়া পাওয়াই মুস্কিল।

কাজী। তাহ'লে আমিই বা বিচার করি কি ক'রে? ধর, যদি আন্দাজে তোমরা ধ'রে আন, আর আমি ডাকাতির বিচার ক'রে যদি বষ্টুমদের প্রাণদণ্ড দিই, তারপর নবাব জানতে পারলে যে আমারও গর্দ্দান যাবে, আর তোমাদেরও শূলে বসতে হবে।

জগাই। শূলে! ওরে বাপরে, সে যে বড় ভয়ানক রকমের দণ্ড। ওরে মেধো, কাজ নেই আন্দাজে বষ্টুমদের ধ'রে!

মাধাই। এই, থাম্—থাম্ জগা! দেখুন হুজুর! কাজটা যদি বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ মনে করেন, কাজ নেই বিনা প্রমাণে বন্দী ক'রে; তবে আমি জোর গলায় বল্‌তে পারি ঐ বষ্টমরাই ডাকাত।

মাধব দেবশর্ম্মার প্রবেশ।

মাধব। সত্যি কথা হুজুর, ঐ বষ্টমরাই ডাকাত।

কাজী। কে তুমি?

মাধব। আজ্ঞে, আমি হুজুরের গোলাম।

কাজী। কি চাও এখানে?

মাধব। আজ্ঞে, হুজুরের কাছে বিচার চাই।

কাজী। কিসের বিচার?

মাধব। আজ্ঞে, ডাকাতির বিচার।

কাজী। কে ডাকাতি করেছে?

মাধব। নিত্যানন্দ নামে একজন অবধূত।

কাজী। অবধূত কি?

মাধব। আজ্ঞে, একটা অদ্ভুত গোছের বষ্টমদের চাঁই।

কাজী। সেই বষ্টম তোমার বাড়ীতে ডাকাতি করেছে?

মাধব। আজ্ঞে, আমার বাড়ীতে ডাকাতি করেনি হুজুর, গঙ্গার ধারে রাত্রির বেলায় আমি ঠাকুরের গহনা নিয়ে স্নান করতে যাচ্ছিলুম, সেইসময় ডাকাতি ক'রে নিয়েছে।

কাজী। ও! তাহ'লে রাহাজানি করেছে বল?

জগাই। ও একই কথা হুজুর!

কাজী। তুমি গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছিলে, তা সঙ্গে গহনা ছিল কেন?

মাধব। (স্বগত) এই রে, এইবার ভীষণ প্যাঁচে পড়্‌লুম।

কাজী। উত্তর দাও।

মাধব। আজ্ঞে, গহনা গুলো ঠাকুরের ভাণ্ডার থেকে আগেই বার ক'রে রেখেছিলাম, তারপর ভাবলাম, যদি ঠাকুরের গায়ে গহনা পরিয়ে গঙ্গাস্নান করতে যাই, হয়তো ডাকাতি হ'য়ে যেতে পারে, কারণ দারোয়ানরা তখন ঘুমুচ্ছিল, তাই নামাবলীর খুঁটে বেঁধে গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছিলাম। বল্‌বো কি হুজুর, নিত্যানন্দ ব্যাটা দাঁড়িয়ে দু'জন ডাকাতকে হুকুম দিলে, নাও ওর কাছে যত গহনা আছে সব কেড়ে নাও।

কাজী। কি, এত স্পর্দ্ধা তার। জগন্ময়! মাধব! যাও, এখনি নিত্যানন্দকে বন্দী ক'রে নিয়ে এস।

নিতাইয়ের প্রবেশ।

নিতাই। দাঁড়াও—দাঁড়াও কাজী সাহেব! একেবারে চালোয়া হুকুম দিও না। ব্যাপারটা কি বল দেখি?

জগাই। হুজুর! এই সেই ডাকাত নিত্যানন্দ।

নিতাই। ও, তাই বল! হাঃ হাঃ-হাঃ! তা কথাটা জগন্ময় মিথ্যে বলেনি কাজী সাহেব। সত্যিই আমি ডাকাত।

কাজী। কি বল্‌লি কমবক্ত্‌?

নিতাই। যা সত্য, তাই বল্লুম। তবে এখন নদীয়ায় সাধারণ প্রজাদের ঘরে ডাকাতি ক'রে বেড়াচ্ছি, ভবিষ্যতে ঐ নগরপাল জগাই মাধাইয়ের ঘরেও ডাকাতি করবার আশা রাখি।

মাধাই। শুন্‌লেন তো, শুন্‌লেন তো হুজুর?

নিতাই। এতে শোনাশুনির কিছুই নেই মাধাই, ডাকাতি যে করবো, তা একেবারে ধ্রুব সত্য।

কাজী। এই যে, ডাকাতি করাচ্ছি! এই, কে আছিস?

রক্ষীর প্রবেশ্।

নিতাই। ও একটা রক্ষী তো ছার, ওরকম হাজার হাজার রক্ষীরাও আমাকে রুখ্‌তে পার্‌বে না কাজী সাহেব, যখন এই নিত্যানন্দ ডাকাত তোমার ঘরেও হানা দেবে।

কাজী। কেয়া কম্‌বক্ত! এই, বন্দী কর।

রক্ষী। (অগ্রসর হইল)

নিতাই। ওরে, ঐ লোহার শেকল দিয়ে আমাকে বন্দী করতে পারবি না। আমাকে বন্দী করতে হ'লে চাই প্রেমের শেকল।

কাজী। হাঁ ক'রে সংয়ের মত দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছিস বেত্‌মিজ! বন্দী কর।

মহাদেব শ্রেষ্ঠীর প্রবেশ।

মহাদেব। বন্দী করবেন না হুজুর, নিরপরাধকে বন্দী করবেন না।

কাজী। সেকি মহাদেব শ্রেষ্ঠি?

মহাদেব। আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর!

কাজী। তুমি ওকে নিরপরাধ বল্‌ছো, কিন্তু ও যে ডাকাতি করেছে।

মহাদেব। ভুল শুনেছেন হুজুর!

কাজী। ও যে নিজের মুখে স্বীকার করেছে।

মহাদেব। ভুল বুঝ্‌বেন না হুজুর! প্রকৃত ডাকাত কখনো নিজে এসে ধরা দেয়? ডাকাতি উনি করেননি, ডাকাতি করেছিল আমার মন্দিরের ঐ শয়তান পুরোহিত।

মাধব। এঁ্যা! ওরে বাবা রে—(পলায়নের চেষ্টা)

কাজী। এই, বন্দী কর শয়তানকে।

(রক্ষী মাধব শর্ম্মাকে বন্দী করিল)

মাধব। দোহাই—দোহাই হুজুর! আমি নিরপরাধ।

মহাদেব। চুপ্ কর্ পাপি! হুজুর! ঐ শয়তান আমার দেবী-মন্দিরের পুরোহিত ছিল, লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে ঠাকুরের গহনা চুরি ক'রে নিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে রাখ্তে শেষরাত্রে গঙ্গাতীরে গিয়েছিল, ডাকাতে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে গেছে।

জগাই। এই নিত্যানন্দই যে সেই ডাকাত নয়, সে কথা শ্রেষ্ঠিমশায় কেমন ক'রে জান্‌লেন হুজুর?

[illegible] ডাকাত চেন্‌বার চোখ আপনাদের বন্ধ হ'য়ে গেছে নগর-পাল মশায়, সাম্প্রদায়িকতার মোহে।

মহাদেব। কিন্তু মহাদেব শ্রেষ্ঠীর চোখ খুলে গেছে, তাই এই মহাপুরুষের শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়ে ধন্য হয়েছি।

মাধাই। মহাদেব শ্রেষ্ঠি! আপনি না শাক্ত?

মহাদেব। আমি শাক্তও নই, বৈষ্ণবও নই; আমি মানুষ। মানুষের যা ধর্ম্ম, তাই আমার জীবনের ব্রত। আসুন গুরুদেব! আর এই নরকের গহ্বরে দাঁড়াবেন না, চ'লে আসুন।

নিতাই। মহাদেব শ্রেষ্ঠি। এই নরকেই ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে নন্দনের পারিজাত।

কাজী। শোন মহাদেব শ্রেষ্ঠি! তোমার কথায় আজ নিত্যানন্দকে আমি মুক্তি দিচ্ছি; কিন্তু যদি আবার নগরের মধ্যে ডাকাতি হয়, তাহ'লে আর কোন অনুরোধ মানবো না, বন্দী ক'রে এনে ওকে শূলে চড়াবো।

নিতাই। আমিও তোমার ঘরে ডাকাতি ক'রে যাবো, দেখি কাজী সাহেব, এ সঙ্কল্প তোমার থাকে কোথায়।

[মহাদেব সহ প্রস্থান।

জগাই। শুন্‌লেন—শুন্‌লেন হুজুর, ব্যাটার কথাগুলো শুন্‌লেন ?

কাজী। আচ্ছা, আমিও বুঝে নেবো। আপাততঃ বিশিষ্ট নাগরিক মহাদেব শ্রেষ্ঠীর সম্মান রাখতে মুক্তি দিলাম, কিন্তু অচিরেই বন্দী ক'রে আন্‌বো। (রক্ষীর প্রতি) এই কম্‌বক্ত্, ধাপ্পাবাজকে ঠাণ্ডি গারদে নিয়ে যা, কাল প্রভাতে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে মুখে চূণ-কালী লাগিয়ে নগর প্রদক্ষিণ করাবি। সপ্তাহ শেষে এর প্রাণদণ্ড হবে। যা, নিয়ে যা।

মাধব। ওরে বাবা রে—কি হ'লো রে—

কাজী। যা, নিয়ে যা। (ক্রন্দনরত মাধবকে লইয়া রক্ষীর প্রস্থান) যাও জগন্ময়! তোমরা দস্যুদলের সন্ধান করগে একমাসের মধ্যে তাদের বন্দী ক'রে আনা চাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নিমাইয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণ।

বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীর প্রবেশ।

শচী। চাই—চাই, তাকে আমার চাই—আমার চাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কাকে ? কাকে মা ?

শচী। যাকে দিবারাত্রি চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ছি—যে আমাকে স্বপ্নের মত দেখা দিয়ে চ'লে যায়—যার মুখে মা ডাক শোন্‌বার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে আছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ও! ভাশুর ঠাকুরের কথা বল্‌ছো ?

শচী। হ্যাঁ; মাঝে মাঝে অবধূত নিত্যানন্দ এসে যখন আমার আঙিনায় দাঁড়িয়ে গৌরহরি ব'লে ডাকে, তখন আমার মনে হয় বৌমা, যেন বিশ্বরূপ এসেছে নিমুকে নিয়ে যেতে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। (চমকিয়া উঠিল) মা!

শচী। আমারও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে বৌমা! সংসারত্যাগী অবধূতের সঙ্গে যে কেন ছেলেটার এত ভাব হ'লো, তা বুঝে উঠ্‌তে পারছি না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ঐ অবধূতের সঙ্গে মিশে মিশে উনি যেন কেমন হ'য়ে যাচ্ছেন মা! আজকাল তো সারারাত্রি কীর্ত্তন ক'রে ভোরবেলায় বাড়ী ফিরে আসেন।

শচী। সেইটাই তো বেশী চিন্তার কথা মা! পাড়ার মেয়ে সুন্দরী দেখে লক্ষ্মীকে বৌ করেছিলুম, নিমুও টোলের ছাত্র পড়ানো আর বৌমার সঙ্গে গল্প-গুজব ক'রে বেশ দিন কাটাচ্ছিল, তারপর পোড়া কাল বুকে শেলের ঘা মেরে ঘরের লক্ষ্মীকে টেনে নিলে, নিমাইয়েরও সংসারে যেন ঔদাসীন্য এলো। সব তীর্থ ঘুরে আসার পর গ্রামবাসীদের পরামর্শে আবার বে' দিয়ে ঘরে আনলুম দ্বিতীয় লক্ষ্মীকে, ছেলেরও বেশ সংসারে মন বসেছে, কিন্তু গয়া থেকে ঘুরে আসার পর থেকে যে কেন এমন হ'য়ে গেল, তা কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ঐ অবধূতের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে দিন দিন উনি আমাদের কাছ থেকে দূরে স'রে যাচ্ছেন।

শচী। তবে কি অবধূতই আমার ঘরের জ্বলন্ত প্রদীপ নিভিয়ে দেবে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। (শিহরিয়া উঠিল) মা!

শচী। তবে কি বিশ্বরূপই বহুদিন পরে এসেছে অবধূতের ছদ্মবেশে আবার একটা বাজের ঘা মার্‌তে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। অবধূতকে তাড়িয়ে দাও মা, অবধূতকে তাড়িয়ে দাও নদীয়া থেকে।

শচী। ওবে, সে পথও যে বন্ধ। অবধূত নিত্যানন্দকে কটু কথা বল্‌লে আমাব নিমাই যে মনে ব্যথা পাবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা! তবে কি অবধূতের এই অত্যাচাব মুখ বুজে সহ্য করবে?

শচী। উপায় নেই—উপায় নেই; নিয়তিব বিধান কেউ লঙ্ঘন কব্‌তে পারে না।

মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া। হ্যাঁ গা, তোমরা নিয়তি মান?

শচী। মানি বৈকি বালিকা! কিন্তু তুমি কে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমাকে যেন চিনি চিনি ব'লে মনে হ'চ্ছে।

মহামায়া। আমাকে ত্রিভুবনের কে না চেনে বল! সকলকেই যে আমি ভালবাসি।

শচী। ভালবাস? পৃথিবীব সকলকেই ভালবাস? তোমার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না তো বালিকা।

মহামায়া। বুঝ্‌তে পারবে না। আচ্ছা, তোমার ছেলেটাকে যে তুমি সদা-সর্ব্বদা ধ'রে রাখ্‌বাব চেষ্টা করছো, তাতে জগতের লোকের ক্ষতি কর্‌ছো না?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি কি বল্‌ছো?

মহামায়া। একটু তলিয়ে বোঝ্‌বার চেষ্টা কর না। বলি, পত্নী তো স্বামীর ধর্ম্মসঙ্গিনী?

বিষ্ণুপ্রিয়া। হ্যাঁ; কিন্তু এখানে ও-কথা কেন?

মহামায়া। ঐটাই তো আসল কথা। তুমি পতিব্রতা নারী, পতির ধর্ম্মই তো তোমার ধর্ম্ম।

শচী। কথার মোড় ঘুরে যাচ্ছে মা! তোমার উদ্দেশ্যটা কি, তাই বল।

মহামায়া। আমার উদ্দেশ্য যা, তা তোমাদের কাছে মর্ম্মান্তিক হবে; কিন্তু জগতের কল্যাণ হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কে তুমি—কে তুমি? তোমার কথা শুনে বুকটা কেঁপে উঠ্‌লো কেন? কে তুমি?

গীত।

মহামায়া।—

আমি মিলন কারা ধরণীর।
সৃজনের সাথে ছন্দে ছন্দে
মানবের গতি করি [illegible]ধীর॥
ধরা স্থিতিকাল আমার চালনে,
প্রলয় থামে যে মোর আবাহনে,
হাসি ফুটাইয়া মায়ের বদনে
পুনঃ রে বহাই আঁখিনীর॥

শচী। কি বল্‌লি—কি বল্‌লি সর্ব্বনাশি! তুই মায়ের বদনে হাসি ফুটিয়ে আবার আঁখিনীর বইয়ে দিস্? তবে—তবে তুই—

মহামায়া। আমি তোমাদের পরমাত্মীয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আত্মীয়া নয়—আত্মীয়া নয়। মা—মা! এইবার আমি চিন্‌তে পেরেছি ওকে। ঐ নারী গভীর রাত্রে এসে আমাকে ডাকে, আমাকে কাঁদায়, আমাকে সর্ব্বহারা হ'তে বলে।

শচী। কি বল্‌ছো বৌমা?

বিষ্ণুপ্রিয়া। ~~[illegible]~~ তুমি তাড়িয়ে দাও, তিরস্কার ক'রে তাড়িয়ে দাও। ওকে দেখ্‌লে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়।

মহামায়া। আমাকে দেখেই তোমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায় ভাগ্যবতি? কিন্তু যখন আমার হাত ধ'রে তোমার ইষ্টদেবতা পতি এগিয়ে যাবে অসীম পথের সন্ধানে—

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা—মা!

শচী। সর্ব্বনাশি! চ'লে যা—চ'লে যা আমার বাড়ী ছেড়ে।

মহামায়া। যাবো—যাবো, চিরদিনের জন্য চ'লে যাবো; তবে আজ নয়, যেদিন তোমার নিমাই সংসারের মায়া কাটিয়ে সন্ন্যাসী সেজে আমার আঁচল ধ'রে চ'লে যাবে, সেইদিন—সেইদিন।

[দ্রুত প্রস্থান।

শচী। ওরে, এইবার আমি চিন্‌তে পেরেছি। ঐ নারীই একদিন বালক নিমাইয়ের দেহে গৈরিক পরিয়ে দিয়েছিল। ওরে, কে আছিস্, ওর চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে আয়, আমি ওর জিভটা টেনে ছিঁড়ে নেবো; ওকে পাথরে আছ্‌ড়ে মার্‌বো—পাথরে আছ্‌ড়ে মার্‌বো।

নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। কি হয়েছে মা? তুমি আজ এত [illegible] হ'য়ে পড়েছ কেন?

শচী। নিমু—নিমু! এসেছিস্ বাবা! আঃ, তবু খানিকটা সাহস পেলাম। ওঃ! এখনো আমার বুকটা কাঁপছে।

নিমাই। কেন মা, আজ হঠাৎ তোমার এ ভাব কেন? লক্ষ্মীও যে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে। কি হয়েছে বল তো তোমাদের?

শচী। নিমু—নিমু! তুই আমাকে কথা দে বাবা, আমাকে না জানিয়ে তুই কখনও নদীয়ার বাইরে যাবি না?

নিমাই। এর জন্য প্রতিশ্রুতি দিতে হবে কেন মা? তোমার অনুমতি না নিয়ে আজ পর্য্যন্ত আমি কি কোথাও গিয়েছি?

শচী। না, তা যাস্‌নি; তবু আমার কাছে কথা দে বাবা!

নিমাই। বেশ মা, এতে যদি তোমার শান্তি, আমি কথা দিচ্ছি, তোমার অনুমতি না নিয়ে আমি কখনও কোথাও যাবো না।

শচী। আঃ, নিশ্চিন্ত হ'লুম। বৌমা! আর কোন চিন্তা নেই। যে যাই বলুক্, কারও কথায় কাণ দিও না, নিমাই আমাকে কথা দিয়েছে।

নিমাই। আজ তোমরা কেন যে এত চিন্তান্বিত হ'য়ে পড়েছ, তার তো কারণ কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না মা! কি হয়েছে?

শচী। যেতে দে বাবা, সে কথা আমরা ভুলে যাবো। বৌমা! নিমাইকে আর সে-সব বাজে কথা শুনিয়ে মন খারাপ ক'রে দিও না মা! সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, আমি মন্দিরে চল্‌লুম। যাও বৌমা! ঘরে যাও, ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে আমি এখনি আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

নিমাই। ঝড়ের মত মা একাই তো সব ব'লে গেল, তুমি তো কিছু বল্‌লেও না, আর চাইলেও না লক্ষ্মি!

বিষ্ণুপ্রিয়া। লক্ষ্মীর চাওয়া ব্যর্থ হয় ব'লে চায় না।

নিমাই। তোমার চাওয়া আজ ব্যর্থ হবে না, চাও লক্ষ্মি!

বিষ্ণুপ্রিয়া। চাইলে পাবো তো?

নিমাই। পাওয়ার উপযুক্ত হ'লে নিশ্চয় পাবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ঐ তো আবার জের টেনে কথা বল্‌লে যখন, তখন না চাওয়াই ভাল।

নিমাই। না—না, চেয়েই দেখ না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বর পাবো তো, না দেবতা নিদয় হবেন ?

নিমাই। না—না, ভেবো না; আজ তোমার দেবতা তোমার কাছে মুক্তহস্ত। বল, কি চাও।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আজ পূর্ণিমাব রাত্রে তুমি কীর্ত্তন কর্‌তে যেও না; চাঁদের আলোয় ব'সে তোমার সঙ্গে গল্প কর্‌বো।

নিমাই। ও—এই কথা ? তা বেশ তো, তোমাব যদি সাধ হ'য়ে থাকে পূর্ণিমার রাতটা উপভোগ কর্‌বে গল্প ক'রে, না হয় যাবো না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ঠিক তো ? প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ ?

(নেপথ্যে নিতাই গাহি[illegible]ল)

গীত।

নিতাই।—

আজু এমন চাঁদনী রাতে
　　কোথা রে প্রাণের গোরা।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ঐ—ঐ এসেছে আমাব শত্রু। বল—বল, চুপ ক'রে থকো না; প্রতিশ্রুতি দাও।

গীতকণ্ঠে নিত্যানন্দের প্রবেশ।

গীত।

নিতাই।—

আজু এমন চাঁদনী বাতে
　　কোথা রে প্রাণের গোরা।
স্নিগ্ধ ধরণীতল, নাচে সুরধুনী জল,
　　তোরে নাহি হেরি মনোচোরা।

দখিন মলয় বহে কুসুমের গন্ধ,
ব্যাকুল মিলন আনে গানের ছন্দ,
এ মধু মাধবী রাতে সোনার গৌর মোর
রাধা রাধা বলি হবে আপনহারা ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া। বাঃ, চমৎকার!

নিতাই। কি চমৎকার মা?

বিষ্ণুপ্রিয়া। এই মণি-কাঞ্চন সংযোগ।

নিতাই। মহামূল্য মণির সঙ্গে কাঞ্চনের সংযোগ হ'তে পারে মা? আমার গৌরহরি যে একাই কিরণ ছড়িয়ে রেখেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আপনাদের গৌরমণি সারা নদীয়ায় কিরণ দান করে বটে, কিন্তু তাঁর নিজেব গৃহ অন্ধকার।

নিতাই। সেকি মা?

নিমাই। আজ পূর্ণিমার রাতটা তোমার বৌমা আমাকে ঘরের কোণে আটকে রাখ্‌তে চায় দাদা!

নিতাই। সে চাওয়াটা অন্যায় তো নয়; কিন্তু—

নিমাই। কিন্তু কি দাদা?

নিতাই। আজকের এই পূর্ণিমার রাতে যে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা অভিনয় হবে শ্রীবাসের অঙ্গনে।

নিমাই। ও—হ্যাঁ—হ্যাঁ, কথাটা মনেই ছিল না। দেখ্‌ছো লক্ষ্মি! কোন কথা মনে করিয়ে না দিলে আমাকে পদে পদে পাঁচজনের কাছে অপদস্থ হ'তে হয়।

নিতাই। তুমি কি যাবে গৌরহরি?

নিমাই। যেতে হবে বৈকি দাদা! আমিই তো কৃষ্ণলীলা কীর্তন করবার কথা সবার আগে বলেছিলুম।

নিতাই। কিন্তু বৌমার মনে ব্যথা লাগ্‌বে গৌরহরি!

নিমাই। না গেলেও যে পাঁচজনের মনে ব্যথা লাগ্‌বে দাদা!

বিষ্ণুপ্রিয়া। যদি কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন শুন্তে না যেতে পান, তবে উনিও ব্যথা পাবে অবধূত!

নিমাই। মনের কথাটা তুমি টেনে বলেছ লক্ষ্মি! সত্যিই আমি খুব ব্যথা পাবো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি ব্যথা পেলে যে আমার মৃত্যুতুল্য হবে ঠাকুর! (প্রণাম করিয়া) তবে এস—আমি আমার প্রার্থনা ফিরিয়ে নিলাম।

নিতাই। দেখ মা, ক্ষেপা ছেলে নিতাইকে যেন অপরাধী ক'রো না, তাহ'লে তার সাধন-ভজন সব ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। শিশুর সারল্য নিয়ে মা ব'লে সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছেন, এর পরও যদি আপনার উপর বিরক্ত হই, তাহ'লে যে ঐ জাগ্রত দেবতার করুণা থেকে বঞ্চিত হবো অবধূত!

নিমাই। তাহ'লে আসি লক্ষ্মি! মাকে ব'লো, কৃষ্ণলীলা-কীর্ত্তন শুনেই আমি বাড়ী ফিরে আস্‌বো। এস দাদা!

[নিতাইসহ প্রস্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়া। (তাহাদের গমন-পথের দিকে চাহিয়াছিল, তাহারা দৃষ্টির অন্তরালে গেলে একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিল) দু'জনেই আপনভোলা; কিন্তু অবধূতের সঙ্গে কেন এত অন্তরঙ্গ?

শচীদেবীর প্রবেশ।

শচী। বৌমা—বৌমা! নিমু কোথায় গেল?

বিষ্ণুপ্রিয়া। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) কীর্ত্তনে যোগ দিতে গেছেন।

শচী। এত ঝড় ব'য়ে গেল, আজকের দিনটা বাড়ীতে থাকৃতে বললে না কেন বৌমা?

বিষ্ণুপ্রিয়া। বলেছিলাম মা, কিন্তু অবধূত এসে জানালে, আজ কৃষ্ণলীলা-কীর্ত্তন যাত্রা হবে, শুনেই চ'লে গেলেন।

শচী। কীর্ত্তনের এমন নেশা যে, ঠাকুরের আরতি পর্য্যন্ত ক'রে যাবার সময় হ'লো না?

বিষ্ণুপ্রিয়া। অবধূতকে দেখ্‌লে যে আত্মহারা হ'য়ে পড়েন, কোন-কিছুর খেয়াল থাকে না।

শচী। তাইতো মা, এতটা বাড়াবাড়ি তো ভাল নয়। (নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি হইল) তাইতো, সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল যে, চল—চল বৌমা, সন্ধ্যা দিয়ে ঠাকুরের আরতির যোগাড় ক'রে দেবে চল, আমি হরিনাথকে আন্‌ছি আরতি করতে। ঠাকুর—ঠাকুর! সংসারের কল্যাণ কর ঠাকুর।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সুসজ্জিত শ্রীবাস-অঙ্গন।

ত্রস্তে শ্রীবাসের প্রবেশ।

শ্রীবাস। ঠাকুর—ঠাকুর! আজ এমন আনন্দের দিনে একি পরীক্ষা তোমার? আমার গৌরচন্দ্র আর নিতাইচন্দ্র এখনি আস্‌বে, এখনি আনন্দোৎসবে আমার অঙ্গন মুখরিত হবে, এখনি শ্রীকৃষ্ণলীলা-যাত্রাভিনয় আরম্ভ হবে। দেখ ঠাকুর! অন্ততঃ সেই শুভ সময়টি যেন ব্যর্থ হ'য়ে না যায়।

অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাস ও বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।

শ্রীবাস। আসুন—আসুন আচার্য্যদেব! আসুন বৈষ্ণবগণ! আজ শ্রীবাস-অঙ্গন পবিত্র হ'লো বৈষ্ণব-পদ স্পর্শে।

অদ্বৈত। অবধূত গৌরচন্দ্রকে নিয়ে এখনও ফেরেনি নাকি?

শ্রীবাস। না; এখনও শুভগমন করেননি।

হরিদাস। শ্রীগৌরচন্দ্র লীলাযাত্রার নায়ক-নায়িকাদের সজ্জিত ক'রে আসবেন ব'লে কথা দিয়ে গেছেন।

অদ্বৈত। লীলাযাত্রা অভিনয় করবে কারা শ্রীবাস?

শ্রীবাস। অবধূত নিত্যানন্দ শ্রীপাদ কাদের নাকি শিখিয়ে রেখেছিলেন, আজ অভিনয় দেখাবে তারা।

হরিদাস। সকলকে দেখছি, কিন্তু মুকুন্দ এখনোও আসেনি কেন?

শ্রীবাস। মুকুন্দ যে যাত্রার কোন একটা ভূমিকায় আবির্ভাব হবে ব'লে শুনেছিলাম।

অদ্বৈত। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ নিশ্চয় এমন একটা পালা শিখিয়ে রেখেছেন, দেখে বৈষ্ণবগণ চমৎকৃত হবেন।

নিতাইসহ নিমাই, ~~আয়ান সাজিয়া~~ মুকুন্দের ~~শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, জটিলা ও কুটিলা সাজিয়া বালকগণের~~ প্রবেশ।

নিতাই। বৈষ্ণবগণকে চমৎকৃত করবার সামর্থ্য ক্ষেপা নিতাইয়ের নেই আচার্য্য, মাত্র বৈষ্ণবদের সেবা করবার সাহস নিয়েই লীলা-কীর্ত্তনের পালা বেঁধেছি!

(বৈষ্ণবগণ সকলে নমস্কার ও প্রতি নমস্কার করিলেন)

নিমাই। আমি পূজনীয় বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণের ধূলিকণা, যদি অনুমতি হয় তো আসন গ্রহণ করি?

বৈষ্ণবগণ। হরিবোল—হরিবোল!

অদ্বৈত। আসন গ্রহণ কর বিশ্বম্ভর, তুমি আসন গ্রহণ কর!

নিতাই। রক্ষা করুন—আচার্য্যদেব, রক্ষা করুন! আর এ শুভ সময়ে আমার গৌরহরিকে পরীক্ষা কর্‌বেন না।

শ্রীবাস। পরীক্ষা! কি বল্‌ছেন শ্রীপাদ?

নিতাই। ঠিকই বল্‌ছি গোঁসাই! বিশ্বম্ভর নামের সঙ্গে যে তমঃ জড়ান আছে, তাই আচার্য্যদেব ঐ নামে ডেকে আমার গৌরহরিকে পরীক্ষা করছেন।

নিমাই। রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা রাধা।

অদ্বৈত। বুদ্ধিমান্ শ্রীগৌরচন্দ্র তমোনাশক মহামন্ত্র উচ্চারণ ক'রে বিজয়ী বীরের মত ব'সে আছে ঐ দেখুন শ্রীপাদ!

নিতাই। আঃ! আমি আশ্বস্ত হ'লাম।

মুকুন্দ। বৈষ্ণবগণের যদি অনুমতি হয়, তাহ'লে—

নিতাই। ও! হ্যাঁ—হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। বৈষ্ণবগণ! তাহ'লে অনুমতি করুন শ্রীকৃষ্ণ-লীলা যাত্রাভিনয় আরম্ভ হোক্।

বৈষ্ণবগণ। আরম্ভ হোক্ শ্রীপাদ! (সকলের স্ব স্ব আসনে উপবেশন)

নিতাই। শুনুন ভক্তবৃন্দ! শ্যাম-সোহাগিনী শ্রীরাধা প্রতিদিন প্রভাতে উঠে তৈল, হরিদ্রা, সিন্দুর নিয়ে গোকালে যেতেন এবং সেই-সময় কৃষ্ণ-দর্শন হ'তো। একদিন পাপিষ্ঠা কুটিলা অগ্রজ আয়ান ঘোষকে জানান যে, কুলবধূ রাই গোকালের নাম ক'রে কালাচাঁদের দর্শনে ধায়, তাই আয়ান ঘোষ প্রভাতের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ ক'রে শ্রীমতীর পশ্চাদনুগমন কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আয়ান ও কুটিলার প্রবেশ।

কুটিলা। বলি, তোমার আক্কেলখানা কি বল তো দাদা? রোজ ভোরবেলায় উঠে বৌ যে গোকালের নাম ক'রে কালার দর্শনে যায়, সে খবরটা রেখেছো?

আয়ান। না—না, তা হ'তে পারে না কুটিলা! শ্রীমতী যে প্রত্যহ প্রভাতে গোকালে যায়, সে আমার সংসারের মঙ্গলকামনা করতে।

কুটিলা। ছাই করতে যায়! বৌ তোমাকে বশ করেছে দাদা, বৌ তোমাকে বশ করেছে, নইলে চোখের উপর এই নষ্টামি দেখেও মুখ বুজে আছ?

আয়ান। নষ্টামি?

কুটিলা। নিশ্চয়! সেই জন্যই তো ভোরবেলা বৌ শয্যা ছেড়ে ওঠ্‌বার আগেই তোমাকে ঘুম থেকে তুলে আনলুম। ঐ বৌ আস্‌ছে, তুমি মনটা পরীক্ষা ক'রে দেখ। (বসিয়া পড়িল)

শ্রীরাধার প্রবেশ।

শ্রীরাধা। একি! আজ প্রভাতের পূর্ব্বেই তুমি শয্যা ছেড়ে উঠে এসেছ?

আয়ান। হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে।

শ্রীরাধা। প্রভাতে শয্যা ছেড়ে ওঠ্‌বার সময় তোমার পদধূলি নিতে পারিনি, পদধূলি দাও—আশীর্ব্বাদ কর, যেন আজকের গোকালে যাত্রা আমার সফল হয়। (প্রণাম করিল)

আয়ান। (মুগ্ধ হইয়া) তুমি গোকালে যাচ্ছো শ্রীমতি, তোমার আরাধ্যা দেবীর কাছে প্রার্থনা ক'রো, যেন আমার মনের সব দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়।

শ্রীরাধা। তাই প্রার্থনা করবো স্বামি।

[প্রস্থান।

কুটিলা। (উঠিয়া) ধন্যি মেয়ে যা হোক্ বৌ আমাদের। ওঃ, কি ছলনাই না ক'রে গেল তোমার সঙ্গে।

আয়ান। না—না, ছলনা নয় কুটিলা, ছলনা নয়।

কুটিলা। নাও, তবেই হয়েছে। (চিৎকার করিয়া) মা—ওমা, শুন্‌ছিস ?

অতি বৃদ্ধাবেশী জটিলার প্রবেশ।

জটিলা। কেন লা কুটিলা, সকালবেলায় ডাকাত পড়া চিৎকার সুরু করেছিস কেন ?

কুটিলা। আর কেন। সাধে কি চেঁচাই ? দাদাকে ভোর বেলায় ঘুম থেকে তুলে নিয়ে এত এত শেখালুম পড়ালুম, আর যেই বৌ এসে দুটো মিষ্টি কথা বললে, অমনি ভুলে গিয়ে বৌকে গোকালে যেতে অনুমতি দিলে।

জটিলা। কাজটা ভাল করছিস না আয়ান। বৌয়ের ভাবগতি ভাল নয়।

আয়ান। মন্দটা যে কি, তা তো হাতে নাতে না ধরলে কিছু বলতে পারছি না।

কুটিলা। হাতে-নাতে ধরতে চাও ? বেশ, তবে এখনি চল, দেখ্‌তে পাবে তমাল গাছের তলায় বৌ কালার সঙ্গে পীরিত করছে। আয় তো মা, তোকেও দেখাবো।

[আয়ান, জটিলা ও কুটিলার প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। কৈ, এখনও তো শ্রীমতী আমার গোকালে এলো না! তবে কি আজ আর আস্‌বে না ?

গীতকণ্ঠে গোকালের সামগ্রী লইয়া শ্রীরাধার প্রবেশ।

গীত।

শ্রীরাধা।—

গোকালে আসিল শ্রীমতী তোমার।
রাখ রাখ শ্যাম কুলমান তার॥
শাশুড়ী কহে সদা কলঙ্কিনী,
ননদীর গঞ্জনা সহি গুণমণি,
সকল কলঙ্কে করি অবহেলা
এসেছি চরণ পূজিতে তোমার॥
কুটিলা ননদী করে নানা ছলা,
রাখ রাখ দায়ে ও চিকণকালা,
ঘুচাও কলঙ্ক সেবিকা রাধার॥

এই গানের মধ্যে বসিয়া শ্রীরাধা কৃষ্ণ-পূজা করিতেছিলেন, পশ্চাতে দূর হইতে জটিলা, কুটিলা আসিয়া আয়ান ঘোষকে দেখাইয়া দিল, সহসা কৃষ্ণ কালীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, আয়ান ঘোষ এই দৃশ্য দর্শনে গাহিল)

গীত।

আয়ান।—

কৈ গো কুটিলে! সে কুটিল কালা,
এ যে মা কপালিনী।
কোথা বনমালা, হেরি মুণ্ডমালা,
এই তো পতিতপাবনী॥
শ্যাম-সোহাগিনী বলেছিলি প্যারী,
(দেখ) শ্যামায় পূজিছে আমার বহুরী,
হাতে কোথা বল শ্যামের বাঁশরী,
ঐ তো খড়্গধারিণী॥

জটিলা। তাইতো লো কুটিলে! এ যে শ্যামামায়ের পূজা কর্‌ছে বৌ; তবে যে তুই বল্‌লি—

কুটিলা। আমি কি বল্‌লুম? বলি, আমি কি বল্‌লুম? তুমিও তো শ্যামের বাঁশরী শুনেছ?

আয়ান। থাম্, থাম্ কুটিলে! তুই আমার বৌকে নষ্ট বলেছিস্, এখন দেখ্‌ছি যত নষ্টের গোড়া তুই। মা—মা, তোর বৌ যে কতবড় সতী, তার প্রমাণ পেলি তো, এইবার ঘরে চল্।

জটিলা। পেন্নাম কর্ আয়ান, মাকে পেন্নাম কর্। ওলো কুটিলে, নাককান মুলে মায়ের কাছে অপরাধ মেনে ঘরে চল্।

[জটিলা কুটিলা ও আয়ানের প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। এস—এস গো কৃষ্ণপ্রিয়া রাই! দেখ, তোমার সব কলঙ্ক মুছে গেছে। [শ্রীরাধাসহ প্রস্থান।

নিতাই। (উঠিলেন) শুনুন ভক্তবৃন্দ এইবার শুনুন বৃন্দাবনের কাহিনী। হাসি-কান্নার মধ্যে দিয়েই রাধাকৃষ্ণের মিলন-লীলা চল্‌ছিল, একদিন নেমে এলো বৃন্দাবনে কালবৈশাখীর প্রবল ঝড়, বৃন্দাবনলীলার অবসান ক'রে দিয়ে নিয়ে গেলেন ভক্ত অক্রুর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে মথুরায় কংশ নিধনার্থে। গোপিনীরা প্রিয়হারা হ'য়ে উন্মাদিনীর ন্যায় কালাতিপাত করতে লাগ্‌লেন। শ্যামপ্রিয়া শ্রীরাধা আধ জ্ঞান আধ অজ্ঞানতার মাঝে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছুটে গেলেন তমালতলায় শ্রীকৃষ্ণদর্শনে; কিন্তু সেখানে গিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রকে না দেখ্‌তে পেয়ে স্মরণ হ'লো যে, প্রিয় তাঁর বৃন্দাবন ছেড়ে চ'লে গেছেন। তাই অশ্রুসিক্ত চক্ষে বল্‌ছেন।

গীত।

এই যে মাধবী-তলে আমার লাগিয়া শ্যাম,
যাপিত একাকী কত নিশি।

আমি শুনিয়া ব্যাধের বাঁশী নয়ন-সলিলে ভাসি,
　　স্মরিতাম প্রিয় কালশশী ॥
(পারিতাম না, শ্যামসঙ্গ-মিলন আশা)
　　(মিটাইতে পারিতাম না)
শাশুড়ী ননদীর আশা, দেখায়ে শাসন কথা
　　শ্রীমতীর লুকাইত হাসি,
(লুকাইত গো, চিরতরে হাসি লুকাইত গো)
প্রিয়র পরশ নিয়া, মিলনের হাসি দিয়া
　　শ্যামসঙ্গ-সুখে রাধা বঞ্চিতা গো দিবানিশি ॥

(শ্রীরাধার খেদোক্তি শুনিতে শুনিতে ক্রন্দনরত
নিমাই বলিয়া উঠিলেন)

নিমাই। রাধে—রাধে! হা রাধে! (মূর্চ্ছিত হইলেন)

(গান থামিয়া গেল, বৈষ্ণবগণ ব্যস্ত হইযা উঠিলেন)

নিতাই। গৌরহরি! গৌরহরি!

হরিদাস। প্রভু মূর্চ্ছিত! গোঁসাই—গোঁসাই! জল—জল, গঙ্গাজল কোথায়?

নিতাই। না—না, গঙ্গাজলে গৌরহরির প্রাণ শীতল হবে না, হরিনাম করুন বৈষ্ণবগণ, হরিনাম করুন।

বৈষ্ণবগণ। হরিবোল! হরিবোল!

নিতাই। (নিমাইয়ের কর্ণে মুখ রাখিয়া বলিলেন) রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা রাধা।

নিমাই। (জ্ঞানপ্রাপ্তে উঠিয়া বসিলেন) কে! কে শোনালে মধুময় রাধাকৃষ্ণ নাম? কৈ—কৈ, আমার বিরহিণী রাধা কই?

(নেপথ্যে শ্রীবাস-গৃহিণীর ব্যস্তসহকারে ক্রন্দন)

অদ্বৈত। একি! এ যে শ্রীবাস-গৃহিণীর উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনধ্বনি! তবে কি (পুনরায় শ্রীবাস-গৃহিণীর ক্রন্দনধ্বনি) সত্যই তো! শ্রীবাসের পুত্র বোধ হয় মারা গেছে, তাই এই ক্রন্দন।

[শ্রীবাসের প্রস্থান।

হরিদাস। শ্রীবাস গোঁসাইও তো ব্যস্তভাবে চ'লে গেলেন! আচ্ছা, আমি দেখ্‌ছি!

[প্রস্থান।

নিমাই। হাসিকান্নায় জগতের গতি অগ্রগামী। একদিন আমার রাধা, শ্রীকৃষ্ণের মিলন সৌভাগ্যে ভাগ্যবতী হ'য়ে কতই না হেসেছিল, আর আজ দেখ্‌লাম রাধার বিরহ অশ্রুতে নদী ব'য়ে যাচ্ছে।

মৃত শিশুবক্ষে হরিদাসের পশ্চাতে
শ্রীবাসের প্রবেশ।

হরিদাস। (মৃত শিশুকে মৃত্তিকাপরি রক্ষা করিলেন) বৃন্দাবনের শ্রীরাধা কৃষ্ণবিরহে কেঁদে কেঁদে নদী বইয়ে দিয়েছিলেন, আর আজ গোঁসাই শ্রীবাসের অন্তঃপুরে সদ্যমৃত পুত্রের শোকে শ্রীবাস-গৃহিণীর অশ্রুজলের সাগর সৃষ্টি হ'লো ঠাকুর।

বৈষ্ণবগণ। (সাশ্চর্য্যে) শ্রীবাস গোঁসাই।

শ্রীবাস। না, না, আমি কাঁদিনি শ্রীপাদ, আমি কাঁদিনি! এই দেখুন বৈষ্ণবগণ, আমার চোখে একবিন্দু অশ্রু নেই!

নিতাই। আপনিই প্রকৃত বৈষ্ণব গোঁসাই।

অদ্বৈত। কেন আজ এ শাস্তি শ্রীবাস গোস্বামীর? বল—বল গোরহরি! কেন আজ এই করুণ দৃশ্যের অবতারণা?

শ্রীবাস গৃহিণী। (নেপথ্যে) বাপ, বাপ রে আমার—

[শ্রীবাসের প্রস্থান।

হরিদাস। ঐ—ঐ শ্রীবাস-গৃহিণীর আকুল ক্রন্দন।

নিমাই। কেন এই আকুল ক্রন্দন? ঐ শিশু কে? কি সম্বন্ধ ওর সংসারের সঙ্গে?

শ্রীবাসের পুনঃ প্রবেশ।

শ্রীবাস। আমি তোমারি শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে তা বুঝ্‌তে পেরেছি গৌরহরি! কিন্তু গৃহিণীর জন্য—

নিমাই। বেশ, তবে তাই হোক্। যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার রাধাকৃষ্ণ-পদে অচলা মতি হ'য়ে থাকে, তাহ'লে হে বৈষ্ণবগণ! যিনি শ্রীবাসের পুত্রকে মৃত্যু দান করেছেন, তিনিই পুনর্জ্জীবন দান করবেন। রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা রাধা!

(সহসা চারিদিক্ উদ্ভাসিত হইল, বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া বরাভয় মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, বৈষ্ণবগণ "হরিবোল হরিবোল" বলিতে বলিতে প্রণাম করিলেন, মৃত শিশুপুত্রকে স্পর্শ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন, শ্রীবাস-পুত্র সংজ্ঞালাভ করিল)

শ্রীবাসপুত্র। হরিবোল! হরিবোল!

নগররক্ষীর প্রবেশ।

নগররক্ষী। সাবধান! আবার তোমরা গভীর রাত্রে চিৎকার করছো?

নিতাই। কেন ভাই, তাতে তোমাদের কি অসুবিধা হ'চ্ছে?

নগররক্ষী। অসুবিধা শুধু আমাদের হ'চ্ছে না, তোমাদের আশেপাশে সব লোকেরাই তো আপত্তি করছে, তাদেরও অসুবিধা হ'চ্ছে।

নিতাই। হরিনাম শুনে যারা বিরক্ত হয়, তারা মহাপাপী পাষণ্ড।

নগররক্ষী। এতবড় স্পর্দ্ধা তোমার? চল, এখনি তোমাদের বেঁধে নিয়ে যাবো কাজী সাহেবের কাছে।

নিতাই। বাঁধা পড়্তে আমরাও তো চাই নগররক্ষি! আমরা যাবো —আমরা যাবো কাজী সাহেবের কাছে; কিন্তু তার পূর্ব্বে তুমি একবার হরি বল ভাই!

নগররক্ষী। সাবধান অর্ব্বাচীন! কাকে কি বল্‌ছিস?

নিতাই। বংশ উদ্ধার হবার পূর্ব্বে অঘাসুরকে উদ্ধার হ'তে বল্‌ছি! হরিবোল! রক্ষি, হরিবোল বল! (নগররক্ষীর হাত ধরিলেন)

নগররক্ষী। (নিতাইয়ের স্পর্শে যেন মুগ্ধ হইল) এ্যাঁ! কি বল্‌ছো? কি বল্‌ছো আমাকে?

নিতাই। হরিবোল! ভাই, হরিবোল বল! হরি হরি বল!

নগররক্ষী। হরি বলবো?

নিতাই। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বল—বল। একবার যখন বলেছ, তখন তোমার সব পাপ ধুয়ে মুছে গেছে, বল—বল ভাই, প্রাণভরে হরিবোল বল!

নগররক্ষী। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

নিতাই। বুকে এস ভাই. বুকে এস।

নগররক্ষী। ঠাকুর—ঠাকর. আমাকে ক্ষমা কর। (পদধারণ)

নিতাই। না—না, পায়ে নয়—পায়ে নয়, তুমি পরম বৈষ্ণব হ'য়ে গেছ, তোমার স্থান ক্ষ্যাপা নিতাইয়ের বুকে—(রক্ষীকে বক্ষে ধারণ)

বৈষ্ণবগণ। হরিবোল—হরিবোল!

নিমাই। (ভাবাবেগে) প্রেমময়ী রাধে! এ সব তোমারই ছলনা! রাধে—রাধে—

(উর্দ্ধবাহু হইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে নিত্যানন্দ ধরিলেন)

নিতাই। মরি—মরি! গৌরহরি রাধা-বিরহে ব্যাকুল! শ্রীমতীর

অঙ্গের জ্যোতিঃ কে ছড়িযে দিল রে আমার শ্যামের অঙ্গে ? কে রাধারূপের বন্যায় কৃষ্ণের রূপ ধুয়ে দিলে ?

গীত।

রাধারূপের বান এসে শ্যামে গড়ে গোরা,
তোরা দেখে যা রে।

বৈষ্ণবগণ।— তোরা দেখে যা রে ॥

নিতাই।— যে রূপেতে নিতাই পাগল,
পাগল হ'লো ব্রহ্মা হর।

বৈষ্ণবগণ।— তোরা দেখে যা রে ॥

নিতাই।— বৃন্দাবনে বাঁশীর নিস্বন
আর শোনে না গোপিনীগণ,
ওরে, যমুনায় আর বান ডাকে না
হ'যে কানুহারা।

বৈষ্ণবগণ।— তোরা দেখে যা রে ॥

নিতাই। শুধতে প্যারীর প্রেমের ঋণ,
হ'লেন হরি মানবাধীন,
(তাই) চোখের জলে বুক ভাসিয়ে
যায় রে প্রাণের গোরা।

সকলে। তোরা দেখে যা রে, তোরা দেখে যা রে ॥

[সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

জগাই মাধাইয়ের বাটীর প্রাঙ্গণ।

মদ্যপানরত জগাই ও মাধাই।

জগাই। (সুরে) তোরা দেখে যা রে, জগাই মাধাই পাঁঠার মাংস প্রেমানন্দে খায়, তোরা দেখে যা রে।

মাধাই। (মাংস খাইতে খাইতে) হাঃ হাঃ হাঃ। মাইরি বল্‌ছি জগা, তোর কীর্ত্তনখানা শুনে আমার গোপীভাব উথ্‌লে উঠছে, আমি এইবার নাচ্‌বো।

জগাই। এই কীর্ত্তনে তোর ভাব এসে গেল? ওরে মাধা, এর চেয়েও জমাটী গোছের একটা কেত্তোন বেধে রেখেছি, সেখানা শুন্‌লে তুই মূর্চ্ছা যাবি রে শালা।

মাধাই। এ্যাঁ! মাইরি নাকি? গা, মাইরি, গা কেত্তোনটা, আমি একবার প্রাণ খুলে নেচে নিই।

জগাই। এ্যাঁ। তাহ'লে শুন্‌বি?

মাধাই। শুন্‌বো ব'লেই তো তোর এত তোষামোদ করছি রে শালা। গা—গা মাইরি, তুই কেত্তোন গা, আর আমি একহাতে পাঁঠার মাংস আর একহাতে মদের কলসী নিয়ে নাচি।

জগাই। নাচবি তো, কিন্তু তাল দেবে কে?

মাধাই। তাল আবার কি রে শালা? নাচের সঙ্গে তাল পাবো কোথা? আর এমন অসময়ে তাল গাছে তাল পাবোই বা কোথা?

জগাই। দূর শালা তোর ঘটে কোন বুদ্ধি নেই! সে তাল নয় রে, সে তাল নয় গাধা!

মাধাই। কি বল্‌লি শালা, আমি গাধা!

জগাই। একশোবার গাধা। তুই শালা কেত্তোনের তাল কাকে বলে জানিস্ না, গাধা নয় তো কি?

মাধাই। এই জগা, খবরদার! গাধা বল্‌লে আর রক্ষে থাক্‌বে না!

জগাই। তুই শালা একেবারে বেরসিক। আরে, দাদা ভাইকে গাধা ব'লে আদর করে, তাও জানিস্‌নি মুখ্যু?

মাধাই। আচ্ছা! আচ্ছা! এ কথাটা তোর মেনে নিলুম, কিন্তু মুখ্যু বল্‌লি কেন?

জগাই। এটা জানিস্ নাঃরে শালা? প্রাণের ইয়ারকে মুখ্যু বলা যায়, শালা বলা যায়। ভাই হ'লেও তুই তো আমাব প্রাণের ইয়ার?

মাধাই। এ-কথা একশোবার। তোর মত প্রাণের ইয়ার আমার আর কে আছে বল্? ঢাল্, ঢাল এক পাত্তর, নেশার জমাটা কেটে আস্‌ছে।

জগাই। কেটে গেলেই হ'লো? সাম্‌নে তোর পূজনীয় দাদা জগাই চন্দর রয়েছে না মদের কলসী হাতে নিয়ে? নে—নে শালা, টেনে নে মোটা ক'রে। (উভয়েব মদ্যপান) এইবার শোন্ শালা, তাল মানে কি। (মদ্যপান করিতে লাগিল)

মাধাই। তুই শালা যে রাক্ষসের মত গিলতেই লাগ্‌লি, বল্ না তাল মানে কি?

জগাই। বল্‌ছি—বল্‌ছি, দাঁড়া না! গলাটা একদম শুকিয়ে গেছে। (পুনরায় মদ্যপান)

মাধাই। ওঃ, তুই শালা মদের জালা।

জগাই। এইবার শোন্, তাল মানে কি। বষ্টুমদের রাধে রাধে ব'লে চেল্লানো, কেত্তোনের সঙ্গে খোল কত্তাল বাজতে শুনেছিস্ তো?

মাধাই। হাঁ, তা তো শুনেছি। মাইরি বল্‌ছি জগা, খোলটা বাজে

এইরকম ক'রে! চাকুম্ চাকুম্ ভুস্ ভুস্—চাকুম্ চাকুম্ ভুস্ ভুস্! চাকুম্ চাকুম্ ভুস্!

জগাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এই তো কেত্তোনে তাল দেওয়া ঠিক শিখে রেখেছিস্! নে, এই মদের কলসীটা নে, আমি কেত্তোন গাই, আর তুই ব'সে ব'সে কলসী বাজিয়ে তাল দে।

মাধাই। আরে, আমি তাল দেবো কি? আমি যে নাচবো।

জগাই। পরে নাচিস্, পরে নাচিস্। আপাততঃ তাল দিয়ে কেত্তোন খানা জমিয়ে তোল্ না, তারপর জমে গেলে নাচিস্।

মাধাই। আচ্ছা, আচ্ছা, গা। (কলসী লইয়া বসিল)

জগাই। (বাম হাঁটু গাড়িয়া ও দক্ষিণপাদ খাড়া করিয়া বসিয়া সুরে) ওরে মন, মদের সঙ্গে পাঁঠার মাংস কি মধু না বরষণে।

মাধাই। চাকুম্—চাকুম্ ভুস্ ভুস্, চাকুম্—চাকুম ভুস্ ভুস্।

জগাই। (সুরে) ওরে প্রেমানন্দে আমি মদ-মাংস খেয়ে গড়াগড়ি যাবো ভেবেছি মনে।

মাধাই। চাকুম্—চাকুম্ ভুস্ ভুস্, চাকুম্—চাকুম ভুস্ ভুস্।

(নিতাই আসিয়া পশ্চাতে নাচিতেছিলেন।

জগাই। ওরে, গড়াগড়ি যাবো। প্রেমানন্দে গড়াগড়ি যাবো, মদ-মাংস খেয়ে নেশায় বুঁদ হ'য়ে গড়াগড়ি যাবো, গড়াগড়ি যাবো।

মাধাই। (নিতাইকে দেখিয়া) ওরে জগা! সেই শালা পাগলা নিতাই এসে কেমন নাচছে দেখ্।

জগাই। এই—এই শালা, তুই নাচছিস্ কেন?

নিতাই। তোদের কীর্ত্তনের সুরে মাতন আছে ব'লে।

মাধাই। মাতন আছে তা তোর বাবার কি রে শালা?

জগাই। এই—এই মাধা! ধর্ শালাকে, আজ জোর ক'রে মদ খাইয়ে দেবো।

নিতাই। জোর ক'রে খাওয়াবি কেন? ভালবেসে খাওয়াতে পারিস্ না?

মাধাই। ওরে জগা, শালা পাগলা ব'লে কি শোন্?

নিতাই। ঠিকই বল্‌ছি! ওরে, আমি যে তোদের সঙ্গে নাচবো ব'লে এসেছি।

জগাই। আমাদের সঙ্গে নাচতে হ'লে তোকে মদ খেতে হবে।

নিতাই। খাবো।

মাধাই। খাবি! মাইরি বল্‌ছিস, খাবি

নিতাই। দিব্বি কব্‌বার দরকার কি? দেখাচ্ছি।

মাধাই। জগা, দে—দে, শালাকে মদ দে। (কলসী দিল)

জগাই। এই নে, টেনে নে।

নিতাই। আমি তোদের কথায় মদ খাচ্ছি, তোরা আমার কথায় একটা কথা বল্।

জগাই। বেশ, তুই খা, আমাদের যা বল্‌তে বল্‌বি, বল্‌ছি।

নিতাই। তোরা একবার হরিবোল বল্ না, আমি মদ খাচ্ছি।

মাধাই। কি—কি বল্‌লি শালা?

নিতাই। তোরা একবার হরি বল্ ভাই!

জগাই। ওরে মেধো! এ শালা বষ্টুম সাজাতে এসেছে।

মাধাই। ধর্—ধর্ শালাকে, চিৎ ক'রে ফেলে মুখে মদ ঢেলে দেবো।

নিতাই। মার—কাট—খুন কর, আমি মুখ বুজে সহ্য কর্‌বো, তবু একবার হরি বল্। মাধাই, হরি বল্।

জগাই। করিস্ কি, করিস্ কি রে মেধো!

মাধাই। স'রে যা—স'রে যা জগা।

নিতাই। হরি বল—হরি বল মাধাই, হরি বল।

মাধাই। তবে রে শালা। (কলসীর কাণা মারিল)

(নিতাইয়ের কপাল ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, নিতাই বামহাতে কপাল ধরিয়া গাহিলেন)

গীত।

নিতাই।

হরি বল্ হরি বল্ ওরে মাধাই
প্রাণ খুলে হরি বল্।
মেরেছিস্ কলসী কাণা
তাতেও আমি নই চঞ্চল॥
মাধাই রে, তোদের আমি ভালবাসি,
তাইতো হরি বল্‌তে আসি,
ওরে, নাম-কিরণে ফুটে উঠুক
তোদের মনের শতদল॥
হরি বল্—হরি বল্—হরি বল্।

মাধাই। তবে রে শালা, আবার ?

জগাই। মেধো—মেধো, খবরদার! তুই মারতে পারবি না।

মাধাই। কি বল্‌ছিস জগা ?

জগাই। এখনো বুঝ্‌তে পারিস্‌নি, ইনি মানুষ নয়, স্বয়ং ভগবান্। প্রভু—প্রভু। ক্ষমা করুন প্রভু! আমার অবোধ ভাইকে ক্ষমা করুন। (পদধারণ)

নিতাই। না—না, তোদের কোন অপরাধ নেই, ওঠ্—ওঠ্ জগাই বুকে আয়, বুকে এসে একবার হরি বল্। (তুলিয়া বক্ষে লইলেন)

জগাই। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

নিমাই। (নেপথ্যে) দাদা—দাদা!

নিতাই। ঐ আমার গৌরহরি আস্‌ছে, এখনো বল্‌ছি মাধাই, যদি বাঁচ্‌তে চাস্‌ তো হরি বল্‌।

মাধাই। না—না, আমি বল্‌বো না, বল্‌তে পারবো না!

দ্রুত নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। দাদা—দাদা! কৈ দাদা? একি! এ সর্ব্বনাশ কে কর্‌লে?

নিতাই। গৌরহবি—গৌবহবি!

নিমাই। ওরে, তোবা আমার দাদাব মাথায় আঘাত ক'বে পবিত্র শোণিতের ধারায় ধরার মাটি সিক্ত কবেছিস্‌? কোথা সুদর্শন—সুদর্শন!

(নেপথ্যে ঘোর নিনাদ উত্থিত হইল)

নিতাই। রক্ষা করুন প্রভু—রক্ষা করুন পীড়িতা ধরণীকে, জগাই মাধাই আপনার আশ্রিত, ওদের ক্ষমা করুন।

জগাই। প্রভু—প্রভু! (পদতলে উপবেশন)

নিমাই। এ্যাঁ! (নিতাইয়েব স্পর্শে সংজ্ঞা ফিরিল) ক্ষমা?

নিতাই। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ক্ষমা করতে হবে গৌবহরি, জগাই মাধাইকে ক্ষমা করতে হবে। মাধাই—মাধাই! ওরে, একবাব হরি বল্‌, একবার হরি বল্‌। আমি মিনতি কর্‌ছি, একবার হবি বল্‌। (হস্ত ধারণ)

মাধাই। এ্যাঁ! আমি কোথায়? এ আমি কোথায়?

নিতাই। তুই আমার বুকের কাছে দাঁড়িয়ে। হরি বল্‌—হরি বল্‌ মাধাই, হরি বল্‌—হরি বল্‌।

মাধাই। হ—হ—হ—না—না, আমি বল্‌তে পার্‌ছি না।

নিতাই। পার্‌বি—পার্‌বি, ওরে, রত্নাকর ডাকাত মরা মরা ব'লে রামনাম বলেছিল। বল্—বল্, হরি বল্—হরি বল্, মন প্রাণ দিয়ে হরি বল্ মাধাই!

মাধাই। হরি—হরি, হরিবোল—হরিবোল।

(নিতাই সানন্দে জগাই মাধাইকে জড়াইয়া ধরিয়া বাহু তুলিয়া নাচিতে নাচিতে গাহিলেন)

গীত।

নিতাই।—

ওরে, নিতাই এনেছে নাম হরিবোল—হরিবোল।
ওরে জগাই মাধাই উদ্ধার হ'লো হরিবোল—হরিবোল।
ওরে, গৌর নাচে, নিতাই নাচে হরিবোল—হরিবোল।

[নাচিতে নাচিতে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গৌড়-রাজপ্রাসাদ।

হুসেন খাঁ ও ইব্রাহিমের প্রবেশ।

হুসেন। অত্যাচার—অত্যাচার, নিদারুণ অত্যাচার।

ইব্রাহিম। এ অত্যাচারের প্রতিবিধান না করলে সারা বাংলা অরাজকতায় ভ'রে উঠবে জনাব!

হুসেন। না—না, তা হ'তে দেবো না, আমি নিজে যাবো দস্যুদমনে।

ইব্রাহিম। আপনাকে কেন যেতে হবে জনাব? কোন সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে দু'শো ফৌজ পাঠিয়ে দিন দস্যুদমনে।

হুসেন। মাত্র দু'শো ফৌজ নিয়ে এ দস্যুদলকে দমন করা যাবে না ইব্রাহিম!

ইব্রাহিম। কি বলছেন জনাব?

হুসেন। যা নির্ভুল সত্য, তাই বলছি। শোন ইব্রাহিম! গৌড় সীমান্ত হ'তে নদীয়া পর্য্যন্ত যেভাবে বেপরোয়া দস্যুতা চালিয়ে যাচ্ছে তারা, তাতে মনে হয় সামান্য দস্যুদল ওরা নয়, নিশ্চয় কোন রাজনৈতিক-দল দস্যুতার দ্বারা অর্থ সংগ্রহ ক'রে ভবিষ্যতে বিদ্রোহঘোষণা করবার আয়োজন করছে।

ইব্রাহিম। আপনার অনুমান যদি সত্য হয় জনাব, তাহ'লে অচিরে গুপ্তচর নিয়োগ করা উচিত।

হুসেন। ভুল—ভুল, ইব্রাহিম! বেতনভোগী গুপ্তচরেরা এ দস্যু-দলের সন্ধান করতে পারবে না। এদের সন্ধান করতে হ'লে গুপ্তচর-বৃত্তি নিয়ে নিজেকে যেতে হবে। আচ্ছা, তুমি সৈন্য সাজাও ইব্রাহিম!

ইব্রাহিম। কত সৈন্য সাজাবো জনাব?

হুসেন। পাঁচ হাজার।

ইব্রাহিম। পাঁ—চ—হা—জা—র?

হুসেন। আশ্চর্য্য হ'চ্ছো ইব্রাহিম?

ইব্রাহিম। আশ্চর্য্য হবারই কথা জাঁহাপনা! কোন যুদ্ধবিগ্রহ নেই, অথচ পাঁচহাজার সৈন্য সাজাতে হুকুম করছেন।

হুসেন। কারণ আছে ইব্রাহিম—কারণ আছে।

ইব্রাহিম। কি কারণ, তা জানতে পারি কি জনাব?

হুসেন। নিশ্চয় পাবে, আপাততঃ তা প্রকাশ করবো না। যাও, সৈন্য সজ্জিত করগে।

মৃন্ময়ীর প্রবেশ।

মৃন্ময়ী। সৈন্য সজ্জিত কর সেনাপতি—সৈন্য সজ্জিত কর। আমি আজই সৈন্য নিয়ে নদীয়ার যাত্রা করবো।

হুসেন। কেন—কেন মা?

মৃন্ময়ী। প্রয়োজন আছে বাবা!

হুসেন। কি প্রয়োজন মা?

মৃন্ময়ী। ক্ষমা করবেন বাবা, সেকথা এখন বলবো না!

ইব্রাহিম। সৈন্য নিয়ে কেন আজ নদীয়ায় যেতে চাও, তার কৈফিয়ৎ জাঁহাপনার কাছে দেবে না?

মৃন্ময়ী। বাপের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে সৈন্য গ্রহণ করতে হবে, এ কল্পনা কোনদিন মনেও স্থান দিইনি সেনাপতি!

হুসেন। আজও দিতে হবে না মা! বল, কত সৈন্য চাও?

ইব্রাহিম। কৈফিয়ৎ না নিয়ে সৈন্য দেবেন জাঁহাপনা?

হুসেন। হ্যাঁ—দেবো, কারণ আমি যে স্নেহময় পিতা।

ইব্রাহিম। যদি আপনার স্নেহের অমর্য্যাদা করে?

হুসেন। তথাপি আমি পিতা।

ইব্রাহিম। যদি রাজদ্রোহ করে?

হুসেন। তথাপিও পিতৃস্নেহ অটুট থাক্‌বে।

ইব্রাহিম। যদি বাংলার সিংহাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা কর্‌বার চেষ্টা করে?

হুসেন। সানন্দে সিংহাসন ছেড়ে কন্যার হাতে বাংলার শাসন-দণ্ড তুলে দিয়ে চ'লে যাবো সেই পবিত্র তীর্থভূমি মক্কায়।

মৃন্ময়ী। এ উদারতার কাছে বাংলার হিন্দু-মুসলমান প্রজারা সকলেই মাথা নত কর্‌বে সেনাপতি! নবাব হুসেন খাঁ শুধু একা মৃন্ময়ীর স্নেহময় ধর্ম্মপিতা নয়।

হুসেন। তোমার প্রার্থনা এখনও পূর্ণ করিনি মা! বল, কত সৈন্য চাও?

মৃন্ময়ী। নদীয়ার কাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা কর্‌তে যত সৈন্যের প্রয়োজন, তদুপযুক্ত সৈন্য আমাকে দিন বাবা!

ইব্রাহিম। বিদ্রোহিণী—এ নারী বিদ্রোহিণী, জাঁহাপনা!

হুসেন। (ক্রুদ্ধস্বরে) ইব্রাহিম!

ইব্রাহিম। জাঁহাপনা!

হুসেন। আমার কন্যার বিরুদ্ধে পুনরায় এরূপ অসম্ভ্রমসূচক ভাষা উচ্চারণ কর্‌লে আমি তোমাকে জীবন্তে কবর দেবো।

ইব্রাহিম। নদীয়ার কাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অর্থ যে রাজদ্রোহ করা, একথা আপনি স্নেহপ্রাবল্যে ভুলে যাচ্ছেন জাঁহাপনা!

হুসেন। সাবধান ইব্রাহিম! হুসেন খাঁর পিতৃস্নেহকে অপবাদ দিও না।

ইব্রাহিম। শতবার অপবাদ দেবো; স্নেহদৌর্ব্বল্যে আপনি ইস্‌লামের শত্রু সাজ্‌তে যাচ্ছেন জাঁহাপনা!

হুসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! যেখানে ব্যথা, ঠিক সেখানেই আঘাত লেগেছে। সাম্প্রদায়িকতার মোহে যেমন হিন্দুরা নিজেদের সর্ব্বনাশ করেছে, তেমনি ইস্‌লামধর্ম্মীরাও নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরা ডেকে আন্‌বে।

ইব্রাহিম। জাঁহাপনা!

হুসেন। অতখানি সঙ্কীর্ণতা নিয়ে হুসেন খাঁ বাংলার মসনদে আরোহণ করেনি ইব্রাহিম! হুসেন খাঁর কাছে হিন্দু-মুসলিমের ভেদাভেদ নেই, উচ্চ নীচের পার্থক্য নেই, সাম্প্রদায়িকতার বালাই নেই; হুসেন খাঁ এই বাংলাকে গড়ে তুল্‌বে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ে এক বিরাট্‌ সাম্যের রাজত্ব।

মৃন্ময়ী। আপনার মহান্‌ উদ্দেশ্য সফল হবে বাবা, তারই সূচনা ক'রে দিতে চলেছে নদীয়ার বৈষ্ণবধর্ম্মিগণ।

হুসেন। সত্য? সত্য? এ কথা কি সত্য মা?

মৃন্ময়ী। হ্যাঁ বাবা! অহিংসধর্ম্মী বৈষ্ণবরা বাংলায় সাম্য নীতি প্রচারকল্পে দলবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু তাদের সে উদ্দেশ্যপথে পদে পদে বাধা সৃষ্টি কর্‌ছে কাজীসাহেবের কঠোর শাসন।

ইব্রাহিম। সেইজন্য বুঝি তুমি কাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করতে চাও?

হুসেন। (ক্রুদ্ধস্বরে) ইব্রাহিম! পিতা-পুত্রীর কথার মধ্যে তুমি কথা বল্‌বার কে?

ইব্রাহিম। আমি ইস্‌লামধর্ম্মের রক্ষক।

হুসেন। উদার ইস্‌লাম ধর্ম্মকে রক্ষা কর্‌তে তোমার মত স্বার্থপর কাপুরুষেরা পারে না, পার্‌বে এই হুসেন খাঁ।

ইব্রাহিম। বাংলার সিংহাসনে বস্‌বার পূর্ব্বে নবাব হুসেন খাঁর মধ্যে যে কর্ম্মদক্ষতা ছিল, আজ তা অপহৃত হয়েছে ; তাঁর দ্বারা ইস্‌লাম ধর্ম্মের ভিত্তি ধ্বংসে পড়্‌ছে।

হুসেন। ইসলামধর্ম্ম বালির বাঁধের উপর স্থাপিত নয় ইব্রাহিম, তার ভিত্তি পাথরে গাঁথা। তোমার মত কতকগুলো হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমান উদার ইস্‌লাম ধর্ম্মকে বিশ্বের চোখে নৃশংস ক'রে তুলেছে, তাই আমি সে কলঙ্ক হ'তে তাকে মুক্ত কর্‌তে চলেছি।

মৃন্ময়ী। যদি আপনার উদার ইস্‌লাম ধর্ম্মকে কলঙ্কমুক্ত কর্‌তে চান, তাহ'লে আর বিলম্ব করবেন না বাবা! আজ এখনি আমাকে সসৈন্যে নদীয়ায় যাবার আয়োজন ক'রে দিন।

হুসেন। ইব্রাহিম! পাঁচ হাজার পদাতিক ও দু'হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সজ্জিত কর।

ইব্রাহিম। আমাকে ক্ষমা করুন জাঁহাপনা, আমি অক্ষম।

হুসেন। (ক্রুদ্ধস্বরে) ইব্রাহিম!

ইব্রাহিম। আমি আজ এখনি কর্ম্মে অবসর চাইছি জনাব!

হুসেন। তুমি অবসর নিতে চাইলেও আমি দেবো না।

ইব্রাহিম। জোর ক'রে আমাকে দিয়ে হুকুম তামিল করাতে পারবেন না জনাব!

হুসেন। এই মুহূর্ত্তে আমার হুকুম তামিল না কর্‌লে আমি তোমাকে গুলী ক'রে মার্‌বো।

ইব্রাহিম। আমাকে বধ কর্‌লে সমস্ত সৈন্য আপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপে দাঁড়াবে জাঁহাপনা!

হুসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুমি মস্তবড় একটি মূর্খ। হুসেন খাঁ আল্‌গা মাটিতে পা দিয়ে পথ চলে না ইব্রাহিম, সৈন্যেরা পাছে তোমার বশীভূত

হ'য়ে পড়ে ব'লেই আমি নিজেব হাতে তাদেব বেতন বণ্টন কবি, তাদেব সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহাব কবি, তাদেব করুণা দেখাই।

ইব্রাহিম। তাহ'লে পূর্ব্ব হ'তেই আপনি আমাকে বিশ্বাস করতেন না?

হুসেন। বিশ্বাস? বেইমানকে বিশ্বাস? হাঃ হাঃ-হাঃ। তুমি মস্ত একটি বোকা। ভূতপূর্ব্ব বাংলাব বাজা স্নবুদ্ধি বাযেব সঙ্গে যাবা বেইমানি ক'বে আমাব সঙ্গে যোগ দিযেছিল, আমি তাদেব কাকেও বিশ্বাস কবি না ইব্রাহিম।

ইব্রাহিম। বিশ্বাস যখন কবেন না, তখন আব কেন বৃথা আমাকে ধ'বে বাখ্ছেন জাহাপনা?

হুসেন। তোমাকে বিদ্রোহ কববাব স্নযোগ দেবো না ব'লে। এখনো বল, কি কব্বে? অবনতমস্তকে আমাব আদেশ পালন কববে, না মৃত্যু ববণ কববে?

(ইব্রাহিম নতমস্তকে চিন্তা কবিতে লাগিল)

হুসেন। এখনও নতমস্তকে? হু, বুঝেছি। কৈ হ্যায—আমাব পিস্তল—

ইব্রাহিম। ক্ষান্ত হোন্ জাহাপনা। আমি আপনাব আদেশ পালন কববো।

হুসেন উত্তম। যাও, পাঁচ হাজাব পদাতিক এবং দু'হাজাব অশ্বাবোহী সৈন্য সজ্জিত কবগে।

ইব্রাহিম। (ম্রিযমাণভাবে) যো হুকুম। (প্রস্থানোদ্যত)

হুসেন। আব—শোন! দু'হাজাব অশ্বাবোহী সৈন্যেব পুবোভাগে আমাবই স্নশিক্ষিত অশ্বে আবোহণ ক'বে যাবে আমাব কন্যা মৃন্ময়ী, আব ওব পাশে পাশে দেহবক্ষী হ'য়ে যাবে তুমি।

ইব্রাহিম। (সাশ্চর্য্যে) জাঁহাপনা! আমি?

হুসেন। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি। বাংলার নবাব হুসেন খাঁর কন্যার উপযুক্ত দেহরক্ষী সম্মাননীয় সেনাপতি ছাড়া আর কে হ'তে পারে? যাও, হুকুম তামিল করগে।

[অভিবাদনান্তে ইব্রাহিমের প্রস্থান।

হুসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! শয়তান ভেবেছিল, ভয় দেখিয়ে হুসেন খাঁকে দমিয়ে দেবে।

মৃন্ময়ী। অতবড় একটা শয়তানকে আমার দেহরক্ষী ক'রে সৈন্যদের পুরোভাগে পাঠাচ্ছেন বাবা?

হুসেন। পাঠাচ্ছি, কারণ শয়তানকে পিছনে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয় মা!

মৃন্ময়ী। শয়তান যদি সৈন্যদের বশীভূত ক'রে পথে আক্রমণ করে?

হুসেন। তাহ'লে পথেই ওকে জীবন্ত কবর দেবো।

মৃন্ময়ী। তবে আপনিও কি—

হুসেন। সবার পিছনে সতর্ক প্রহরীর ন্যায় যাবো, ফকিরের বেশে ইব্রাহিমকে লক্ষ্য ক'রে।

মৃন্ময়ী। বাবা—বাবা! আপনার করুণা—

হুসেন। করুণা নয় মা—করুণা নয়, কন্যার প্রতি পিতার অসীম স্নেহ। আজ সাত হাজার সৈন্য নিয়ে হুসেন খাঁ চলেছে নদীয়া তথা বাংলাকে অত্যাচারমুক্ত ক'রে সাম্যনীতির প্রচার করতে।

মৃন্ময়ী। আপনার এ মহান্ উদ্দেশ্য সফল হবে বাবা!

হুসেন। তা যদি হয় মা, তাহ'লে বাংলার বুকে ফুটে উঠবে বেহেস্তের আলোক।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ—গভীর রাত্রি।

কথা বলিতে বলিতে সুবুদ্ধি রায় ও রণবীরের প্রবেশ।

সুবুদ্ধি। আলোক—আলোক, চাই বিধাতার দেওয়া উজ্জ্বল আলোক। দম বন্ধ হ'য়ে আসছে, আর অন্ধকার সইতে পারছি না রণবীর।

রণবীর। অন্ধকারেই বোধ হয় আমাদের জীবন কাটিয়ে দিতে হবে প্রভু। চারিদিকে নবাব হুসেন খাঁর গুপ্তচর আমাদের অনুসন্ধান করছে, নদীয়ার কাজী নগরের মধ্যে সতর্ক প্রহরীদের সংখ্যা বাড়িয়েছে। এখন এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রকাশ্য দিবালোকে বেরোবার সাহস হয় না।

সুবুদ্ধি। সাহস হ'তে পারে না। চোর ডাকাতরা চিরদিনই সূর্য্যদেবের হাসি দেখার সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিত হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় রণবীর! হিংসায় অন্ধ হ'য়ে আমি জীবনের আদর্শকে বলি দিয়েছি।

রণবীর। হিংসা কেন বলছেন প্রভু? দেশমাতার উদ্ধারের জন্যই তো আপনি ঘৃণ্যবৃত্তি গ্রহণ করেছেন।

সুবুদ্ধি। তা সত্য, কিন্তু তাতে লাভ হ'লো কি? প্রচুর অর্থ, স্তূপীকৃত অলঙ্কার লুণ্ঠন ক'রে এনে অন্ধকার ঘরে জমিয়ে রাখ্‌লাম, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হবার তো কোন পথ দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

রণবীর। এইবার লুণ্ঠন বন্ধ ক'রে সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টা করুন প্রভু।

সুবুদ্ধি। সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টা ক'রে আর কোন লাভ হবে না রণবীর। যে বাঙ্গালীর পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে আমি বিশ্বের কলঙ্ক-পশরা মাথায় তুলে নিলাম, সেই বাঙ্গালীরা আজ হাসিমুখে পাঠানের দাসত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছে।

রণবীর। নিরুপায় হ'য়ে বাঙ্গালীরা পাঠানের শাসন মেনে নিচ্ছে প্রভু!

সুবুদ্ধি। ভুল—ভুল রণবীর! তা যদি হ'তো, তাহ'লে তারা খেলাধুলা গল্প গীতবাদ্যে মত্ত থাক্‌তো না। বাঙ্গালীরা নিজের স্বাধীন সত্ত্বা আর উপলব্ধি কর্‌তে পারে না, তাই আজ জড় নিষ্ক্রিয় হ'য়ে ব'সে আছে।

রণবীর। আমরা চেষ্টা ক'রে ওদের জড়ত্ব ঘুচিয়ে দিতে পারি না প্রভু?

সুবুদ্ধি। হয়তো তা পার্‌তাম, কিন্তু সেপথে আমি নিজের হাতে কণ্টক রোপণ করেছি।

রণবীর। সেকি প্রভু!

সুবুদ্ধি। দস্যুবৃত্তি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ ক'রে সৈন্যগঠন করার পরিকল্পনা ক'রেই আমি মস্তবড় একটা ভুল করেছি রণবীর!

রণবীর। কেন প্রভু?

সুবুদ্ধি। এই ঘৃণ্য পন্থা গ্রহণ ক'রে আমি মনোবল হারিয়েছি। আজ সাহস ক'রে বাঙ্গালীদের দ্বারে গিয়ে প্রাণের ব্যথা জানাতে পার্‌ছি না; সদাই ভয়, পাছে ধরা প'ড়ে যাই।

রণবীর। আপনার মনে এ ভীতি কেমন ক'রে সঞ্চারিত হ'লো প্রভু? যে মহাবীর সুবুদ্ধি রায়ের বাহুবলে বৈদেশিক শত্রুরা থর্‌থর্ ক'রে কাঁপতো, সেই মহাবীর আজ—

সুবুদ্ধি। দস্যুবৃত্তি গ্রহণ ক'রে পশুর মত অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে থাকে, পাছে ধরা প'ড়ে যায়। ওঃ! এ যে কি যন্ত্রণাদায়ক জীবন-যাপন, তা মুখে বর্ণনা করা যায় না।

রণবীর। দস্যুবৃত্তি যখন আপনার পক্ষে এত যন্ত্রণাদায়ক, তখন আর কেন এ পাপপথে প'ড়ে থাকি প্রভু? চলুন, বাংলা ছেড়ে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বারাণসীবাসে চ'লে যাই।

সুবুদ্ধি। সর্ব্বতীর্থের শ্রেষ্ঠ তীর্থ আমার বাংলা মায়ের বুক; এই মায়ের স্নেহাঞ্চল ছেড়ে আমি স্বর্গে গিয়েও সুখী হ'তে পার্‌বো না রণবীর!

রণবীর। তাহ'লে গভীর অরণ্যে অন্ধকার গৃহে সারাজীবন অতিবাহিত করবেন চোরের মত মুখ লুকিয়ে?

সুবুদ্ধি। না, তাও থাক্‌তে পার্‌বো না।

রণবীর। তবে কি কর্‌বেন প্রভু?

সুবুদ্ধি। ঐটাই মস্তবড় প্রশ্ন। এখন কি কর্‌বো! বাংলা হারিয়েছি, কিন্তু দস্যুবৃত্তি ক'রে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেছি—যা দিয়ে রাজসম্মানে সপরিবারে রাজ-অট্টালিকায় বাস কর্‌তে পারি, কিন্তু প্রবৃত্তিতে তা কুলিয়ে উঠ্‌বে না।

রণবীর। বাংলা ছেড়ে যেতে যদি প্রাণ না চায়, চলুন প্রভু! আমরা ফুলিয়ার গভীর অরণ্যে মাটির নীচে কক্ষ নির্ম্মাণ ক'রে বাস করিগে। সেইখান থেকে অস্ত্র বারুদ গুলি প্রস্তুত ক'রে আবার সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টা কর্‌বো।

সুবুদ্ধি। কতদিনে সে চেষ্টা আমার ফলবতী হবে রণবীর? তাতে সারাজীবনেও সৈন্যসংগ্রহ হবে কিনা সন্দেহ।

রণবীর। তাহ'লে আপাততঃ আমরা—

সুবুদ্ধি। সমানে দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যাবো।

রণবীর। এখনো দস্যুবৃত্তি?

সুবুদ্ধি। যতদিন না পথ পাবো, ততদিন দস্যুতা চালিয়ে যাবো। যারা আমার অসীম স্নেহের অমর্য্যাদা ক'রে পাঠানের অনুগ্রহ নিয়ে নিজেদের ধন্য করেছে, তাদের ধন-সম্পদ্ অবাধে লুণ্ঠন ক'রে নেবো। যারা জন্মভূমি মাকে বিদেশীর হাতে তুলে দিয়েছে, তাদের অপরাধের শাস্তি—

নিমাইয়ের প্রবেশ ।

নিমাই । ক্ষমা ।

সুবুদ্ধি । কে—কে ? অন্ধকারে আলোর ঝর্ণার মত কে নেমে এলো রণবীর ? দেখ তো—দেখ তো, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না মূর্ত্ত হ'য়ে এসে দাঁড়ালো কি আমাদের সাম্‌নে ?

রণবীর । না প্রভু ! এ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি এক তরুণ ।

সুবুদ্ধি । কে—কে তুমি জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ? তুমি কি দেবতা ?

নিমাই । নগণ্য মানুষ ।

সুবুদ্ধি । মানুষ ! না—না, বিশ্বাস হয় না ।

নিমাই । অবিশ্বাস কর্‌বার কিছু নেই । আমি নগণ্য—অতি নগণ্য মানুষ, পূর্ণ মানবত্ব নেই আমাতে । এখনও অসার সংসারে মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে আছি ।

সুবুদ্ধি । এ্যা ! তবে কি সংসার অসার ?

নিমাই । সব অসার । পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পত্নী, পুত্র, সব অসার ।

সুবুদ্ধি । সব যদি অসার, তবে সার বস্তু কি ?

নিমাই । সার বস্তু একমাত্র সেই পরমব্রহ্ম ভগবান্ ।

সুবুদ্ধি । তাহ'লে এতদিন যে আমি জন্মভূমির উদ্ধার-মানসে দস্যুবৃত্তি করেছি—

নিমাই । অসার মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে মরীচিকার পিছু পিছু ছুটেছ ভাই !

রণবীর । জননী জন্মভূমিই কি সর্ব্বদেবতার সার নয় ?

নিমাই । কে জন্মভূমি ? কোথায় জন্মভূমি ? তার অস্তিত্ব কোথায় ? সার। পৃথিবীটাই কি জন্মভূমি নয় ?

সুবুদ্ধি। সত্য কথা রণবীর। সারা পৃথিবীটাই তো আমাদের জন্মভূমি। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা যা বিভেদ, সেটা গড়েছে তোমার আমার মত মানুষে।

নিমাই। মানুষের অস্তিত্ব কোথায়? মানুষ আমি, মানুষ তুমি, মানুষ সকলেই, কিন্তু সেটা তো আকারে। প্রকৃত মানুষ কে বা কোথায়?

সুবুদ্ধি। প্রকৃত মানুষ নেই?

নিমাই। হয়তো আছে, অথবা নেই, কিন্তু তাতে সৃষ্টির কি যায় আসে? মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই জন্ম নেয় শিশু, কিন্তু মা মহামায়ার মায়ায় সে কোথায় মিশে যায়—তলিয়ে যায়, অপরিচিত হ'য়ে থাকে পরমব্রহ্মের কাছে। পরিচিত করিয়ে দেয় একমাত্র গুরু, সেই গুরু আমার প্রেমময়ী শ্রীরাধা।

সুবুদ্ধি। গুরু প্রেমময়ী শ্রীরাধা?

নিমাই। শ্রীরাধা—শ্রীরাধা, প্রেমময়ী শ্রীরাধা। অন্তর আমার প্রেম শূন্য, তাই প্রেমময়ীর করুণা হ'তে এখনও বঞ্চিত হ'য়ে আছি। ক'বে অন্তর আমার ভ'রে উঠ্‌বে প্রেমরসে? কবে মন হ'য়ে উঠ্‌বে তমঃ শূন্য? কবে সারা বিশ্বকে দেখ্‌বো একই সূত্রে গাঁথা? কবে—কতদিনে?

[আকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

সুবুদ্ধি। রণবীর—রণবীর। চ'লে যায়—চ'লে যায়, আলোর ঝর্ণা চ'লে যায়। আবার গভীর আঁধার রাক্ষসের মত করাল বদন বিস্তার ক'রে আমাদের গ্রাস করতে আসছে।

রণবীর। প্রভু—প্রভু!

সুবুদ্ধি। (চিৎকার করিয়া) পেয়েছি রণবীর, পথ পেয়েছি—পথ পেয়েছি, অন্ধকার হ'তে আলোকে যাওয়ার পথ পেয়েছি।

বণবীব। কোন্ পথ প্রভু ?

সুবুদ্ধি। পশু থেকে মানুষ হওয়াব পথ ; সে পথে যেতে হ'লে আগে শাস্তিব পেষণে নিজেকে ভেঙ্গে চূবে নিতে হবে—মনেব সমস্ত অহঙ্কাবকে দূবে ফেল্‌তে হবে—নিজেকে ধূলোব সঙ্গে মিশিযে দিতে হবে।

বণবীব। প্রভু !

সুবুদ্ধি। যাও বণবীব ! সমস্ত অনুচবদেব নিয়ে সুলিযাব জঙ্গলে গিযে তোমবা স্বাভাবিক জীবনযাপন কবগে, আমি ধবা দেবো।

বণবীব। (সাশ্চর্য্যে) ধবা দেবেন ?

সুবুদ্ধি। হাঁ, ধবা দেবো। আমাব স্ত্রী পুত্রদেব ভাব তোমা। উপব ন্যস্ত কবলাম বীব, তাদেব প্রতিপালন ক'বো, আব দস্যুতাব সঞ্চিত ধনবত্ন নিজেদেব ভবণপোষণেব জন্য বেখে অবশিষ্ট দীন দবিদ্রেব মধ্যে বিলিযে দিও।

বণবীব। (কাদিযা ফেলিলেন) প্রভু—প্রভু।

সুবুদ্ধি। কেঁদো না ভাই, কেঁদো না। সম্পদে-বিপদে ছাযাব মত আমাব পিছু পিছু ঘুবেছ, বাজ্যেব অধিকাংশ কর্ম্মচাবী বিশ্বাসঘাতকতা কবেছে, কিন্তু তোমবা আমাকে বুক দিযে বক্ষা কবেছ, সে উপকারেব কোন প্রত্যুপকাব দিতে পাবলাম না।

বণবীব। প্রেত্যুপকাবেব আশায় আমবা আপনাব সঙ্গে ঘুবিনি প্রভু ! বংশপবম্পবায আমবা বাংলাব বাজাব নুন খেযেছি—

সুবুদ্ধি। তাই তাব প্রতিশোধ দিলে। বহুদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলে, তোমাদেব ছেড়ে যেতে বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু আলোকেব সন্ধানে যেতে হবে আমাকে কাবাগাবেব নির্জ্জনতায়, সেই হবে আমার আবাধনাব স্থান। এস ভাই ! যাবাব সময় আমায় শেষ আলিঙ্গন দাও। (আলিঙ্গন) এইবাব হাসিমুখে বিদায় দাও ভাই !

রণবীর। প্রভু—প্রভু! (কাঁদিতে লাগিলেন)

সুবুদ্ধি। ছিঃ, রণবীর! বীর তুমি, নারীসুলভ ক্রন্দন তোমার শোভা পায় না। যাও, অনুচরদের নিয়ে এখনি নগর ত্যাগ কর। এখনও নতমস্তকে নীরবে অশ্রুপাত করছো? এতদিন নতমস্তকে আমার আদেশ পালন করেছ আজ অবাধ্য হবে?

রণবীর। না—না প্রভু! জীবনে আপনার অবাধ্য হইনি, আজও হবো না। (প্রণাম করিয়া) তবে বিদায় প্রভু! যাবার সময় দীন ভৃত্য দু'ফোঁটা অশ্রু আপনার চরণে উৎসর্গ করছে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ। (অশ্রু নিবেদন করতঃ) বিদায় প্রভু!

[প্রস্থান।

সুবুদ্ধি। মস্তবড একটা মায়ার বাধন ছিল, পত্নী-পুত্রের চেয়েও কঠিন বাঁধন। যাক্, এইবার আমি মুক্ত। কে আছ রাজকর্ম্মচারি, কে আছ রক্ষি প্রহরি! ছুটে এস—ছুটে এস, দুরন্ত দস্যুকে বন্দী কর।

কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে ঢাকা মশালহস্তে হুসেন খাঁর প্রবেশ।

হুসেন। কৈ? কোথা দস্যু—কোথা দস্যু?

সুবুদ্ধি। দস্যু তোমার সম্মুখে।

হুসেন। কে—কে? (মশালের আলোয় দেখিয়া) একি! সুবুদ্ধি রায়?

সুবুদ্ধি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, দস্যু সুবুদ্ধি রায়। আমাকে বন্দী কর হুসেন!

হুসেন। সাবধান! বল—জাঁহাপনা।

সুবুদ্ধি। মাথাটা কেটে নাও হুসেন! যে একদিন আমার পায়ের নীচে ব'সে করুণা প্রার্থনা করেছে, তাকে কখনও জাঁহাপনা বল্‌তে পারবো না।

হুসেন। চাবুকের ঘায়ে বলাবো।

সুবুদ্ধি। চেষ্টা ক'রে দেখ। যাক্, এখন আমাকে বন্দী ক'রে গৌড়ে নিয়ে চল। যে দস্যুকে দমন করতে বিরাট্ সৈন্যবাহিনী নিয়ে নদীয়ার পথে এসেছ, সেই দস্যু স্বেচ্ছায় তোমার বন্দিত্ব স্বীকার করছে।

হুসেন। স্বীকার না ক'রে আর উপায় নেই, তাই স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছ ; কারণ—হুসেন খাঁর বীরত্ব তুমি জান।

সুবুদ্ধি। খুব জানি। যাক্, বেশী কথা বাড়িও না। বন্দী কর।

হুসেন। মুক্তিও দিতে পারি, যদি আমার পায়ে ধ'রে মার্জ্জনা চেয়ে নিয়ে গোলামী স্বীকার কর।

সুবুদ্ধি। পাদুকা পায়েই থাকে, সে কখনও মাথায় উঠ্‌তে পারে না হুসেন খাঁ!

হুসেন! হুঁসিয়ার বেত্‌মিজ্! (পিস্তল উঠাইল)

সুবুদ্ধি। ও ভয়টাকে আমি জয় করতেই ধরা দিচ্ছি হুসেন! ইচ্ছা হয়, মাথাটা উড়িয়ে দাও।

হুসেন। না—না, এত শীঘ্র তোমাকে মৃত্যু দেবো না। গৌড়ে নিয়ে গিয়ে চাবুকের ঘায়ে আমার পদসেবা করাবো, তারপর ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দেবো। (বন্দী করিল) চল্ বেত্‌মিজ্!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বধ্যভূমি।

বন্দী মাধবকে লইয়া ঘাতকের প্রবেশ্।

(মাধবের মস্তকে একটি লম্বা টোপর ছিল, তাহাতে লেখা ছিল্—
"প্রতারণার দায়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত"্)

মাধব। আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার হাতে ধর্‌ছি ঘাতক, আমাকে ছেড়ে দাও।

ঘাতক। আঃ! কেন বিরক্ত করছো?

মাধব। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও ঘাতক, আমাকে ছেড়ে দাও।

ঘাতক। না—না, হবে না। চুপ ক'রে দাঁড়াও।

মাধব। ওঃ! ভগবান্! একি কর্‌লে? আজ বুঝ্‌তে পেরেছি, সাধ্বী স্ত্রীর অভিশাপেই আমাকে অকালে ঘাতকের খড়্গের নীচে মাথা পেতে দিতে হ'চ্ছে।

ঘাতক। এইবার মাথা নীচু কর বন্দি! (মাধবকে যূপকাষ্ঠের সাম্‌নে দাঁড় করাইয়া ঘাড়টি অর্দ্ধনত করাইয়া বলি দিতে উদ্যত্)

দ্রুত নিতাইয়ের প্রবেশ্।

নিতাই। (খড়্গ ধরিয়া্) ছিঃ-ছিঃ! কি কর্‌ছো ভাই? জান না, জীবহত্যা মহাপাপ?

ঘাতক। একি! কে তুমি? কেন খাঁড়া ধর্‌লে?

নিতাই। নরহত্যা মহাপাপ হ'তে তোমাকে রক্ষা কর্‌তে।

ঘাতক। পাপ? কিসের পাপ?

নিতাই। এই যে ব্রাহ্মণকে বলি দিচ্ছ, এতে তোমার পাপ হবে না?

ঘাতক। আমার কেন পাপ হবে? আমি বেতনের চাকর, প্রভুর আদেশে বলি দিচ্ছি।

নিতাই। প্রভু যদি অন্যায় করেন, তাও পালন করতে হবে বিনা বিচারে?

ঘাতক। উপায় কি?

নিতাই। উপায় যথেষ্ট আছে। দাসত্ব ছেড়ে দাও।

ঘাতক। ছেড়ে দিলে খাবো কি?

নিতাই। যিনি তোমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তিনিই আহার যুগিয়ে দেবেন। তাঁর উপর ভরসা রাখ।

ঘাতক। ওহে, অমন বড় বড় উপদেশ সকলেই দেয়। স'রে দাঁড়াও, আমাকে প্রভুর আদেশ পালন করতে দাও।

নিতাই। না—না, তা দেবো না; আমার সামনে তোমাকে নরহত্যা-মহাপাপে লিপ্ত হ'তে দেবো না।

ঘাতক। পাপ তো আমার হবে না; যে হুকুম দিয়েছে, সেই কাজী সাহেবের হবে।

নিতাই। ভুল—ভুল ঘাতক! এই ভুলের পথে দ্বিজপুত্র রত্নাকরও চলেছিলেন; কিন্তু যেদিন শুনলেন, যে পিতা, মাতা, পত্নী ও আত্মীয়-স্বজনদের ভরণপোষণের জন্য নরহত্যা ক'রে অর্থ সংগ্রহ করছেন তাঁরা তাঁর পাপের ভাগী নন্, সেইদিন থেকেই তাঁর জ্ঞানচক্ষু ফুটলো। পরিণামে তিনিই হ'লেন রামায়ণ-প্রণেতা মহাকবি মহর্ষি বাল্মীকি।

ঘাতক। আমরা ছোটলোক, আমাদের ঋষি-সন্ন্যাসী হবার কোন আশাই নেই। তুমি স'রে দাঁড়াও, আমাকে প্রভুর আদেশ পালন করতে দাও।

নিতাই। না—না, তা তুমি পাববে না।

ঘাতক। এখনো বল্‌ছি স'বে যাও; নইলে তোমাকেও বলি দেবো।

নিতাই। তাই দাও ঘাতক! আমাকে বলি দেওয়াব পব তোমার প্রভুব আদেশ পালন কবতে পাববে; তাব পূর্ব্বে নয়।

ঘাতক। তবে তাই হোক্। আগে তোমাকেই বলি দিই। (খড়্গ উত্তোলন)

দ্রুত মৃন্ময়ীর প্রবেশ।

মৃন্ময়ী। খড়্গ নামাও ঘাতক!

মাধব। একি! মৃন্ময়ি—মৃন্ময়ি!—

ঘাতক। কে তুমি নারি?

মৃন্ময়ী। আমি যেই হই, এই অঙ্গুরীয় দেখিযে তোমাকে নিষেধ করছি, বল আমার আদেশ পালিত হবে কি না?

ঘাতক। নিশ্চয়ই হবে। ঐ অঙ্গুরীয়কে নবাবের মর্য্যাদা দিই। (অভিবাদন কবিল)

মৃন্ময়ী। উত্তম। তবে এই বন্দীকে মুক্তি দাও।

ঘাতক। বন্দীব মুক্তির প্রার্থনা কবতে হ'লে কাজী সাহেবেব কাছে যেতে হবে।

নিতাই। তুমি আমার সঙ্গে চল ঘাতক! আমি কাজীর কাছ থেকে ব্রাহ্মণেব মুক্তি ভিক্ষা ক'বে আন্‌ছি।

ঘাতক। না—না, তুমি গেলে হবে না।

নিতাই। হয়তো আমি গেলেই হবে। বন্দীর মুক্তি তো হবেই, উল্টে তোমার কাজী সাহেবকেই বন্দী ক'রে আন্‌বো।

মাধব। (নিতাইয়েব পদধারণপূর্ব্বক) আমাকে ক্ষমা করুন শ্রীপাদ।

আমি মহাপাপী, তাই আপনাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেছিলাম বোধ হয় নরকেও আমার স্থান হবে না।

নিতাই। ওকি করছো ব্রাহ্মণ। ওকি করছো? পায়ে প'ড়ে ক্ষ্যাপা নিতাইয়ের নরকে যাবার পথটা প্রশস্ত ক'রে দিচ্ছ? (তুলিয়া) তুমি আমার কাছে কোন অপরাধ করনি ভাই। অপরাধ করেছ যাঁর কাছে, তাঁর কাছেই ক্ষমা চেয়ে নাও। (মৃন্ময়ীর হাতে সঁপিয়া দিয়া প্রস্থানোদ্যত)

মাধব। শ্রীপাদ—শ্রীপাদ।

নিতাই। হরিনাম কর মাধব, হরিনাম কর, হরিনামেই সব পাপ ধুয়ে মুছে যাবে। এস ঘাতক।

[ঘাতককে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

মাধব। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

মৃন্ময়ী। স্বামি—স্বামি। আমাকে ক্ষমা কর। (পদধারণ)

মাধব। ওকি করছো সতি, ওকি করছো? মহাপাপী স্বামীর পায়ে ধ'রে তার অপরাধের মাত্রাটা বাড়িয়ে দিচ্ছ। (হাত ধরিয়া তুলিল) আমার অপরাধের সীমা নেই, তাই সাহস ক'রে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে পারছি না। যদি তুমি নিজগুণে ক্ষমা না কর, তাহ'লে—

মৃন্ময়ী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ওকি কথা স্বামি? তোমার কোন অপরাধ নেই, সবই আমার কর্ম্মফল। আজ আমার মত ভাগ্যবতী কে?

হুসেন খাঁর প্রবেশ।

হুসেন। সত্য কথা মা! তোমার মত ভাগ্যবতী জগতে বিরল।

মৃন্ময়ী। একি! বাবা?

মাধব। জাঁহাপনা! (অভিবাদন করিল)

হুসেন। আমার মায়ের কাছে ক্ষমা পেয়েছ ব্রাহ্মণ?

মাধব। বাংলার মেয়েরা বুকভরা ক্ষমা আর স্নেহ নিয়েই ব'সে থাকে জাঁহাপনা। তারা স্বামি পুত্রের নির্য্যাতন মুখ বুজে সহ্য করে, তবু অভিশাপ দেয় না।

হুসেন। সে ধারণা এতদিন ছিল না ব্রাহ্মণ, আজ আমার মাকে দেখে তা বুঝ্‌তে পারলাম। তোমার হিন্দু শাস্ত্রকারেরা বলেন, স্বর্গে দেবীরা থাকেন, কিন্তু আমার ধারণা, স্বর্গ ব'লে কোন স্থান নেই। স্বর্গ এই সুজলা সুফলা বাংলা মায়ের বুক, আর বাংলার মা-বোনেরাই স্বর্গের দেবী।

মৃন্ময়ী। বাবা! (মাথা নত করিল)

হুসেন। মা। ওকি! মাথা নীচু করলে কেন?

মৃন্ময়ী। (তদবস্থায়) আমার স্বামীর পদতলে আবার আশ্রয় পেয়েছি—

হুসেন। তাই গৌড়ের রাজপ্রাসাদে ফিরে যেতে চাও, না?

মৃন্ময়ী। স্বামীর পদাশ্রয়ই সতী নারীর তীর্থক্ষেত্র।

হুসেন। চমৎকার।

মৃন্ময়ী। আমায় স্বামিগৃহে যাবার অনুমতি দিন্ বাবা!

হুসেন। অনুমতি না দিলে যে আমাকে দোজাকের পথে নেমে যেতে হবে মা! কিন্তু –

মৃন্ময়ী। কিন্তু কি বাবা?

হুসেন। এত শীঘ্র এই অভাগা ছেলেটার কথা ভুলে যাবি মা?

মৃন্ময়ী। বাবা!

হুসেন। কোন্ শুভমুহূর্ত্তে তোকে পেয়েছিলাম বিশ্বপিতার আশীর্ব্বাদের মত; আজ—আজ তোকে হারাতে হ'চ্ছে জানি না কি পাপে।

মৃন্ময়ী। একি বাবা! আপনার চোখে জল?

হুসেন। হারানোর কি যে ব্যথা, তা তো তোর অজানা নেই মা! (কাঁদিয়া ফেলিলেন)

মৃন্ময়ী। আমাকে ক্ষমা করুন বাবা! স্বার্থপর আমি, তাই আপনার কাছে বিদায় চেয়ে মনে আঘাত দিয়েছি। যাও স্বামি! ঘরে ফিরে যাও, তোমার স্মৃতি বুকে নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে দেবো, তবু বাবার স্নেহের অমর্য্যাদা করতে পারবো না।

হুসেন। না—না, এ আমি কি করছি স্বার্থপরের মত! তা কি হয় পাগলি! এতদিন পরে তোমার স্বামী তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান, আর আজ যাবে না?

মৃন্ময়ী। কেমন ক'রে যাবো বাবা! একদিন যখন আমার স্বামী আমাকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেদিন কন্যাস্নেহে যে তুমিই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে—

হুসেন। সে তো পিতার কর্ত্তব্য করেছি মা! স্বামীর আশ্রয় সতী নারীর তীর্থক্ষেত্র, সে কথা তো তুমিই বলেছ; সুতরাং সেই তীর্থ ছেড়ে অসার পিতৃস্নেহের আকর্ষণে তুমি পাপের পথে পা দেবে মা?

মৃন্ময়ী। বাবা!

হুসেন। যাও মা, যাও তোমার স্বামীর হাত ধ'রে পবিত্র সংসার-তীর্থে, আমি হাসিমুখে অনুমতি দিচ্ছি।

মাধব। না—না জনাব! আপনার স্নেহের অমর্য্যাদা ক'রে আমি আমার সহধর্ম্মিণীকে নিয়ে যেতে চাই না।

হুসেন। কি বললে! সহধর্ম্মিণী?

মাধব। হ্যাঁ জনাব! আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে।

হুসেন। সহধর্ম্মিণী যখন, তখন অসত্যকে আশ্রয় দেবে কেন? ধর—ধর ব্রাহ্মণ, তোমার ধর্ম্মকর্ম্মের সঙ্গিনী আমার স্নেহের কন্যাকে। (হাতে

হাত মিলাইয়া দিলেন) জগতের কোন ছলনায় প'ড়ে যেন আবার আমার মাকে অনাদর ক'রো না।

(মাধব ও মৃন্ময়ী নতজানু হইয়া সেলাম করিল)

হুসেন। খোদার চরণে প্রার্থনা করি, তিনি তোমাদের দাম্পত্য-জীবন মধুময় ক'রে গ'ড়ে তুলুন।

মৃন্ময়ী। বাবা—বাবা! (কাঁদিয়া ফেলিল)

হুসেন। কেঁদো না—কেঁদো না, স্বামিগৃহে যাবার পথ অশ্রুজলে পিচ্ছিল ক'রো না। স্বামীর হাত ধ'রে এগিয়ে যাও তোমার তীর্থের পথে; তবে আমি যতদূরেই থাকি না কেন মা, আমার স্নেহভাণ্ডার তোমার জন্য উন্মুক্ত থাক্‌বে। যখনই কোন বিপদে পড়্‌বে, তখন আমাকে সংবাদ দিও, জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে আমি সাধারণের কাছে নিষ্ঠুর হ'য়ে ফুটে উঠ্‌লেও তোমার কাছে চিরদিন থাক্‌বো স্নেহময় পিতা—পিতা—পিতা—

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাজীর বহির্ব্বাটী।

উত্তেজিতভাবে কাজীর প্রবেশ।

কাজী। না—না, এ হ'তে পারে না—এ হ'তে পারে না। এত স্বেচ্ছাচার কখনই আমি সইবো না। আমারই এলাকা থেকে বৈষ্ণবরা ভোজবাজী দেখিয়ে একে একে আমার সব কর্ম্মচারীদের অকর্ম্মণ্য গ'ড়ে তুলেও শান্তি পায়নি, আজ আবার আমার দেওয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত

অপরাধীকে মুক্তি দিয়েছে? আমি এখনি নিজে গিয়ে বৈষ্ণবদের বেঁধে আন্‌বো।

নিতাইয়ের প্রবেশ।

নিতাই। বৈষ্ণবদের কোন অপরাধ নেই কাজি, সব অপরাধ আমার।

কাজী। এই যে দলের সর্দ্দার। কাজী সাহেবের কাছে রেহাই পাবি না কম্‌বক্ত্‌!

নিতাই। রেহাই পাবো কি ক'রে; তোমাদের মত মহাপাপীদের রেহাই ক'রে না দিলে কি আর আমার রেহাই আছে কাজি!

কাজী। কি বল্‌লি বেত্‌মিজ্‌।

নিতাই। আহা-হা! এত গালিগালাজ করছো কেন? আমি তোমার উপকারই করেছি।

কাজী। উপকার করেছিস্‌ পাজি শয়তান! আমার দেওয়া দণ্ডিত অপরাধীকে—

নিতাই। থাম—থাম কাজি! বৃথা অত রাগ করছো কেন?

কাজী। বৃথা? পাজি বদ্‌মায়েস। তুই সাধারণ প্রজাদের সাম্‌নে আমাকে বেইজ্জৎ করেছিস্‌।

নিতাই। আরে পাগল, বেইজ্জৎ না হ'লে কি ইজ্জৎ বাড়ে? অন্ধকারকে চিন্‌তে না পারলে আলোর সন্ধান করবে কেন?

কাজী। ওসব পাগলামীতে অন্যে ভুলেছে ব'লে আমি ভুল্‌বো না কম্‌বক্ত্‌!

নিতাই। আরে, ছি-ছি-ছি! তুমি একজন হোমড়া-চোমড়া তাঁহাবড়্‌ লোক, নবদ্বীপের কাজী, বুদ্ধিতে বৃহস্পতিকেও হারিয়ে দাও, তোমাকে আমার মত একটা নগণ্য লোক ভোলাতে পারে?

কাজী। শাস্তি নেবার জন্য প্রস্তুত হও পাজি!

নিতাই। প্রস্তুত হ'য়েই তো এসেছি কাজি! তবে প্রশ্ন হ'চ্ছে যে, শাস্তিটা দেবে কি রকম?

কাজী। তোকে কোতল করবো কম্‌বক্ত্!

নিতাই। বাঃ—বাঃ! চমৎকার দণ্ড! তাহ'লে কাজি সাহেব! কোতল করবার আগে একবার আমাকে হরিনাম শোনাও, মৃত্যুকালে তোমার মুখে একবার হরিনাম শুনে যাই।

কাজী। কি বল্‌লি—কি বল্‌লি কাফের?

নিতাই। কেন, হরিনাম করতে বল্‌ছি।

কাজী। হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার বেত্‌মিজ্!

নিতাই। হুঁসিয়ার হ'য়েই তো তোমার বাড়ী পা দিয়েছি কাজি! তুমি গৌরহরি বল্‌তে বল্‌তে আমাকে বধ কর।

কাজী। তবে রে কাফের! আমি বল্‌বো গৌরহরি?

নিমাই-সহ অদ্বৈত, হরিদাস, মুকুন্দ ও শ্রীবাসের প্রবেশ।

নিমাই। তোমার ডাকে আমি এসেছি কাজি!

নিতাই। দেখ—দেখ কাজি! তুমি অসাবধানতায় বিরক্ত হ'য়ে নাম উচ্চারণ করেছ, তাতেও দয়াল ঠাকুর সাড়া দিয়েছেন, তোমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছেন।

কাজী। তোদের বুজরুকি ভেঙ্গে দিচ্ছি। ওহে নিমাই! তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী গ্রাম-সম্পর্কে আমার চাচা হ'তো, তাই সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছি।

নিতাই। এতই যখন সয়েছ, তখন আর একটু স'য়ে আমাদের সঙ্গে গৌরহরির নাম নিয়ে কীর্ত্তনে যোগ দাও না কাজি!

কাজী। কি বল্‌লি বেল্লিক! তোদেব সঙ্গে কীর্ত্তনে যোগ দেবো? তোদেব কীর্ত্তন ভেঙ্গে দিতেঙ—

নিমাই। যাদেব পাঠিযেছিলে, তাবাও বাইবে দাঁডিয়ে বৈষ্ণবদেব সঙ্গে কীর্ত্তন কবছে চাঁদ মিঞা!

কাজী। কীর্ত্তন কবছে?

নিমাই। তুমিও নাম কব চাঁদ মিঞা—তুমিও নাম কব।

কাজী। (বিমূঢেব ন্যায নিমাইযেব দিকে চাহিয়া) নাম কববো?

নিমাই। হ্যাঁ—হ্যাঁ, নাম কব—নাম কব, তুমি পূর্ণিমাব চাঁদেব জ্যোৎস্না নিযে ফুটে ওঠ চাঁদ মিঞা!

কাজী। (তদবস্থায) নিমাই।

নিমাই। আমি তোমাকে কোলে টেনে নিতে এসেছি। এস—এস, এগিযে এস—আমাব হাত ধব, তোমাব অন্তবেব সুপ্ত প্রেম জাগবিত হোক্।

অদ্বৈত। সাবা নদীযাবাসী আজ গৌবপ্রেমে মাতোয়াবা হ'যে আমাদেব সঙ্গে যোগ দিযেছে কাজি।

শ্রীবাস। যাবা আমাদেব কীর্ত্তন ভেঙ্গে দেবাব জন্য তোমাকে উত্তেজিত কবতো, তাবাই শ্রীগৌবাঙ্গের পদে আত্মসমর্পণ কবেছে কাজি সাহেব!

হবিদাস। গৌব-প্রেমেব বান ডেকেছে নদীয়ানগরে কাজি সাহেব, গৌব প্রেমেব বান ডেকেছে।

নিতাই। (মুগ্ধ কাজীব কানের কাছে মুখ দিযা) গৌরহবি বল কাজি, গৌবহবি বল।

কাজী। (মুগ্ধনেত্রে নিমাইয়ের মুখেব দিকে চাহিয়া) গৌরহবি—গৌবহবি—গৌবহবি!

নিমাই। (সানন্দে) বুকে এস চাঁদ মিঞা, বুকে এস। (বক্ষে ধারণ)

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।

গীত।

নিতাই ——(নৃত্যসহকারে)

ওরে গৌরপ্রেমের বান ডেকে আজ ন'দে ভেসে যায়।
তোরা ছুটে আয়—ছুটে আয়॥
বাণের টানে ভাসলো কাজী, একি দেখি হায়।
তোরা ছুটে আয়—ছুটে আয়॥
আমার গৌর সংকীর্ত্তনে,
দেখ্‌বে নাচে কাজীর সনে,
(তোরাও) গৌরপ্রেমে ভাসবি যদি নেচে নেচে আয়।
তোরা ছুটে আয়—ছুটে আয়॥

(সকলেই নাচিতেছিল, কাজীও বিভোর হইয়া নাচিতেছিল)

দূরে হুসেন খাঁর প্রবেশ।

হুসেন। (বজ্রগম্ভীরস্বরে ডাকিল) চাঁদ মিঞা! চাঁদ মিঞা!

(কীর্ত্তনের সুর ভাঙ্গিয়া গেল, নৃত্যের ছন্দ হারাইয়া গেল)

নিমাই। রাধে! প্রেমময়ী রাধে! (কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইলেন)

কাজী। (আকুল হইয়া) গৌরহরি। গৌরহরি!

বৈষ্ণবগণ। গৌরহরি—গৌরহরি! (সকলে শুশ্রূষা করিতেছিল)

কাজী। একি করলেন জাঁহাপনা—একি করলেন? কঠিন আঘাতে আমার গৌরহরিকে সংজ্ঞাহারা ক'রে দিলেন?

হুসেন। এসব কি চাঁদ মিঞা?

কাজী। গৌরপ্রেমের বন্যায় আজ নদীয়া ভেসে গেছে জনাব!

নিমাই। (সংজ্ঞাপ্রাপ্তে) রাধে—রাধে—প্রেমময়ী রাধে!

কাজী। প্রভু—প্রভু! ক্ষমা করুন—অপরাধী নবাবকে ক্ষমা করুন।

হুসেন। সাবধান চাঁদ মিঞা! সামান্য একটা বৈষ্ণবের কাছে বাংলার নবাবকে হীন প্রতিপন্ন ক'রো না।

কাজী। সামান্য বৈষ্ণব নন জনাব, ইনি সামান্য বৈষ্ণব নন! ইসলামধর্ম্মীদের পয়গম্বর, মহাপুরুষ মহম্মদ নিজে এসেছেন নদীয়ানগরে শ্রীগৌরাঙ্গের রূপে।

হুসেন। তুমি ক্ষেপে গেছ কাজি!

নিতাই। ক্ষেপে গেছে জনাব—সারা নদীয়া ক্ষেপে গেছে। শুধু একা কাজী নয়, নদীয়ার সমস্ত হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন গাইছে।

হুসেন। যাদু করেছ, তোমরা যাদু করেছ।

অদ্বৈত। যাদুবিদ্যা আমাদের জানা নেই জনাব! আমরা গৌর-প্রেমের ভিখারী।

হুসেন। তোমাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আমার কাণে পৌঁছেছিল, কিন্তু তখন এটা বুঝ্‌তে পারিনি। আজ দেখ্‌ছি তোমরা সীমা ছাড়িয়ে গেছ।

নিতাই। গৌরপ্রেমের কি সীমা আছে জনাব? অসীম অনন্ত প্রেমের সাগরে স্নান ক'রে জীব শুদ্ধ হবে—ধন্য হবে।

হুসেন। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে এক বিরাট্ শান্তিময় রাষ্ট্র স্থাপন কর্‌বার আশাতেই আমি এতদিন বহু অভিযোগ শুনেও তোমাদের শাসন করিনি। এমন কি এই কাজীর আবেদনও অগ্রাহ্য করেছি; কিন্তু আজ দেখ্‌ছি বৈষ্ণবধর্ম্মের স্রোতে ইস্‌লামধর্ম্মও ভেসে যাচ্ছে।

নিতাই। ভেসে যাবে জনাব—গৌরপ্রেমের বন্যায় সব ভেসে যাবে—তলিয়ে যাবে।

হুসেন। না—না, তা হ'তে দেবো না। দস্যুদমনে যে সাত-

হাজার সৈন্য এনেছিলুম, সেই সৈন্য বৈষ্ণবদমনে নিযুক্ত করবো। বৈষ্ণবধর্ম্মের মন্দির কামান দেগে উড়িয়ে দেবো।

অদ্বৈত। বাইরের মন্দিরগুলো কামান দেগে ওড়াতে পারবেন, কিন্তু বৈষ্ণবদের অন্তরমন্দির কোন্ অস্ত্রে উড়িয়ে দেবেন জনাব ?

কাজী। পারবেন না জনাব, এ ধর্ম্মের দেহে আঘাত করতে।

হুসেন। পারি কি না, এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ইব্রাহিম—

ধীরে ধীরে ইব্রাহিমের প্রবেশ।

ইব্রাহিম। জাঁহাপনা !

হুসেন। আমি বাইরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কামান দেগে বৈষ্ণবদের উড়িয়ে দাও।

ইব্রাহিম। আমি অক্ষম জনাব !

হুসেন। (সবিস্ময়ে) ইব্রাহিম !

ইব্রাহিম। আমি হারিয়ে গেছি জাঁহাপনা !

হুসেন। হারিয়ে গেছ ?

ইব্রাহিম। হ্যাঁ জাঁহাপনা ! আমি হারিয়ে গেছি বৈষ্ণবধর্ম্মের মাঝে।

হুসেন। তুমিও কি কাজীর মত ক্ষেপে গেছ ইব্রাহিম ?

ইব্রাহিম। ক্ষেপিনি জনাব, ডুবে গেছি। গৌরপ্রেমের সাগরে ডুবে গেছি, আমার আমিত্ব বিলিয়ে দিয়েছি।

হুসেন। আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি ইব্রাহিম ! দুদিন পূর্ব্বে তুমিই ছিলে হিন্দুবিদ্বেষী, আর আজ—

ইব্রাহিম। ধুয়ে মুছে গিয়েছে জনাব, আমার মনের ময়লা, এই মহাপ্রভুর প্রেমের বন্যায় ধুয়ে মুছে গেছে।

হুসেন। তোমাকে কেমন ক'রে মুগ্ধ করলে ইব্রাহিম ?

ইব্রাহিম। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে দলে ভিড়িয়ে নিয়ে ওঁরা

কীর্ত্তন করছিলেন দেখে আমি শাসন করতে গিয়েছিলাম; কিন্তু জনাব! জানি না কোন্ অতর্কিত মুহূর্ত্তে আমি আমার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেল্‌লাম। যখন নিজেকে ফিরে পেলাম, তখন দেখ্‌লাম, আমি এই মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বুকে।

নিমাই। তোমাকে বুকে নিয়ে আমি ধন্য হয়েছি। এস—এস নবাব! তুমিও আমার বুকে এস। (বাহু প্রসারিত করিলেন)

হুসেন। (ব্যাকুলভাবে নিমাইয়ের দিকে চাহিয়া) না—না, আমাকে ডেকো না, আমি যেতে পারবো না। আমি তোমাকে শাসন করবো। তুমি আমার নগরপাল জগন্নাথ ও মাধবকে কেড়ে নিয়েছ, আমার সেনাপতি ইব্রাহিমকে কেড়ে নিয়েছ, আমার ইস্‌লামধর্ম্মকে লুপ্ত ক'রে দিতে চাইছ; আমি তোমাকে—(সহসা নিমাইয়ের স্মিতহাস্যের দিকে লক্ষ্য পড়িল) ওকি! তোমার মধুর হাসিতে কি যেন মোহিনী মায়া ঝ'রে পড়্‌ছে। কে তুমি—কে তুমি? তোমার মধ্য দিয়ে যেন শত শত চন্দ্র-সূর্য্যের আলো বিকীর্ণ হ'চ্ছে। তুমিই কি আমার পয়গম্বর মহাপুরুষ মহম্মদ?

নিমাই। আমি মহম্মদ, আমি বিষ্ণু, আমি রাম, আমি রহিম। আমি সবার, সবাই আমার। বুকে এস—বুকে এস ওগো পথহারা পথিক! (নবাবকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন)

নিতাই।— O. K. শ্রীভূ।

(ওরে) গৌরপ্রেমের বান ডেকেছে, আজ ন'দে ভেসে যায়।
তোরা ছুটে আয়—ছুটে আয়॥
বানের টানে নবাব কাজী ভাস্‌লো দেখি হায়।
তোরা ছুটে আয়—ছুটে আয়॥

[নাচিতে নাচিতে সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নিমাইয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণ।

গীতকণ্ঠে মহামায়ার প্রবেশ।

গীত।

মহামায়া।—

আয় আয়, ওরে আয়।
কতদিন আর থাকিবি রে ঘরে ভুলিয়া অসার মায়ায়॥
ধরণীর জীবে কে করিবে ত্রাণ,
কে বাঁচাবে বল জগতের প্রাণ,
আজও যদি থাকো গৃহকোণে হারায়ে চেতনা হায়॥

এই গান লক্ষ্য করিয়া শচীদেবীর প্রবেশ।

শচী। কে—কে করুণ সুরের ঝঙ্কার তুলে আমার ঘরে কান্নার নদী বহাতে এসেছে রে? একি! রাক্ষসি, তুই?

মহামায়া। হ্যাঁ গো ঠাকরুণ!

শচী। পোড়ারমুখি! বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে।

মহামায়া। বেরিয়ে যাবো—বেরিয়ে যাবো; কিন্তু একা যাবো না, সঙ্গে আর একজনকেও নিয়ে যাবো।

শচী। কে—কে? কাকে নিয়ে যাবি?

মহামায়া। যার জন্য সারা জগৎ আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে, যাকে অবলম্বন ক'রে বিশ্ব-সংসার আলোর পথে এগিয়ে যাবে, সেই আলোর দেশের যাত্রীর হাত ধ'রে বেরিয়ে যাবো।

শচী। কে? কে সে?

নিমাই। (নেপথ্যে) মা—মা।

মহামায়া। এগিয়েছে—এগিয়েছে, যাত্রী এগিয়েছে। পথের বাধা সরিয়ে দেবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। ওরে, যাত্রীকে কেউ বেঁধে রাখতে পারবে না—কেউ বেঁধে রাখতে পারবে না।

শচী। কি বলছিস—কি বকছিস পোড়ারমুখি।

মহামায়া। এই 'পোড়ারমুখী' সম্বোধন তোমার বিফল হবে না মা। ভবিষ্যতে আমাকে নদীয়ার ভক্তেরা ঐ নামেই পূজা দেবে।

[দ্রুত প্রস্থান।

শচী। বিদ্যুতের মত চ'লে গেল। কে ও—কে ও?

নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। কার কথা বলছো মা?

শচী। নিমাই—নিমাই। এসেছিস বাবা। ওরে, সেই রাক্ষসী এসেছিল, কাকে যেন নিয়ে যাবার ইঙ্গিত দিয়ে গেল।

নিমাই। শান্ত হও মা। ও পাগলীর খেয়াল।

শচী। আহা, তাই বল বাবা—তাই বল। ওঃ! এখনও আমার বুকটা কাঁপছে।

নিমাই। কেন চিন্তা করছো মা?

শচী। ওরে পাগলা ছেলে, চিন্তা কি সাধে করি আমি! (নেপথ্যে শঙ্খঘণ্টা [illegible]) ঐ ভোগারতির শাঁখঘণ্টা বাজলো, তুই পূজার কাপড় ছেড়ে নে নিমাই। আমি ঠাকুরঘর থেকে এখনি আসছি।

[প্রস্থান।

নিমাই। এ বন্ধন কি ছিন্ন হবে না? আমাকে কি চিরদিন সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌তে হবে? প্রেমময়ি! তুমি আমার বন্ধন ছিন্ন কর।

নিতাইয়ের প্রবেশ।

নিতাই। বন্ধন ছিন্ন করবার জন্যে এত আকুলি-ব্যাকুলি?

নিমাই। বন্ধনে থাক্‌বার জন্য তো আমি আসিনি দাদা!

নিতাই। সেইজন্যই বুঝি বৌমাকে বাপের বাড়ী পাঠালে?

নিমাই। ওটা যে লোহার বেড়ি।

নিতাই। তাকে ফাঁকি দিয়ে পাঠালে তো তোমার যাওয়া সার্থকতায় ভ'রে উঠ্‌বে না ভাই!

নিমাই। মায়ের অনুমতি আমি পাবো; কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে কোন চাতুরীই যে চল্‌বে না দাদা!

নিতাই। চাতুরী ক'রে তার মুখ থেকে যাবার অনুমতি নিতে আমি বল্‌ছি না গৌরহরি!

নিমাই। চাতুরী না করলেও যাওয়া সম্ভব নয়, তাই বাধ্য হ'য়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছি।

নিতাই। তুমি দূরে সরিয়েছ ব'লেই কি সে দূরে থাক্‌বে? তারও প্রাণ আছে—অনুভূতি আছে! দেখ, হয়তো এসে হাজির হবে এখন।

নিমাই। এলেও তো আমার যাবার পথ বন্ধ হবে না দাদা!

নিতাই। না গেলে কি উপায় নেই গৌরহরি?

নিমাই। উপায় নেই—উপায় নেই। কে যেন প্রতি রাত্রে আমার কানে কানে এসে বলে—ওরে, পৃথিবীর তাপিত ব্যথিত মহাপাপিগণ

শুষ্ককণ্ঠে তোর জন্য আকুল আগ্রহে ব'সে আছে, তুই আয়—তুই আয়, তাদের তৃষিতকণ্ঠে প্রেমামৃত ঢেলে দে ।

নিতাই । গৌরহরি—গৌরহরি !

নিমাই । আমি বুঝ্তে পেরেছি, এ সমস্তই কৃষ্ণের ইচ্ছায় । কৃষ্ণের ইচ্ছায় আমি পৃথিবীতে এসেছি, কৃষ্ণের ইচ্ছায় নদীয়ায় হরিনামের বন্যা ব'য়ে যাচ্ছে ; কিন্তু শুধু নদীয়ার উর্ব্বরতা নিয়ে তো পৃথিবীতে সুফল ফল্‌বে না । চারিদিকে ঊষর মরুভূমি, কোথায় কেমন ক'রে হরিনামের বীজ বপন করবে দাদা ?

নিতাই । ধরার ঊষর-প্রান্তে উর্ব্বরতা আস্‌বে গৌরহরি ?

নিমাই । আন্‌তেই হবে । সমস্ত নদীয়াবাসীর চোখের জলে ধরণীর কঠোরতা ধুয়ে যাবে । সেই শুষ্ক প্রান্তরে উর্ব্বরতা ফিরে আসবে, হরিনামের বীজ বপন করলেই সুফল ফল্‌বে ।

বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত ধরিয়া শচীদেবীর প্রবেশ ।

শচী । নিমাই !

নিমাই । মা ! একি ! বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি ?

শচী । বৌমা থাক্‌তে পার্‌লে না বাবা, চ'লে এলো ।

নিতাই । আস্‌তেই হবে । আর ঘরের বৌ লক্ষ্মী, ওরা না থাকলে কি সংসার মানায় ! বৌমা, বাপের বাড়ী থেকে কি খাবার এনেছ মা ?

বিষ্ণুপ্রিয়া । (হাসিয়া) চন্দ্রপুলী, নারকেল-নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ ।

নিতাই । ব্যস্—ব্যস্, আর বল্‌তে হবে না । চল মা, তোমার বাপের বাড়ীর খাবারগুলো আগের ভাগে পাগলা নিতাইকে খাওয়াবে চল । হ্যাঁ—আর দেখ, খানকতক বাড়তি দিও, পাড়ার লোককে বিলিয়ে আস্‌বো ।

শচী। পাড়ার লোকদের কি আমি বিলাতে পারবো না বাবা?

নিতাই। তোমরা মায়ে-পোয়ে ততক্ষণ কথা বল না, ও কাজটা আমিই সেরে আস্‌ছি। চল মা, চল।

[নিমাইয়ের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিতে চাহিতে
নিতাই-সহ বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান।

শচী। বৌমা এল, চ'লে গেল, তুই তো একটা কথাও বল্‌লি না বাবা!

নিমাই। কি বলবো মা?

শচী। আজ এত গম্ভীর কেন বাবা? কি চিন্তা কর্‌ছিস্?

নিমাই। সে অনেক চিন্তা মা, সে চিন্তার শেষ নেই।

শচী। কিসের চিন্তা নিমাই?

নিমাই। আমার নিজের চিন্তা। প্রাণ আমার অস্থির, এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকতে পারছি না।

শচী। কেন? কেন নিমাই?

নিমাই। বৃন্দাবনে যাবার জন্য মা! তুমি আমাকে যেতে অনুমতি দাও।

শচী। বৃন্দাবনে কেন যেতে চাস্ বাবা?

নিমাই। কেন, তা বলতে পারি না; তবে বৃন্দাবনচন্দ্র যে আমাকে ডাক্‌ছেন, সেটা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

শচী। তোমার মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তনে বাবা বৃন্দাবনচন্দ্র এই নবদ্বীপেই আবির্ভূত হবেন বাবা! নদীয়া তো বৃন্দাবনে পরিণত হয়েছে বাবা!

নিমাই। না—না, ও কথা ব'লো না মা! বৃন্দাবনের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত রাধাকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তন করে, আর নদীয়ায় এখনও অনেক পাষণ্ড আছে, যারা রাধাকৃষ্ণের নামগান শুনলে কানে আঙ্গুল দেয়; তাই আমি বৃন্দাবনে যেতে চাই মা! তুমি আমাকে অনুমতি দাও।

শচী। এই বৃদ্ধ বয়সে তোর বিরহ আমাকে সইতে হবে বাবা?

নিমাই। তুমি যদি কাঁদ, তাহ'লে আমার যাওয়া হবে না মা!

শচী। ওরে, বিশ্বরূপকে হারানোর পর তোকে বুকে পেয়ে আমি সে ব্যথা গায়ে মেখে নিতে পেরেছিলাম, কিন্তু তোকে হারিয়ে যে প্রাণে বাঁচবো না নিমাই!

নিমাই। স্নেহময়ি! তোমার স্নেহ-সমুদ্রে স্নান ক'রে নিমাইয়ের জীবন ধন্য; কিন্তু দিবারাত্র আমি কার যেন বাঁশরীনিনাদ শুন্‌তে পাই। যেন মনে হয়, গোকুলচন্দ্র আমাকে ডাক্‌ছেন। যে ডাক শুনে গোকুলের গোপিনীরা ঘরে থাকৃতে পার্‌তো না মা, তবে আমি কেমন ক'রে থাকি?

শচী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) তবে কি সেই রাক্ষসীর কথা সত্য হবে? ছেলে-বৌয়ের কোলে মাথা রেখে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ কর্‌তে পার্‌বো না?

নিমাই। মা!

শচী। না—না, আমি পার্‌বো না—তোকে বৃন্দাবনে যাবার অনুমতি দিতে পার্‌বো না। ওরে, তুই চ'লে গেলে পৃথিবী যে অন্ধকার হ'য়ে যাবে।

নিমাই। অন্ধকারে আলো জ্বেলে দেবেন আমার শ্রীকৃষ্ণ। এক নিমাইয়ের জন্য তুমি আকুল হ'চ্ছো, তোমার লক্ষ লক্ষ নিমাই হাহাকার কর্‌ছে, তাদের কৃষ্ণপ্রেম-বারিধিতে স্নান কর্‌বার সুযোগ ক'রে দাও গো বিশ্বমাতা!

শচী। নিমাই—নিমাই! (অস্পষ্ট সুর উঠিল)

নিমাই। কে নিমাই? কোথা নিমাই? সারা বিশ্বের বুকে পরিব্যাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি। আমি কৃষ্ণ, তুমি কৃষ্ণ, কীট-পতঙ্গ কৃষ্ণ, পথের কঙ্করেও কৃষ্ণ; কৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নেই—কিছু নেই। (সুর আরও স্পষ্ট হইল, মেঘ গর্জ্জন হইতে লাগিল)

শচী। কোথা গেল—কোথা গেল আমার নিমাই? একি! কে—কে তুমি?

নিমাই। আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শচী। তুমি কেন এসেছ?

নিমাই। হরিনাম প্রচার করতে।

শচী। হরিনাম প্রচার করতে?

নিমাই। হ্যা, কলিযুগে হরিনামই পাপী তাপী উদ্ধারের মূলমন্ত্র—জীবের একমাত্র পাথেয়।

শচী। তবে আমাকেও—

নিমাই। হরিনাম সম্বল করতে হবে, সংসারের মায়া ভুলতে হবে।

শচী। কিন্তু যার মায়ায় আবদ্ধ, সেই নিমাই—

নিমাই। শ্রীকৃষ্ণের দেহে বিলীন হবে, সেই তো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শচী। তবে নিমাই সংসারে থাকবে না?

নিমাই। সংসারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে তো বাধা যায় না।

শচী। তবে নিমাইকে—

নিমাই। সন্ন্যাস নেবার অনুমতি দিতে হবে।

শচী। সন্ন্যাস নেবার অনুমতি আমি দিতে পারবো?

নিমাই। না পারলে নিমাই যেতে পারে না!

শচী। কি অনুমতি দেবো?

নিমাই। বল—নিমাই, তুমি সন্ন্যাস নিয়ে—

শচী। (অভিভূতের ন্যায়) নিমাই। তুমি সন্ন্যাস নিয়ে—

নিমাই। বিশ্ববাসীর কল্যাণ কর।

শচী। বিশ্ববাসীর কল্যাণ কর।

(সহসা সুর থামিয়া গেল, শচীর সংজ্ঞা ফিরিল)

নিমাই। (প্রণাম করিয়া) তবে বিদায় দাও মা!

শচী। (সাশ্চর্য্যে) নিমাই!

নিমাই। মা!

শচী। প্রণাম করছিস যে? তবে কি—

নিমাই। আমাকে অনুমতি দিয়েছ।

শচী। কিসের অনুমতি?

নিমাই। সংসার ত্যাগের অনুমতি! (প্রস্থানোদ্যত)

শচী। নিমাই—

নিমাই। মায়ের পেছু-ডাক সন্তানের শুভ কামনা করে।

শচী। ফিরে আয় নিমাই, ফিরে আয়। ওরে, আমি যদি অনুমতি দিয়ে থাকি, সজ্ঞানে দিইনি।

নিমাই। অনুমতি যখন পেয়েছি, তখন আর ফিরবো না মা! এখন আর আমি তোমার নই; সারা বিশ্ববাসীর।

[প্রস্থান।

শচী। ওরে, চ'লে গেলি—চ'লে গেলি? আমার নিমাই চ'লে গেল; বৌমা—বৌমা! ছুটে এস--ছুটে এস, আমার নিমাইকে ধ'রে রাখ! আমি রাক্ষসী, কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে অনুমতি দিয়ে ফেলেছি। বৌমা—বৌমা! তুমি ওকে ধর—ওকে ধর।

[দ্রুত প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নিমাইয়ের শয়ন-কক্ষ।

নীলাম্বর শাড়ী পরিহিত ফুলের গহনায় সজ্জিত বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

([illegible] ফুলের মালায় সজ্জিত, একপার্শ্বে প্রদীপ [illegible]ছিল)

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা! ওকে ধর—ওকে ধর। ও বড় দুষ্টু, রাতের পর রাত আমাকে কাঁদিয়ে ও শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ-নামে আত্মহারা হ'য়ে থাকে, আজ আমি যেতে দেবো না—আজ আমি যেতে দেবো না। (নেপথ্যে করুণ সুরে বাঁশী বাজিল) আঃ! কে—কে রে নিষ্ঠুর, এমন সময় কান্নার সুরে বাঁশী বাজাচ্ছিস্? (সমভাবে বাঁশীর মূর্চ্ছনা ভাসিয়া আসিতেছিল, বিষ্ণুপ্রিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিল এবং একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল) আহা! না জানি বিরহী যক্ষের মত ব্যাকুলতা নিয়ে এক অজানা মানুষ নিশুতি রাতে প্রাণের বার্ত্তা পাঠাচ্ছে করুণ সুরের মূর্চ্ছনা তুলে ওর প্রিয়ার কাছে!

নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। লক্ষ্মি!

বিষ্ণুপ্রিয়া। (চকিতে পশ্চাতে ফিরিয়া) লক্ষ্মীর নীরব ডাক শুনতে পেয়েছ ঠাকুর? (প্রণাম করিয়া নিমাইকে [illegible] বসাইয়া পদতলে বসিল)

নিমাই। (সোহাগে বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত ধরিলেন) তোমার ডাক আমি অন্তর দিয়ে শুনি লক্ষ্মি!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আজ লক্ষ্মীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, তাই এত আদর।

নিমাই। তোমার ভ্রান্ত ধারণা বুঝিয়ে দিতেই আজ আর কীর্ত্তনে যাইনি লক্ষ্মি !

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি ভ্রান্ত ধারণা ?

নিমাই। তুমি বল, আমি পাথরে গড়া মানুষ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওটা আমার মনের কথা নয়।

নিমাই। তোমার মনের কথা আমি বুঝ্‌তে পারি লক্ষ্মি !

বিষ্ণুপ্রিয়া। বুঝ্‌তে পার ব'লেই বোধ হয় আমাকে কাঁদাও ?

নিমাই। কান্নাই তো হাসির পূর্ব্ব লক্ষণ লক্ষ্মি ! যে কাঁদতে পারে, সে হাসতে পারে; আমি কাঁদতেও পারি না, হাসতেও পারি না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। না—না, আমি তোমার কান্না সইতে পার্‌বো না।

নিমাই। কেমন চাঁদ উঠেছে দেখ লক্ষ্মি !

বিষ্ণুপ্রিয়া। ঐ চাঁদের হাসি দেখ্‌লে আমার হিংসে হয়।

নিমাই। ঐ চাঁদের হাসি দেখ্‌লে আমার আনন্দ হয়। জানালার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো শয্যায় পড়েছে। তুমি বিশ্রাম কর।

বিষ্ণুপ্রিয়া। না—না, আজ সারারাত্রি তোমার হাতে হাত রেখে গল্প করবো।

নিমাই। বেশ তো, না হয় তুমি শোও, আমি তোমার মাথার কাছে ব'সে ব'সে গল্প করি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। না—না, তা হয় না।

নিমাই। কেন হয় না লক্ষ্মি ? তোমার সাধ সারারাত্রি গল্প করবে, আর আমার সাধ তোমার মুখে চাঁদের আলো প'ড়ে কেমন মানায়, তা দেখ্‌বো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। (হাসিয়া) তোমার সাধ ?

নিমাই। সাধ অনেকদিনের ; কিন্তু অবসর হয়নি। তুমি উপাধানে মাথা রেখে চাঁদের আলোর দিকে মুখ রেখে শোও।

বিষ্ণুপ্রিয়া। না, আমি তোমার পায়ে মাথা রেখে শোব, তুমি বল !

নিমাই। বেশ, তাই শোও। (নিমাই শয্যাপরি বসিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার পায়ে মাথা দিয়া শয়ন করিলেন। দূরাগত বাঁশীর সুর ভাসিয়া আসিতেছিল, বিষ্ণুপ্রিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিলেন)

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেমন লাগ্‌ছে বাঁশীর সুর ?

নিমাই। চমৎকার !

বিষ্ণুপ্রিয়া। বাঁশীটা কিছুক্ষণ আগে কান্নার সুরে বাজছিল !

নিমাই। এখন বোধ হয় দীর্ঘ বিরহের পর মিলন হয়েছে, তাই বাঁশী মিলন-সুরে বাজছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। রাতটা কি দুষ্টু বল তো, তোমার পায়ে মাথা রেখে শুয়েছি, আর অম্‌নি নিদ্রাদেবীকে পাঠিয়েছে !

নিমাই। বেশ তো, তুমি ঘুমোও, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি ব'সে ব'সে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে, আর আমি ঘুমুবো ?

নিমাই। চাঁদের আলোর খেলা দেখ্‌বো তোমার ঘুমন্ত মুখের উপর !

বিষ্ণুপ্রিয়া। এ কি খেয়াল ?

নিমাই। খেয়াল নয়, আমার সাধ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ঘুমোবে না ?

নিমাই। দেখার সাধ মিটে গেলে ঘুমোবো। (বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) তুমি চোখ বুজে থাক।

(বিষ্ণুপ্রিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, নিমাই মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। বাঁশীর সুর ভাসিয়া আসিতেছিল, বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন, নিমাই একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে তাঁহার অজ্ঞাতে যেন বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া চুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন, পশ্চাৎ হইতে দূরে মহামায়া ডাকিলেন)

মহামায়া। নিমাই!

(নিমাই চমকিত হইয়া পশ্চাতে দেখিলেন এবং কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পুনরায় বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে ফিরিলেন এবং যেন কি বলিতে গেলেন। পুনরায় পশ্চাৎ হইতে মহামায়া ডাকিলেন)

মহামায়া। নিমাই!

নিমাই। (ফিরিলেন এবং দূরে লক্ষ্য করিলেন)

মহামায়া। নিমাই!

নিমাই। (এইবার স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তিনি নির্নিমেষ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।)

গীত।

মহামায়া।— C. K.

আয়—আয়, ওরে আয়।
কতদিন আর থাকিবি রে ঘরে
ভুলিয়া অসার মায়ায়॥

(এই গানের সুরে নিমাই আকৃষ্ট হইলেন, আকর্ষণের সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল, নিমাই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার স্কন্ধের উত্তরীয় অর্দ্ধেক স্কন্ধে ও অর্দ্ধেক ধূলায় লুণ্ঠিত। তিনি ধীরে ধীরে সুর লক্ষ্য করিয়া চলিলেন, স্কন্ধের উত্তরীয় পড়িয়া গেল, সুরও ধীরে ধীরে মিলাইতে

লাগিল, নিমাই চলিয়া গেলেন, সুর দূরে মিলাইল, সহসা বজ্রাঘাতের মত সুর ভাঙ্গিয়া গেল। নেপথ্যে শচী দেবী ডাকিলেন—"বৌমা—বৌমা!" বিষ্ণুপ্রিয়ার নিদ্রা টুটিয়া গেল, তিনি [illegible] উঠিয়া [illegible])

শচীদেবীর প্রবেশ।

শচী। বৌমা—বৌমা! দুয়ার খোলা, তুমি ঘুমোচ্ছিলে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। ([illegible]) দুয়ার খোলা, তবে তিনি গেলেন কোথা?

শচী। নিমাই ছিল? বৌমা, নিমাই ছিল? (বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জায় মাথা নত করিলেন) এখন লজ্জা করবার সময় নয় হতভাগি! বল্, বল্, ওরে বল্, নিমাই এসেছিল?

বিষ্ণুপ্রিয়া। হ্যাঁ মা, তার পায়ের কাছে মাথা রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

শচী। ঘুমিয়ে পড়েছিলি? কি কবলি বোকা মেয়ে, কি কর্‌লি? তাকে হারিয়ে ফেল্‌লি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। (চমকিত হইয়া) মা!

শচী। ওরে, কোন্ ছলে আমার কাছ থেকে আদেশবাণী আদায় ক'রে এনেছিল! আমি অসতর্ক মুহূর্তে তাকে সন্ন্যাসগ্রহণের অনুমতি দিয়েছি মা!

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা—মা, তবে তিনি আমাকে ফাঁকি দিয়েছেন! (দূরে উত্তরীয় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া) সত্যই তাই, এই যে তাঁর উত্তরীয়! ঐ পথে গিয়েছেন, ঐ এখনও তাঁর পদচিহ্ন প'ড়ে আছে! ডাক মা—ডাক। তোমার ডাক শুন্‌লে এখনি ফিরবেন, আমি ঐ পদচিহ্ন ধ'রে ছুটে চল্‌লাম!

[দ্রুত প্রস্থান।

শচী। নিমাই!

(নেপথ্যে নিতাই গাহিলেন—নাই)

শচী। নিমাই!

(নেপথ্যে স্বরে—নাই)

শচী। নিমাই!

(নেপথ্যে স্বরে—নাই)

শচী। ওরে নিমাই!

(এইভাবে ডাকিতে ডাকিতে শচীদেবী ছুটিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, সম্মুখে নিতাই আসিয়া দাঁড়াইলেন; নিমাই ভ্রমে শচীদেবী তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন)

শচী। নিমাই—নিমাই!

নিতাই। (স্বরে) নাই—নাই—নাই!

—যবনিকা—

প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত যুগোপযোগী নাটকের তালিকা

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
উমাতারা
স্বরাজ অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
বনের পথে
রামসীতা অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কবিরঞ্জন প্রণীত
মা
নট্ট কোম্পানীর দলে অভিনীত—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
মায়ের দান
সত্যনারায়ণ অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
মিলন শঙ্খ
মিনার্ভা অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
ভদ্রার্জ্জুন
সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কবিরঞ্জন প্রণীত
সতীর সাধনা
ক্যালকাটা অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
ব্রহ্মচারী
মুকুন্দ দাসের দলে অভিনীত—১॥০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
রক্ত-তর্পণ
ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কবিরঞ্জন প্রণীত
অহিংসা
নট্ট কোম্পানীর দলে অভিনীত—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
শোণিত-উৎসব
অন্নপূর্ণা অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
মুক্তি-যজ্ঞ
শিবদুর্গা অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
দশভূজা
নিউ স্বরাজ অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
মায়াশক্তি
ভুটুয়া অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
বিল্বমঙ্গল
এমেচার পার্টিতে অভিনীত—১॥০

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
নিমাই সন্ন্যাস
নট্ট অপেরায় অভিনীত—১।০